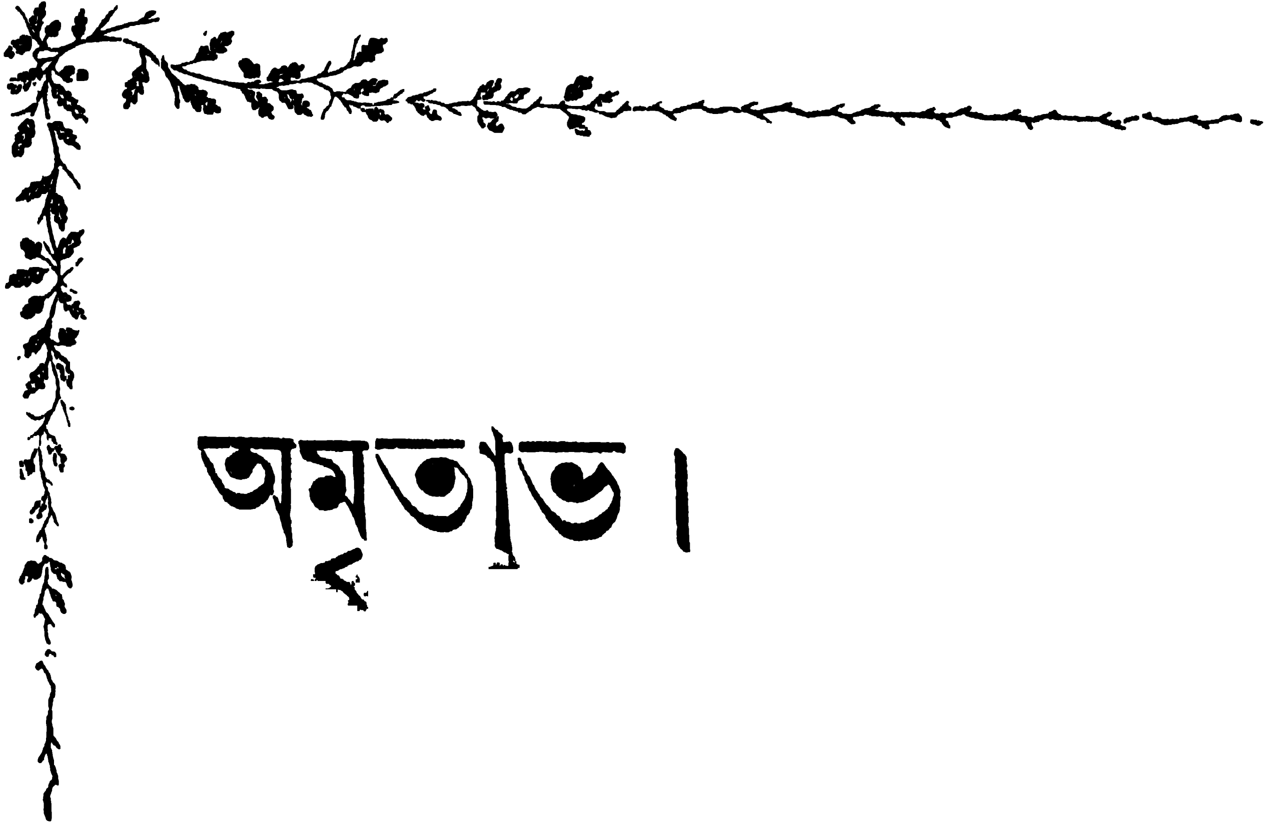


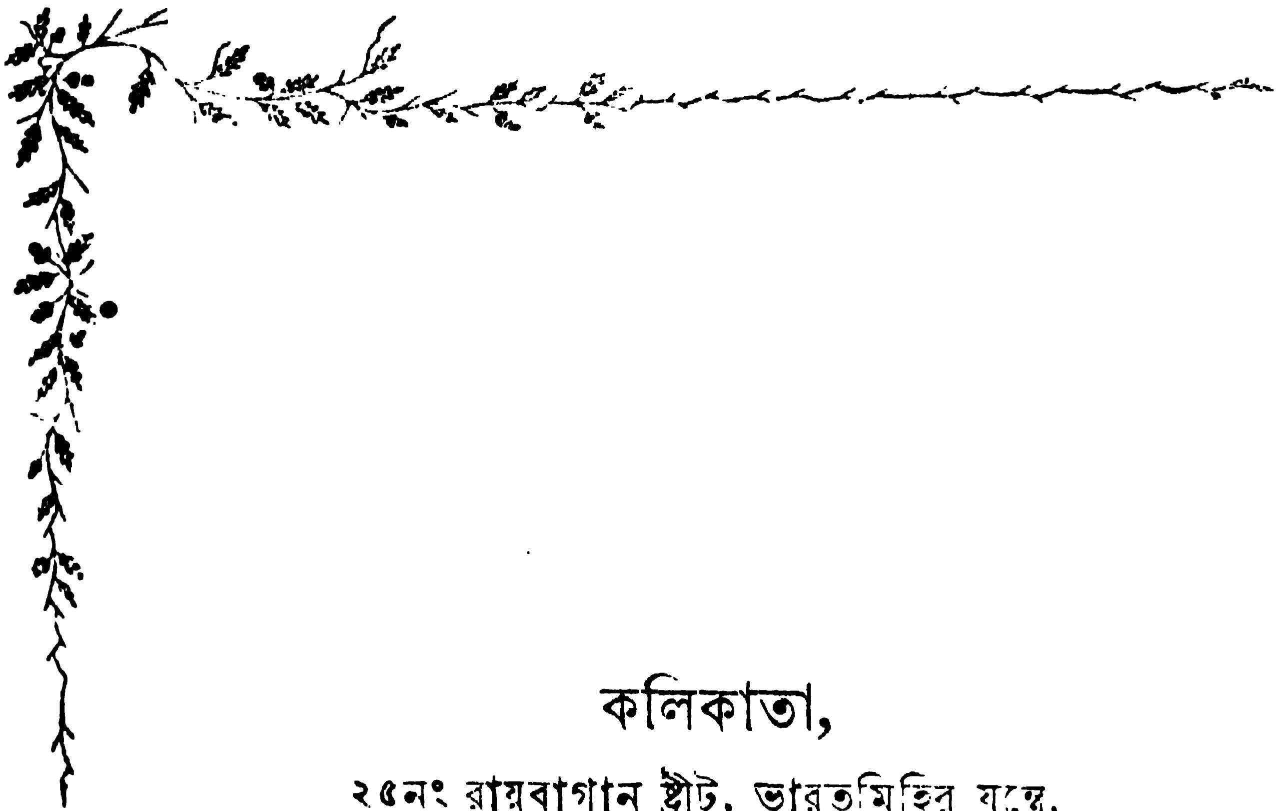
অমৃতাভ।

নবীনচন্দ্র সেন

আমা

আ:　　　　শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র

১৩১৬



কলিকাতা,

২৫নং রায়বাগান ষ্ট্রীট, ভারতমিহির যন্ত্রে,

শ্রীমহেশ্বর ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত

ও

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

প্রকাশিত।

১৩১৬

নিবেদন।

আমার পিতৃদেব "প্রভাসের" ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে লিখিয়াছিলেন :—

"ফলিয়াছে বহু আশা ; ফলে নাই বহু আর।"

আজ তাঁহার বড় আদরের "অমৃতাভের" মুদ্রাঙ্কণ শেষ হইল। শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের করুণলীলা দেখিবেন ও দেখাইবেন ইহাই তাঁহার আশা ছিল, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হইল না। তিনি যে একবার মুদ্রিত "অমৃতাভ" দেখিয়া গেলেন না আমার এই দুঃখ কোথায় রাখিব? যাহা হউক "অমৃতাভ" অসম্পূর্ণ হইলেও পাঠকবর্গের নিকট পিতার এই শেষ কাব্য প্রীতির বস্তু হইবে এই ভরসায় ইহা প্রকাশিত করিলাম।

আমার পিতার পরম বন্ধু শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকট আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তির ঋণ যে কত গভীর তাহা আমি বর্ণনা করিতে অক্ষম।

পিতার পরম স্নেহভাজন, আমার সোদরপ্রতিম শ্রীযুক্ত সরলকুমার বসু গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ ও প্রকাশের ভার গ্রহণ করিয়া আমার পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ও আমার প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের পরিচয় দিয়াছে[illegible]।

আবার[illegible]

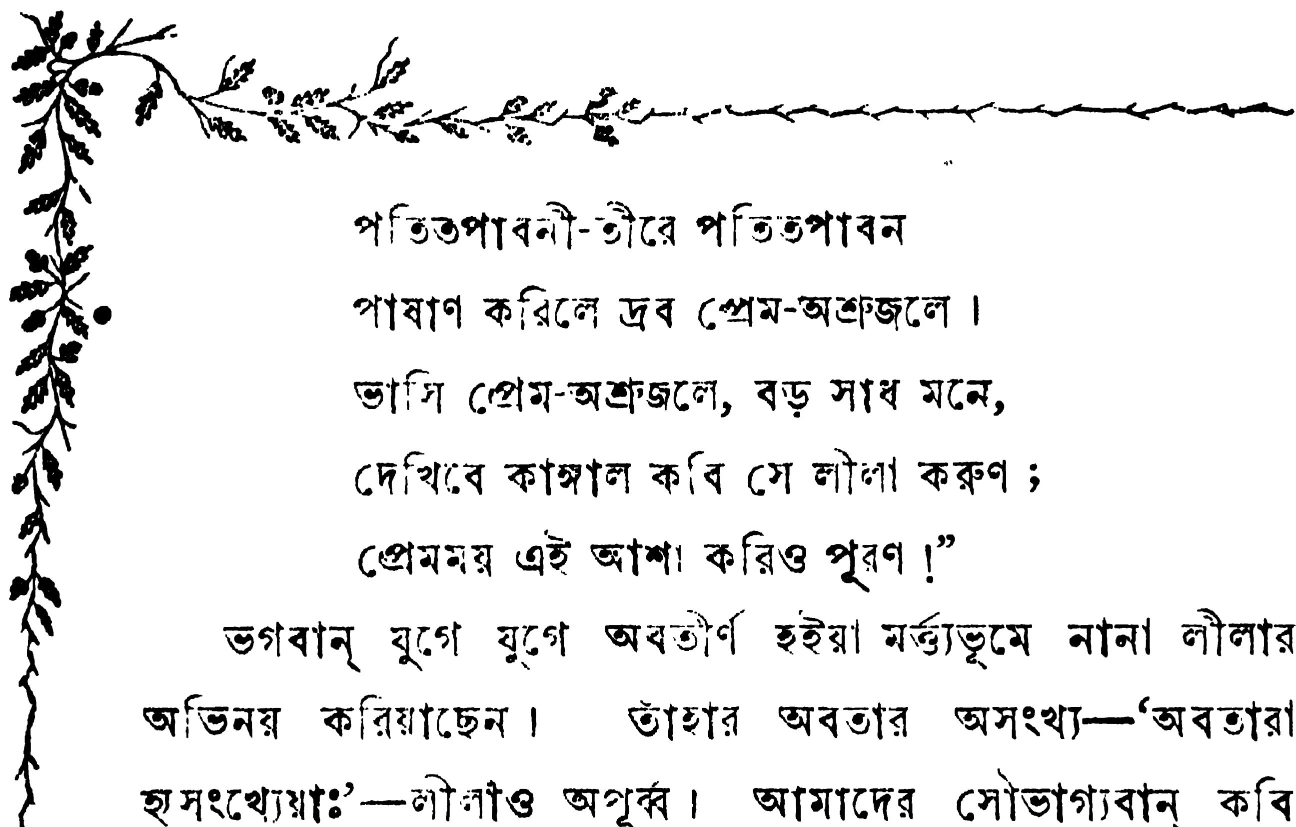
[illegible] ১৩১৮ [illegible]

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন।

ভূমিকা।

১৩০২ সালে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের 'অমিতাভ' কাব্য প্রকাশিত হয়। অমিতাভে ভগবান্ বুদ্ধদেবের লীলা বিবরিত হইয়াছে। ঐ কাব্যের শেষ অধ্যায়ে বুদ্ধদেবের তিরোধান বর্ণনা করিয়া কবি লিখিয়াছিলেন ;——

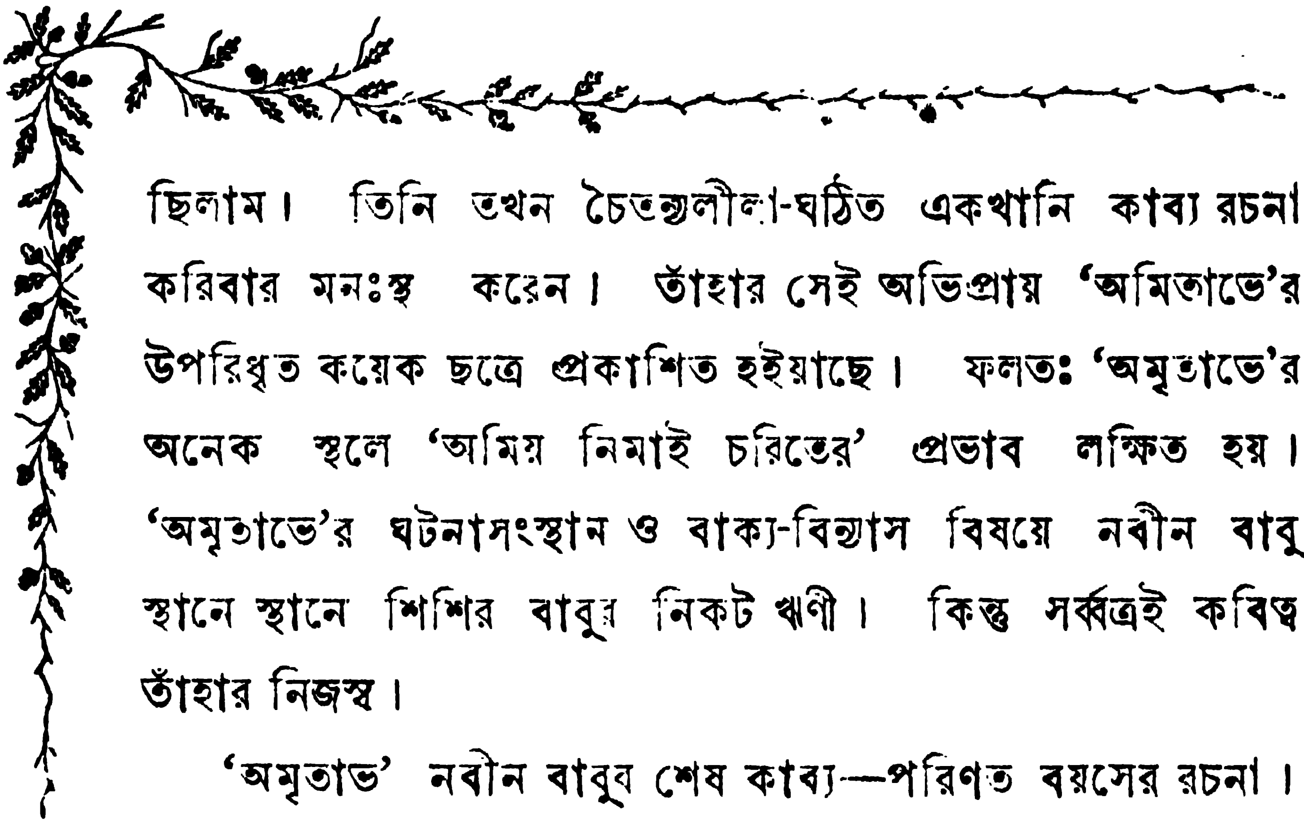
"যাও দেব! লীলা শেষ। এসেছিলে তুমি
একবার যমুনার তীরে পুণ্যবতী,—
দেখিয়াছি সেই লীলা কোমল কঠোর!
আসিলে আবার তুমি কপিলনগরে
শৈলপতি হিমাদ্রির পুণ্যপাদমূলে,—
দেখিলাম এই লীলা আত্মবিসর্জ্জন,—
রাজপুত্র মহাযোগী! আসিলে আবার
সরল মানব-শিশু জর্দ্দানের তীরে,—
দেখিয়াছি সেই লীলা আত্ম-বলিদান।
আরবের মরুভূমে, অমৃত-নির্ঝর
আবার আসিলে তুমি,—নাহি ভাগ্য মম
দেখিব সে লীলা তব। আসিয়া আবার



পতিতপাবনী-তীরে পতিতপাবন
পাষাণ করিলে দ্রব প্রেম-অশ্রুজলে।
ভাসি প্রেম-অশ্রুজলে, বড় সাধ মনে,
দেখিবে কাঙ্গাল কবি সে লীলা করুণ ;
প্রেমময় এই আশা করিও পূরণ !"

ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া মর্ত্ত্যভূমে নানা লীলার অভিনয় করিয়াছেন। তাঁহার অবতার অসংখ্য—'অবতারা হ্যসংখ্যেয়াঃ'—লীলাও অপূর্ব্ব। আমাদের সৌভাগ্যবান্ কবি 'রৈবতক' 'কুরুক্ষেত্র' ও 'প্রভাসে' তাঁহার কৃষ্ণলীলার, 'খৃষ্ট' কাব্যে তাঁহার খৃষ্টলীলার এবং 'অমিতাভে' তাঁহার বুদ্ধলীলার চিত্র আঁকিয়া ; চৈতন্যলীলার অভিনয় দেখিবার জন্য আশান্বিত হইয়া উপরোক্ত প্রার্থনাটী লিপিবদ্ধ করেন। ভক্তবৎসল ভক্তের বাঞ্ছা অপূর্ণ রাখেন নাই। তাহার ফল এই 'অমৃতাভ' কাব্য। ইহাতে ভগবানের চৈতন্যলীলা বিবৃত হইয়াছে।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ঘোষের 'অমিয় নিমাই চরিত' প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইলে নবীন বাবু ঐ গ্রন্থ পাঠ করিয়া চৈতন্যলীলার প্রতি বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হন। 'বিষ্ণুপ্রিয়া' পত্রিকায় ঐ সময়ে চৈতন্যলীলা বিষয়ক শিশির বাবুর কয়েকটি মনোজ্ঞ রচনা প্রকাশিত হয়। উহার ফলে সেই আকর্ষণ আরও বর্দ্ধিত হয়। এ কথা আমি নবীন বাবুর নিজের মুখে শুনিয়া-

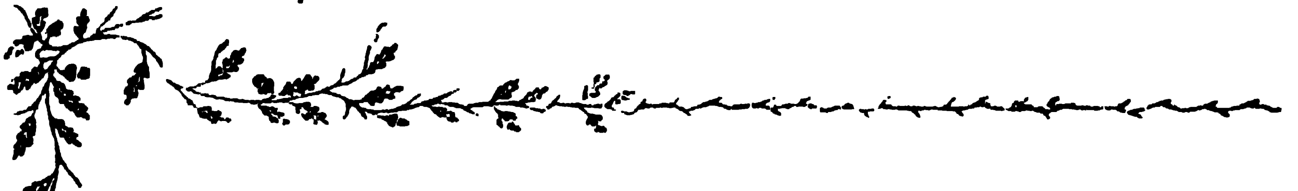


ছিলাম। তিনি তখন চৈতন্যলীলা-ঘটিত একখানি কাব্য রচনা করিবার মনঃস্থ করেন। তাঁহার সেই অভিপ্রায় 'অমিতাভে'র উপরিধৃত কয়েক ছত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। ফলতঃ 'অমৃতাভে'র অনেক স্থলে 'অমিয় নিমাই চরিতের' প্রভাব লক্ষিত হয়। 'অমৃতাভে'র ঘটনাসংস্থান ও বাক্য-বিন্যাস বিষয়ে নবীন বাবু স্থানে স্থানে শিশির বাবুর নিকট ঋণী। কিন্তু সর্ব্বত্রই কবিত্ব তাঁহার নিজস্ব।

'অমৃতাভ' নবীন বাবুর শেষ কাব্য—পরিণত বয়সের রচনা। কবিশক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে না। বরং দেখা যায় অনেক স্থলে শ্রীরামচন্দ্রের স্পর্শে পরশুরামের বিষ্ণুতেজের ন্যায় বিধাতার দুর্লভ দান কবির এই কবিত্বশক্তি বয়সের সংস্পর্শে তিরোহিত হয়। ইংলণ্ডের কবি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কিন্তু নবীন বাবুর প্রতি বাগদেবী শেষ অবধি সদয়া ছিলেন। 'অমৃতাভে'র স্থানে স্থানে যে উচ্চ অঙ্গের কবিতা আছে, তাহা পাঠ করিলে বুঝা যায় যে তাঁহার কবিত্ব শক্তির এখনও খর্ব্বতা হয় নাই।

'অমৃতাভ' অসম্পূর্ণ কাব্য। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইহার 'আবাহন' সর্গ রচিত হয়। প্রথম সর্গ 'অবতরণের' পাণ্ডু-লিপির শেষে কবি নিজহস্তে লিখিয়াছেন—দোল-পূর্ণিমা ৫।৩।০১। শেষ সর্গের রচনা কাল ১৯০৮ খৃষ্টাব্দ। 'অমৃতাভে'র ১২ সর্গের রচনায় প্রায় ৮ বৎসর ব্যয়িত হইয়াছে। অথচ আমরা জানি যে

নবীন বাবুর লেখনীর গতি মন্থর ছিল না। এত কাল-ব্যয়ের কারণ কি? এ বিষয়ে আমার সহিত নবীন বাবুর একবার কথা হইয়াছিল। তিনি 'অমৃতাভে'র প্রথম ৪।৫ সর্গের পাণ্ডুলিপি আমাকে পড়িতে দেন। পড়া শেষ হইলে আমি তাঁহাকে কাব্য খানি সত্বর সমাপ্ত করিয়া প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি। উত্তরে তিনি বলেন যে তাঁহার এক নিকট আত্মীয়ার ধ্রুব ধারণা এই যে চৈতন্যলীলাই তাঁহার শেষ কাব্য; ঐ কাব্য সমাপ্তির সহিত তাঁহার জীবনও সমাপ্ত হইবে। সেই ধারণার অনুরোধে তিনি ধীরে ধীরে কাব্য রচনা করিতেছিলেন। ফলেও দেখা যায় যে যদিও ১৩০২ সালের পূর্ব্বেই 'অমৃতাভ' রচনার সঙ্কল্প তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল হইয়াছিল, কিন্তু কাব্য-রচনার সূত্রপাত ১৩০৭ সালে। তাঁহার একমাত্র স্নেহাস্পদ পুত্র নির্ম্মলচন্দ্র তখন বিদ্যাভ্যাসের জন্য বিলাতযাত্রায় সজ্জিত। তাহারই কল্যাণকামনায় তিনি কাব্য-রচনার আরম্ভ করেন। 'আবাহন' ও প্রথম 'অবতরণ' সর্গের শেষে পুত্রের প্রতি ভগবানের আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা আছে। এইরূপে নির্ম্মলের নাম গ্রন্থের সঙ্গে চিরদিন জড়িত হইয়া থাকিবে। তাহার প্রবাসযাত্রা না হইলে হয়ত 'অমৃতাভ' রচিতই হইত না। পুত্র কৃতী হইয়া প্রবাস হইতে ফিরিলে গ্রন্থ-রচনা আবার মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে থাকে। শেষ দুই সর্গ পুত্রের কর্ম্মস্থল রেঙ্গুনে বিরচিত।



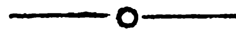
করুণ রসের অবতারণায় নবীন বাবু সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁহার কাব্যের পাঠকমাত্রেই এ কথার সাক্ষ্য দিবেন। চৈতন্য-লীলা করুণ রসের খনি। সেই করুণ লীলার পূর্ত্তি নিমাই সন্ন্যাসে। বাঙ্গালী পাঠকের দুর্ভাগ্য যে সন্ন্যাসের উদ্‌যোগেই গ্রন্থপাঠ সাঙ্গ করিতে হইতেছে। নবীন বাবুর সিদ্ধ তুলিকায় যদি সেই মহাশোকের দৃশ্য চিত্রিত হইতে পারিত, তবে শোক-নাটকের সেই চরম অঙ্ক অভিনীত দেখিয়া বাঙ্গালী পাঠক ভক্তিতে গদ্‌গদ হইয়া প্রেম-অশ্রুজলে হৃদয়ের কালিমা ধৌত করিবার অবসর পাইত। কিন্তু তাহা হইল না!

অগ্রহায়ণ
১৩১৬ সাল,

শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত।



সূচীপত্র ।





অম্বুভাভ।

সূচনা।

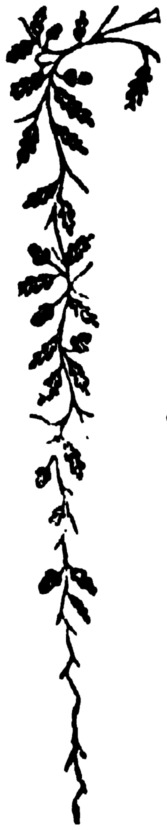
পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে ধর্ম্মের ত্রিবেণী—জ্ঞান, কর্ম্ম, ভক্তিধারা—মানব জীবনের প্রভাত হইতে ধীরে ধীরে পুণ্যশ্লোক জগদ্গুরু ঋষিদিগের মুখে প্রবাহিত হইতেছিল। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার ঐশ্বরিক সম্পদে পঞ্চসহস্রবর্ষ পূর্ব্বে সেই জ্ঞানের সরস্বতী, ভক্তির যমুনা এবং কর্ম্মের ভাগীরথী সংস্কৃত ও সম্মিলিত করিয়া ভারতীয় বা জাগতীয় ধর্ম্মের মহাপ্রয়াগতীর্থে নবধর্ম্ম স্থাপন করিয়া যান। কালে সেই ভাগীরথী পঙ্কিল হইয়া উঠিলে শ্রীবুদ্ধদেব সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কর্ম্মধারার এবং শিবাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য অনুমান ১২০০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার জ্ঞানধারার সংস্কার ও বিস্তার সাধন করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের কর্ম্মবাদে এবং শঙ্করাচার্য্যের সোঽহং বাদে ভক্তিধারা বিলুপ্তপ্রায় হয়। সোঽহং—

অর্থাৎ আমিই তিনি—অর্থাৎ জীব এবং ব্রহ্ম এক, তিনি ও আমি—অভিন্ন। তাহা হইলে জীব আর কাহাকে ভক্তি করিবে? অনুমান ৯০০ বৎসর পূর্ব্বে দাক্ষিণাত্যে রামানুজ এবং তাঁহার বার্দ্ধক্য সময়ে মাধ্বাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ-প্রচারিত জ্ঞান ও কর্ম্মমূলক ভক্তিধর্ম্ম পুনর্জ্জীবিত করেন। মাধ্বাচার্য্যের পঞ্চদশতম প্রধান শিষ্য মাধবেন্দ্রপুরী ভারতবর্ষের নানাস্থানে পর্য্যটন করিয়া এই ধর্ম্ম প্রচার করেন। তিনিই নবদ্বীপের শ্রীকমলাক্ষ ভট্টাচার্য্যকে এই ধর্ম্মে দীক্ষিত ও একটি ভক্তিসভা স্থাপিত করিয়া নবদ্বীপে শুষ্ক ন্যায়শাস্ত্রের মরুভূমিতে ভক্তি-গঙ্গা প্রবাহিত করেন। এই দীক্ষা হইতে কমলাক্ষ অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়া পরিচিত হন। ভক্তেরা প্রাতে ও সন্ধ্যায় সম্মিলিত হইয়া তালি দিয়া নাম কীর্ত্তন করিতেন। পণ্ডিতেরা তাহাদের উপর শ্লেষ ও বিদ্রূপ বর্ষণ করিতেন। এই বিদ্বেষ-বিদ্ধ অদ্বৈত-প্রমুখ ভক্তগণ হা কৃষ্ণ! বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন। তিনি সেই কাতর আবাহন শ্রবণ করিয়া ৪০১ বৎসর পূর্ব্বে নবদ্বীপে অমৃতাভ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া প্রেম-ভাগীরথীর প্রবল বন্যায় এই বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই প্রেমের বিন্দুমাত্রের জন্য পিপাসায় আকুল হইয়া আমি এই 'অমৃতাভ' প্রণয়ন করিলাম।





BANI PRESS SIMLA CALCUTTA





অমৃতাভ।

বৈকুণ্ঠ।

আবাহন।

"গোপীমোহন! রাজরাজেশ্বরী—
রাধিকা রঞ্জন! আয়রে আয়!"—
কি মধুর গীত! কিবা মধুরা যামিনী
শত পূর্ণ চন্দ্রোজ্জ্বলা সুধা-সঞ্চারিণী,
হাসিছে ত্রিদিব কুঞ্জে, ত্রিদিব সমীরে,
অমৃত বাহিনী চারু তটিনীর তীরে।
একবার ব্রজাঙ্গনা করিতেছে গান,
তুলি কর লীলা পদ্ম; প্রেমমুগ্ধ প্রাণ,

কি মধুর গীত! কিবা প্রেম আবাহন!
জগত-মঙ্গল গীত, সুধাপ্রস্রবণ!
যুগে যুগে বৈকুণ্ঠেতে উঠে এই গীত
উদ্ধারিতে পাপিগণে, জুড়াতে তাপিত।
এইরূপে বিষ্ণুপদে লভিয়া জনম
প্রেম প্রবাহিণী করে পতিত পাবন।
নাহি ফুরাইতে গীত, জ্যোৎস্না বিভাসি
কিবা নীলমণি আভা মহিমার হাসি
উঠিল ভাসিয়া! ধীরে যূথিকা সাগরে
ভাসিল নীলাব্জ মূর্ত্তি গীতের সুস্বরে।
ভাসিল রাগিণী যথা সুস্বরে বীণার,
ভাসিয়া উঠিল যথা ভাব কবিতার।
শিরে শিখিচূড়া, অঙ্গে পীত ধড়াম্বর,
অধরে মুরলী, অঙ্গ ত্রিভঙ্গ সুন্দর,
গলে বনমালা, অঙ্গে অঙ্গে বনদাম।
পূর্ণ গীত! পতিতের পূর্ণ মনস্কাম!
যশোদার নীলমণি নন্দ-নন্দলাল,
ব্রজের রাখাল দেখে গোষ্ঠের গোপাল।
ব্রজের কিশোরী দেখে ব্রজের কিশোর,
আকর্ণ নীলাব্জ নেত্র প্রেমেতে বিভোর!

আবাহন।

প্রেমে গদগদ কণ্ঠে কহিলেন হরি—
"মা! মা! পিতঃ! প্রাণ সখা! প্রাণ সহচরি!
কি কুণ্ঠা বৈকুণ্ঠে প্রাণে হইল সঞ্চার?
কেন প্রেম আবাহন কাতরে আমার?
জান তোমাদের আমি, তোমরা আমার,
প্রেমে বাঁধা, প্রাণে বাঁধা, চন্দ্র পারাবার।"
জানু পাতি পদাম্বুজ করিয়া গ্রহণ
প্রেম বক্ষে, গলদশ্রু যুগল নয়ন,
কহিলা কিশোরী প্রেম উচ্ছ্বসিত প্রাণে—
"চেয়ে দেখ প্রাণনাথ! পৃথিবীর পানে!
দেখ ভারতের পাণে!—তব লীলা ভূমি!
ধর্ম্মের উদয় ভূমি! যেই খানে তুমি
যুগে যুগে নর জন্ম করিয়া গ্রহণ
দেখাইলা নরচক্ষে নর-নারায়ণ।
সত্য যুগে পুণ্যবতী সরস্বতীতীরে;
ত্রেতায় সরযূতীরে; যমুনার নীরে
দ্বাপরে বহিল প্রেম লীলা নিরমল;
কলিতে কপিলবস্তু হইল উজ্জ্বল।
তিরোহিতা সরস্বতী; শুষ্ক সরযূর
বহে ক্ষীণা বারিরেখা; স্বপন সুদূর

তোমার অযোধ্যা এবে ; যমুনা পঙ্কিল,
বহিতেছে দেখ নাথ ! কি প্রেম আবিল !
শুন পুণ্য হাহাকার, পাপ অট্ট হাসি ;
প্রেম শুষ্ক, প্রজ্বলিত হিংসা বহ্নিরাশি ;
ধর্ম্মের পতন, অধর্ম্মের অভ্যুত্থান ;—
পূর্ণ কাল ! কর নাথ ! জীবপরিত্রাণ !”
তুলিয়া করুণাময়ী পরম আদরে
কহিলেন নারায়ণ গদগদ স্বরে—
“প্রেমময়ি ! আরাধিকা রাধিকা আমার !
কাঁদে প্রাণ যুগে যুগে এরূপে তোমার
মানবের মহা দুঃখে। করুণা উচ্ছৃত
নব ধর্ম্ম ভাগীরথী হয় প্রবাহিত
যুগে যুগে ; করুণার এই আকর্ষণে
লভি জন্ম যুগে যুগে তব আবাহনে।
লুপ্ত সরস্বতী ; শীর্ণা সরযূ আবিল ;
লুপ্ত বৃন্দাবন ; বহে যমুনা পঙ্কিল।
বেদের সরল ধর্ম্ম মানব শৈশবে
শিখাইনু, দেখাইনু কৈশোরে মানবে
ত্রেতায় পবিত্র করি সরযূর তীর,
আদর্শ নরের রাম, সীতা রমণীর।

করাল কামনা মেঘ মানব যৌবনে
ভাসিল কি ঘোরতর অদৃষ্ট-গগনে !
কি হিংসার বিদ্যুতাগ্নি, দাবাগ্নি সমান,
জ্বালিল ভারত বক্ষে কি মহা শ্মশান।
অবতরি যমুনার তীরে সুশীতল,
এ মহাশ্মশান-ক্ষেত্রে স্থির, অবিচল,
দেখাইনু ব্রজ-প্রেম কামনা রহিত।
শিখাইনু কর্ম্ম ফল-কামনা-বর্জ্জিত।
কিশোরের কিশোরীর হৃদয় কোমল,
প্রেমের উর্ব্বর ক্ষেত্র পবিত্র নির্ম্মল।
নাহি তাহে স্বার্থ ছায়া, আসক্তির বন,
কিশোর-হৃদয় স্বচ্ছ নির্ম্মল দর্পণ।
সেই ক্ষেত্রে প্রেম বীজ করিনু রোপণ,
জন্মিল কি মহীরুহ ব্যাপি বৃন্দাবন,
ব্যাপিয়া ভারত, ছায়া জুড়াইল ধরা,
ফলে পুরাইল নর পিপাসা প্রখরা।
শান্ত ও বাৎসল্য, দাস্য, সখ্য, ও মধুর,
প্রেমাসবে জুড়াইল নর তৃষ্ণাতুর।
সেই প্রেম, সেই কর্ম্ম, ভুলিল মানব ;
আবার হইল ধরা দুঃখের অর্ণব,

কামনার অগ্নি পূর্ণ। কাঁদিল পরাণ
শিখাইনু করুণার কামনা **নির্ব্বাণ**।
রাজপুত্র সাজি যোগী মূর্ত্তি করুণার,
অহিংসা পরমধর্ম্ম করিনু প্রচার।
কি বিষেতে পরিণত ব্রজলীলামৃত!
ফল কামনায় নর আবার দাহিত।
ভুলেছে মানব সেই রাস, গোচারণ,
ভুলেছে সে ব্রজপ্রেম, ভক্তির চরম।
রমণীর আকর্ষণে এ প্রেম শীতল
হইয়াছে কলুষিত তীব্র হলাহল।
একদিকে বৈরাগীর প্রেম কলুষিত,
তান্ত্রিকের বামাচার কলুষ পূরিত।
অন্য দিকে মায়াবাদ শুষ্ক মরুময়,
করিয়াছে প্রেমহীন মানবহৃদয়।
অবতরি এইবার জাহ্নবীর তীরে,
ভাসাইব ধরাতল প্রেম অশ্রু নীরে।
কাঁদাইনু দ্বাপরেতে; কাঁদিব এবার;
দুই নেত্রে প্রেম-গঙ্গা বহিবে আমার।
দ্বাপরেতে অনুরাগী, বৈরাগী এবার;
রমণী পাবে না ছায়া ছুঁইতে আমার।

আবাহন।

বাঁশী ছাড়ি নিব দণ্ড, কমণ্ডলু আর,
দ্বাপরে ঐশ্বর্য্য লীলা, দারিদ্র্য এবার!
মম আত্মা, তব অঙ্গ করিয়া গ্রহণ,
দেখাইব, প্রিয়তমে! যুগলমিলন।
একাধারে ব্রজপ্রেম করি অভিনয়,
দেখাইব, ব্রজলীলা কামক্রীড়া নয়।
নন্দ যশোদার ভাবে হইয়া বিহ্বল
কখনও বাৎসল্য প্রেমে কাঁদিব কেবল।
ব্রজের রাখাল ভাবে বিভোর কখন,
দেখাইব সখ্য দাস্য মধুর কেমন।
কভু ব্রজাঙ্গনা ভাবে হইয়া বিভোর,
আপনি আপনা তরে কাঁদিব অঝোর।
আপনার ভাবে কভু বিভোর আবার,
কাঁদিব তোমার তরে করি হাহাকার।
বুঝাইব ব্রজলীলা, ভাবেতে অধীর,
প্রকৃতির পুরুষের প্রেম সুগভীর।
তোমরা লভিবে জন্ম যথা রুচি যার
হরে কৃষ্ণ—এই বার গৌর অবতার।"
বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর বুকে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বরী
লইলেন, ছুটিল কি প্রেমের লহরী!

হইল যুগল এক অঙ্গে পরিণত
সলিলে সলিল, দীপে দীপশিখা মত।
কিবা **গৌর-হরি** রূপ! নেত্রে প্রেমধারা,
করে দণ্ড কমণ্ডলু, প্রেমে আত্মহারা!
গাহিল গোলকবাসী—"হরি হরি বোল।"
উঠিল ত্রিলোক ব্যাপি হরি নাম রোল।
সে নাম লীলা তরঙ্গে, বিশ্ব আলো করি
অবনীতে অবতীর্ণ হইলেন হরি।

এস নাথ! এস ওই মনোহর বেশে
নবীনের হৃদয়েতে! যায় দূর দেশে
আমার নির্ম্মল শিশু কাতর অন্তরে,
শিক্ষাকাঙ্ক্ষী সার্দ্ধ দুই বৎসরের তরে।
তাহার দ্বিতীয় নাই, তার শূন্য স্থান
করিবে পূরণ নাথ! জুড়াইবে প্রাণ।
তার রূপে, তার স্থান, করিয়া গ্রহণ,
নিবারিও হৃদয়ের রক্ত প্রস্রবণ।
রাখিও বিদেশে তারে শ্রী-অঙ্গে তোমার!—
গাইব তোমার লীলা, প্রেম পারাবার!
জুড়াইতে এই দীর্ঘ বিরহ দাহন,
এস বক্ষে, পাতিয়াছি কমল আসন।



অমৃতাভ।

প্রথম সর্গ।

অবতরণ।

ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা সুশীতল,
ছাইয়া জাহ্নবীনীর,
শোভে নবদ্বীপে, শান্তি স্বরূপিণী,
ছাইয়া জাহ্নবীতীর।
বসন্ত উৎসবে পুণ্য নবদ্বীপ,
সারাদিন মাতোয়ারা।
শত শত দোলে দুলিছে গোবিন্দ;
হৃদয়ে আনন্দ ধারা
নগরবাসীর বহিছে উছলি,
জাহ্নবীর ধারা মত;

আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত নগর ;
নর-নারী ক্রীড়ারত।
আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত সৈকত,
রঞ্জিত জাহ্নবী-জল,
নগরবাসীর হৃদয় আনন্দে
আবির কুঙ্কুমোজ্জ্বল।
আবির কুঙ্কুমে রঞ্জিত, পুষ্পিত
পাদপে লতায় ঢাকি
চারু ক্ষুদ্র অঙ্গ, বসন্তের গীত
গায় বসন্তের পাখী।
সিমুলে পলাশে প্রকৃতি শ্যামাঙ্গে
আবির কুঙ্কুম মাখি,
গাইয়া কোকিলে, নাচিয়া অনিলে
মুদিছে মৃদুল আঁখি।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা সন্ধ্যা সুশীতল
ছাইয়া জাহ্নবী নীর,
শোভে নবদ্বীপে, শান্তি স্বরূপিণী,
ছাইয়া জাহ্নবীতীর।
তীরে মহামেলা ; সজ্জিত বিপনি
শোভিতেছে সারি সারি।

কেহবা বেচিছে, কিনিছে কেহবা,
সংখ্যাতীত নরনারী।
নাচিছে নর্ত্তক, গাহিছে গায়ক
স্থানে স্থানে ভক্তি গীত ;
সাজি রাধাকৃষ্ণ হ'তেছে কোথায়
কৃষ্ণলীলা অভিনীত।
ভারতীর লীলাভূমি নবদ্বীপ,
ভারতের জ্ঞানাকর ;
দেবী-পদাশ্রিত শ্বেতাব্জ নদিয়া,
ছাত্রবৃন্দ মধুকর।
শত অধ্যাপক, ছাত্র শত শত,
করিছে শাস্ত্র বিচার,
বসিয়া সৈকতে,—স্মৃতি দর্শনের
বেদ বেদাঙ্গের আর।
বসি চক্রে চক্রে ভৃঙ্গ চক্রমত,
জ্ঞান মধু আহরণ
করিছে আনন্দে সহস্রে সহস্রে
ছাত্রবৃন্দ অগণন।
দুই অধ্যাপক যুঝিছে কোথায়
করি তর্ক বিস্তারিত,

বসি নস্থ করে স্খলিত বসনে
বাহ্য জ্ঞান তিরোহিত।
শাস্ত্র তর্ক ছাড়ি তীব্র গালাগালি
বর্ষে কোথা পরস্পরে ;
হাতাহাতি কোথা বাকি বড় নাই,—
ঘন ঘন টিকি নড়ে।
বসি ঘাটে ঘাটে কহে শাস্ত্র-কথা
পণ্ডিত মহিলাগণ,—
নাকে নড়ে নথ, প্রকোষ্ঠে বলয়,
দোলে কর্ণ আভরণ।
গঙ্গায় সাঁতার কাটিতে কাটিতে
কহে ছাত্র শাস্ত্র-কথা,
কহে শাস্ত্র-কথা খেলিতে খেলিতে
তীরে শিশু যথা তথা।
কহে শাস্ত্র-কথা মলয় অনিল
স্বনিয়া স্বনিয়া ধীরে,
কহে শাস্ত্র-কথা কুলু কুলু রবে
হিল্লোল জাহ্নবী নীরে।
"হায়! শাস্ত্র-কথা!"—আচার্য্য অদ্বৈত
কহিলা নয়নে জল,

শিবের কপোল বহি সুরধনী,
ঝরিতেছে অবিরল।
মেলা প্রান্তে বসি সায়াহ্ন গগন
কহিলা কাতরে ধীরে—
"হায়! শাস্ত্র-কথা, শুষ্ক, মরুময়!
বালি রাশি গঙ্গাতীরে!
যায় ভক্তি গঙ্গা পতিতপাবনী
বহিয়া শীতল ধারা,
তৃষিত মানব দেখে না তাহাকে
শুষ্ক শাস্ত্রে দিশাহারা।
বেদ বেদান্তের ষড়্ দর্শনের,
ঘূর্ণচক্রে পড়ি জীব,
কিবা মরুদগ্ধ হইতেছে হায়!
ভাবি আপনাকে শিব।
ক্ষুদ্র নর চাহে ক্ষুদ্র শাস্ত্রে তার,
হস্ত আমলক মত,
পাইতে তোমারে, বুঝিতে তোমারে
হায় নাথ! তর্ক-রত!
ভূপতিত কণা চাহে বুঝিবারে
হিমাদ্রির তুঙ্গ চূড়;

না জানে ভক্তিতে পাইবে তোমায়,
তর্কে তুমি বহু দুর।
গগন-পরশী আছে হিমাচল,
অণু-পরমাণু-ময়।
কিন্তু পরমাণু নহে হিমগিরি,
জীব কভু শিব নয়।
শাস্ত্র ব্যবহার, শাস্ত্র ব্যবসায়,
শাস্ত্র অন্ন, শাস্ত্র জল,
কিন্তু শাস্ত্রী-দোষে শাস্ত্র ভক্তিহীন,
ভক্তিহীন শাস্ত্রী দল।
শাস্ত্রের সরল অন্তরের সুধা
হায়! নাহি পায় নর;
হায়! খোসামাত্র করিয়া চর্ব্বণ
হইয়াছে কি কাতর!
'দর্শনে' তোমায় পাইতে দর্শন
পড়িয়াছে তর্ক-জালে;
নাহি দেখে নাথ! তব বিশ্বরূপ
নয়নের অন্তরালে।
হইয়াছে ধর্ম্ম—অন্তঃসারহীন,
কেবল আচারগত।

হইয়াছে ধর্ম্ম বিগ্রহ বিহীন
সুন্দর মন্দির মত।
আপনারা পাপী, ঘোর অবিশ্বাসী,
ধর্ম্ম ব্যবসায়ীগণ;
করাইছে হায়! পরে প্রায়শ্চিত্ত
কঠোর কঠোরতম।
একদিকে মায়াবাদের ভীষণ—
কি ভীষণ!—পরিণতি,
অন্যদিকে হায়! সুরায় শোণিতে
তন্ত্রের কি অধোগতি।
এইরূপে নাথ! হ'য়েছে জগতে
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান।
এস নাথ! এস! পরিপূর্ণ কাল,
কর জীব পরিত্রাণ।"
ফাল্গুনী পূর্ণিমা ধীরে পূর্ণচন্দ্র
আকাশে উঠিলা ভাসি,
সুরধণী নীরে, সুরধণী তীরে,
বরষিয়া পুণ্যরাশি।
ধীরে ধীরে ধীরে গ্রহণের ছায়া
হ'ল চন্দ্রে সঞ্চারিত;

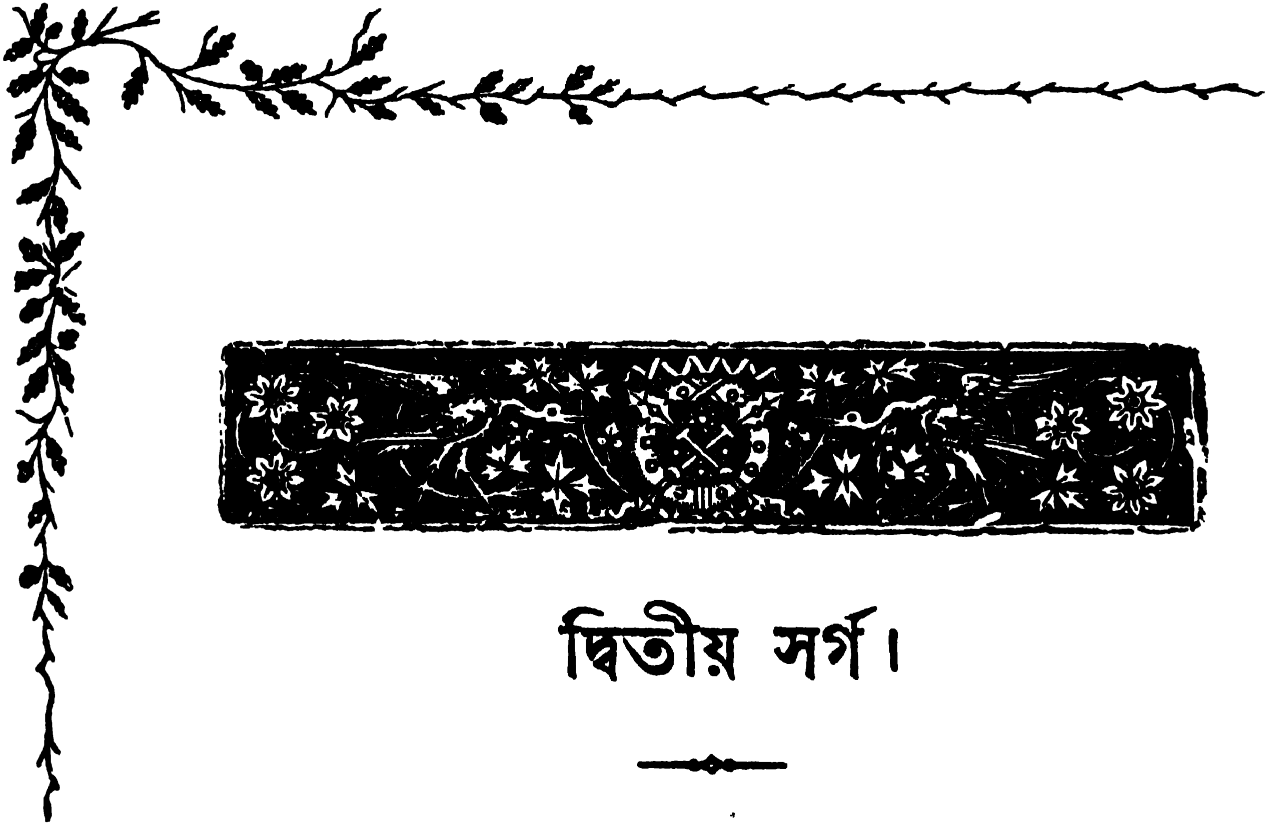
পুণ্যের আলোকে কর্ম্মফল ছায়া
হইল যেন পতিত।
"হরিবোল হরি!"— কণ্ঠে সংখ্যাতীত
উঠিল জাহ্নবী তীরে।
"হরিবোল হরি!"—দেহ সংখ্যাতীত
পড়িল জাহ্নবী নীরে।
"হরিবোল হরি!"—বাজিল মৃদঙ্গ
কাংস্য ঘণ্টা শঙ্খ তীরে;
বাজিল আরতি দোল ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে
দেবালয়ে, সৌধ শিরে।
"হরি বোল হরি!"—নরনারী শিশু,
আনন্দে অধীর গায়,
"হরিবোল হরি!"—প্লাবিয়া ধরণী
গগনে বহিয়া যায়।
"হরিবোল হরি!"—রাহুগ্রস্ত চন্দ্র
গাইছে বিপন্ন স্বরে,
"হরিবোল হরি!"—অসংখ্য নক্ষত্র
গাইছে ভকতি ভরে।
"হরিবোল হরি!"—আচার্য্য অদ্বৈত,
গায় প্রেমে মাতোয়ারা—



"এস এস নাথ ! জুড়াও জগত
ঢালিয়া প্রেমের ধারা ।"
"হরিবোল হরি !"—মিশ্র জগন্নাথ
গাইলা ভকতি বুকে,
"হরিবোল হরি !"—আসন্না প্রসূতি
শচীমা পবিত্র মুখে ।
"হরিবোল হরি !"—ভূমিষ্ঠ হইয়া—
গাইল কি শিশু হাসি ?
হরিনামামৃতে ভরিল জগৎ,
গগনে উঠিল ভাসি ।

"হরিবোল হরি !"—সেই শুভ দিনে
গাইছে নবীন কবি ।
প্রেম অশ্রধারা বহিছে নয়নে,
নিরখি সে শিশু ছবি ।
সেই শিশু রূপে আমার শিশুরে
দেও নাথ ! পদ ছায়া,
এই শুভ দিনে দূর নির্ব্বাসনে,—
মায়াময় তব মায়া !





দ্বিতীয় সর্গ।

শৈশব লীলা।

গ্রহণান্তে ধীরে পূর্ণ-চন্দ্র ভাসে
　　বসন্তের নীল নির্ম্মল আকাশে।
প্রসবান্তে নর-অদৃষ্ট আকাশে
　　কি অমিয় হাসি শিশু-চন্দ্র হাসে!
কি সুন্দর শিশু! অমিয় মিশ্রিত
　　তরল কাঞ্চণে নির্ম্মিত পুতুল।
কি সুন্দর মুখ, ভূরু সুবঙ্কিম,
　　আকর্ণ বিশ্রান্ত নয়ন অতুল!
করুণ অরুণ কি নয়ন আভা,
　　করুণ অরুণ কোনায় হাসে!

দ্বিতীয় সর্গ।

ঢল ঢল ছল ছল দু নয়নে
শীতল তরল করুণা ভাসে।
কি রাতুল ক্ষুদ্র অধর যুগল,
ক্ষুদ্র কোকনদ কর কি রাতুল!
পতিত পাবন ক্ষুদ্র পদতল
কি রাতুল শোভা তরল হিঙ্গুল!
কিবা দীর্ঘ গ্রীবা, প্রশস্ত উরস,
উন্নত ললাট প্রতিভা নিলয়!
কিবা ক্ষীণ কটি নয়ন রঞ্জন,
অঙ্গের ভঙ্গিমা মহিমাময়!

*　*　*　*　*

নিম্ববৃক্ষ তলে, সূতিকার ঘরে,
জনমিল শিশু,—শচীমাতা তাই,
বহু শিশুহারা কাতরা জননী,
রাখিলেন নাম আদরে "নিমাই"।
জ্যেষ্ঠ কুমারের নাম "বিশ্বরূপ,"
জনকের এই পুত্র অন্যতর,
পিতা জগন্নাথ ভক্তিতে অধীর
রাখিলা শিশুর নাম "বিশ্বম্ভর।"

হেন গৌরবর্ণ দেখে নাই কেহ,
অঙ্গে কাঁচা সোনা গলিয়া বয়,
বর্ণ নহে, স্বপ্ন স্বর্ণ চম্পকের,
হলো "গৌর" নাম নবদ্বীপ ময়।
কাঁদিতেছে শিশু, কহ হরিনাম,
কি বিস্ময়! শিশু হইয়া নীরব,
চাহি শূন্য পানে রহে আত্মহারা,
যেন মৃগ শিশু শুনি বংশীরব।
সোনার পুতুলি লয়ে, কোলে তুলি,
কত নরনারী বলে 'হরিবোল'।
কি যেন পুলকে ঈষদ্ ঈষদ্
হাসে দেব শিশু আলো করি কোল।
বিনা হরিনাম না ঘুমায় শিশু,
নাহি করে শিশু মাতৃস্তন পান।
দেয় হামাগুড়ি আনন্দে অধীর,
যদি কেহ গায় সুমধুর নাম।
গাও হরিনাম, সোনার পুতুলি
আসিবে ছুটিয়া কোলেতে তোমার।
শচীমার গৃহ হইল গোলক,
হরি নাম গান গৃহে অনিবার।

দ্বিতীয় সর্গ।

* * * * *

বড়ই অধীর চঞ্চল নিমাই,
খেলে সারা দিন তীরে জাহ্নবীর।
নাহি ক্ষুধা তৃষ্ণা, নাহি রৌদ্র বৃষ্টি,
থাকে সারাদিন খেলায় অধীর।
কত সাধে মাতা দেন সাজাইয়া,
কতই বসনে ভূষণে ভূষিত,
কোথায় বসন? ভূষণ কোথায়?
আসে শিশু গৃহে ধূলা ধূসরিত।
ছুটেছে পশ্চাতে ক্রোধে নারী কেহ,
হইয়াছে ভগ্ন কলসী তাহার,
কারো শান্তিপুরী মনোহর সাড়ী,
চিত্রিত ধূলায় কর্দ্দমে আর।
কারো চক্ষে বালি,—ঘষিতেছে চোক,
কারো চন্দ্রমুখ কর্দ্দমে চর্চ্চিত,
কারো দীর্ঘকেশ পঙ্কে সুবাসিত,
কাহারো বা শিশু সদ্যঃ প্রহারিত।
কোনও ব্রাহ্মণের শূন্য পুষ্পপাত্র,
ফেলিয়া নিমাই দিয়াছে ফুল,

কাহারো নৈবেদ্য করেছে ভক্ষণ,
  "লক্ষ্মীছাড়া ছেলে যমের ভুল!"—
গালি দিতে দিতে ক্রুদ্ধা নর নারী
  ছুটেছে পশ্চাতে বিচিত্র দল,
ছুটেছে নিমাই নক্ষত্রের মত,
  শচীর অঙ্গনে উঠে কোলাহল।
কহে তারা—"শচি! কেমনে ধরিলি
  এই কুলাঙ্গার উদরে ছার?
কোন্ রাজার বেটি তুই, যে সহিব
  নিত্য নিত্য ঘাটে এই অত্যাচার?
যত দুষ্ট ছেলে নিয়ে তোর ছেলে
  করিয়াছে এক "হরিনামী" দল,
যারে পায় কহে—'কহ হরিনাম!'
  না কহিলে গায়ে দেয় কাদা জল।
কেন, আমাদের ইষ্টদেব ওকি;
  ওর কথা মতে কব হরিনাম?
তুই যদি নাহি করিস্ শাসন—
  নিশ্চয় তাহারে দিব বলিদান!"—
আগম বাগীশ কহে গরজিয়া,
  কাঁধে ভীম খড়্গ, প্রবেশি প্রাঙ্গন,—

"করিতেছিলাম শক্তির সাধনা
বসিয়া নিভৃতে মুদিয়া নয়ন।
চুপে চুপে যত হতভাগা ছেলে,
দিয়াছে ফেলিয়া পূজার 'কারণ' (১);
পূজার পাঁঠাটি দিয়াছে ছাড়িয়া,
সব শুদ্ধি (২) গুলি করেছে ভক্ষণ।
চিৎপাত করে দিয়াছে ফেলিয়া,
টিকিতে ধরিয়া দিয়া মহাটান।
কহে ছোঁড়াগুলা হাসি খল খল,—
'নিমাইর আজ্ঞা, কহ হরিনাম!'
রাজপুত্র উনি!! আজ্ঞা মতে ওঁর,
আমি মহাশাক্ত নিব হরিনাম!
বলি দিয়া ওকে, ফেলিব গঙ্গায়
কাটিয়া মিশ্রের কুঁড়িয়াখান।"
প্রকাণ্ড উদর রক্ত বস্ত্রাবৃত,
মদিরায় দুই আরক্ত নয়ন,
দোলায়ে উদর আস্ফালিছে অসি,
মস্তকে টিকির অপূর্ব্ব নর্ত্তন!

(১) কারণ—মদ। (২) শুদ্ধি—মদের চাট।

কহে শচী মাতা কাতরে সকলে—
"ক্ষেপা ছেলে, বাছা! নাহি কিছু জ্ঞান।
অবোধ শিশুরে ক্ষমা কর সবে!
হইয়াছে অপদেব অধিষ্ঠান।
হাঁরে ক্ষেপা ছেলে! না যাইতে কোথা
কত করি মানা, শুন না কিছু।
আজি তোরে শিক্ষা দিব আমি দেখ!"—
ছুটিলা জননী নিমাইর পিছু।
যেখানে উচ্ছিষ্ট হাঁড়িগুলা আছে,
তথা সিংহাসন পাতিয়া নিমাই,
কহে—"কেন ওরা নাহি লয় নাম
জিজ্ঞাস! আমার কোনও দোষ নাই।"
হাহাকার করি কহেন জননী—
"নিমাই! নিমাই! কি করিলি বল্?
ব্রাহ্মণের ছেলে হইলি অশুচি,
মারিব না, চল্ গঙ্গায় চল্!"
হাসি কহে শিশু—"তুই বলেছিস্
অশুচিও শুচি হরিনামে হয়।
আমি হেথা বসি গাব হরিনাম,
হাঁড়িগুলা শুচি হইবে নিশ্চয়।

আর যে ইহারা নাহি লয় নাম,
ইহারা কি তবে অশুচি নয় ?”
শিশুর বদন গম্ভীর এমন
নর নারী সবে মানিল বিস্ময় !

* * * * *

চলেছে মুরারি যুবক, সুবৈদ্য,
‘যোগবাশিষ্ঠে’তে পরম পণ্ডিত,
নাড়ি মাথা হাত বুঝায় সঙ্গীরে
জীব শিব ভিন্ন নহে কদাচিত।
পশ্চাৎ হইতে কহে শিশুগণ—
“ওহে কবিরাজ! বল হরি হরি !”
না শুনিল কথা, জ্ঞানের চর্চ্চায়,
চলেছে মুরারি আপনা পাসরি।
হঠাৎ শিশুর হাসি করতালি
শুনিয়া মুরারি ফিরিয়া চায়,
মাথা হাত নাড়ি, নকল তাহার
করি পিছে পিছে নিমাই যায়।
কটাক্ষে চাহিয়া, কিছু না কহিয়া
পুনঃ ব্যাখ্যা করি চলিল মুরারি।

পুনঃ হাসি রোল ; আবার নিমাই
  চলেছে পশ্চাতে মাথা হাত নাড়ি ।
গেল ভাসি 'যোগবাশিষ্ঠ' এবার,
  কহিল মুরারি ক্রোধে গর গর—
"জন্মেছে অকাল কুষ্মাণ্ড মিশ্রের !"
  শিশু কহে—"শিক্ষা পাইবে সত্বর ।"
গৃহে ফিরি গিয়া, করিছে ভোজন,
  চুপে চুপে চুপে নিমাই গিয়া,
মুরারীর পাতে করে মুত্রত্যাগ,
  রহিল মুরারি অবাক হইয়া ।
"কি করিলি ওরে মিশ্র কুলাঙ্গার"—
  জিজ্ঞাসে মুরারি আপনা সম্বরি ।
শিশু কহে—"হরি না বলে যে জন,
  সেই পাষণ্ডের এ দশা করি ।"
পালাইল শিশু ; ওকি আবরণ
  নয়ন হইতে পড়িল খসি !
"এ শিশুটি কে ?"—ভাবিল মুরারি
  বিস্মিত, স্তম্ভিত, আত্মহারা বসি ।
স্তম্ভিত মুরারি মিশ্রের কুটীরে
  আসিল, কি ভাবে যেন আত্মহারা ।

প্রণমি শিশুরে রহিল চাহিয়া,
বহে দু নয়নে ভকতির ধারা।
লুকাইল শিশু মায়ের অঞ্চলে
উজ্জ্বল নক্ষত্র অঞ্চলে উষার,
কহে শচীমাতা, কহে জগন্নাথ,—
"কি করিলে বৈদ্য?" করি হাহাকার।
"পরম পণ্ডিত তুমি প্রণমিলে,
হইবে শিশুর ঘোর অকল্যাণ!
ক্ষেপা শিশু, যদি ক'রে থাকে দোষ,
ক্ষম দয়া করি, তুমি জ্ঞানবান!"
মুরারির 'যোগবাশিষ্ঠ' ভাসিয়া,
গিয়াছে ভাসিয়া সোঽহংজ্ঞান।
কহিল মুরারি ভাবেতে বিভোর—
"জান নাহি মিশ্র কে তব সন্তান।
আজি হ'তে আমি গাব হরিনাম,
করিব শিশুর লীলা অধ্যয়ন;
আজি শিশু নেত্র খুলিয়াছে মম,
খুলিয়াছে মম নেত্র আবরণ।" *

* শ্রদ্ধাস্পদ শিশির বাবু বলেন, এই মুরারি গুপ্ত প্রভুর আদি লীলা বর্ণনা করিয়াছেন। গ্রন্থের নাম—"মুরারি গুপ্তের কড়চা"।

ভাবেতে বিভোর চলিল মুরারি,
দুই বাহু তুলি গাই হরিনাম,
সেই হরিনাম শুনিতেছে শিশু,
কুরঙ্গ শাবক যেন বংশীগান।

* * * * *

ওকি দৃশ্য মরি! আর এক দিন
ওকি দৃশ্য, ওই জাহ্নবী পুলিনে!
নাচিছে নিমাই সঙ্গীগণ সঙ্গে,
শোভিছে সৈকত কোরক নলিনে।
নাচে শিশুগণ দিয়া করতালি,
বর্ষে শিশু কণ্ঠে হরিনাম সুধা।
কেন নাচে, গায়, কি গায় না জানে,
নাহি কিছু জ্ঞান, নাহি তৃষ্ণা ক্ষুধা।
শিশুদের মাঝে নাচিছে নিমাই,
সোনার পুতুলি চাহি ঊর্দ্ধ পানে,
দুই বাহু তুলি, কি ভাবে বিভোর!
কি যেন উচ্ছ্বাস শিশুর প্রাণে!
সঙ্গীগণ মিলি দিয়াছে বাঁধিয়া
চাঁচর চিকুরে কি চূড়া সুন্দর!

দিয়াছে পরায়ে অঙ্গে চারু ধড়া,
দিয়াছে করেতে বাঁশী মনোহর।
দিয়াছে গলায় বনফুল হার ;
চর্চ্চিত চন্দনে ললাট, উরস ;
ঊর্দ্ধ দুই কর শোভিছে চঞ্চল,
গঙ্গার তরঙ্গে যেন তামরস।
ক্ষীণ কটিতট আঁটা কটি বাসে ;
কি ত্রিভঙ্গ লীলা অঙ্গে মনোহর !
কিবা তালে তালে রক্ত কোকনদ
খেলিতেছে ক্ষুদ্র চরণ সুন্দর।
আরক্ত আয়ত যুগল নয়নে,
ভাসিতেছে কিবা করুণা তরল !
নয়ন কোণায় দুই ফোঁটা জল,
শোভিতেছে দুই মুকুতা উজ্জ্বল !
মুখে হরিনাম, অঙ্গে হরিনাম,
অঙ্কিত চন্দনে শ্বেত সুবাসিত,
শিশুর অন্তরে জাগে হরিনাম,
হরি যেন শিশু দেহে অধিষ্টিত।
নর নারীগণ বেষ্টি শিশুদল,
দেখিছে এ নৃত্য নাহি বাহ্য জ্ঞান।

ভুলিয়াছে নারী কক্ষের কলসি,
ভুলিয়াছে মাতা বক্ষের সন্তান।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পুষ্পপাত্র করে,
আছে দাঁড়াইয়া চিত্রিত মত।
উড়িয়া পাত্রের ফুলদল যেন,
হয়েছে সৈকতে নৃত্য ক্রীড়ারত।
ভাবিতেছে মনে—একে শিশু? একি
ব্রজের গোপাল এল নদীয়ায়?
একি শিশু খেলা? গলে কি এমন
মানবের মন শিশুর খেলায়?
দিয়া করতালি নাচি শিশুগণ,
চাহি ঊর্দ্ধ পানে গায় হরিনাম।
বাজে করতালি নর নারী প্রাণে
গায় হরিনাম নর নারী প্রাণ।
রাখি পুষ্পপাত্র ভূতলে অবশ,
রাখিয়া অবশা কক্ষের কলস,
নাচে নর নারী শিশু সহ মিলি,
গায় হরিনাম ভক্তিতে অবশ।
শুনিলা শচীমা হরিনাম রোল,
বুঝিলা এ খেলা খেলিছে নিমাই।

আসিয়া কহিলা ক্রোধেতে অধীরা—
 "তোমাদের কি গো দয়া মায়া নাই ?
হরিনামে ক্ষেপা শিশুটি আমার,
 ক্ষেপাইয়া তারে পাও কিবা সুখ ?
তোমাদেরো আছে সন্তান এমন
 বুঝিতে পারনা মায়ের দুঃখ ?"
কোলেতে তুলিয়া লইয়া নিমাই
 চলিলা জননী । রহিল চাই
নর নারীগণ, স্বপ্ন ভঙ্গ যেন
 মুখেতে কাহারো কথাটি নাই ।

কবি কহে—মাগো ! আকুল পরাণ
 তোর ক্ষেপা ছেলে লইতে কোলে !
আসিছে আমার শিশুটি এমন,
 তরী তার সিন্ধু তরঙ্গে দোলে ।
এমনি সে নাচে, এমনি সে গায়,
 মা ! তোর ছেলের এ লীলা গীত,
দিয়া করতালি ভাবেতে বিভোর,
 হৃদয় করুণা সলিলে পূরিত ।

আকুল এমন আমাদের প্রাণ
লইতে তাহারে কোলেতে তুলি ;
দিও তোর ক্ষেপা শিশুর চরণ
মস্তকে, দিও মা ! চরণ ধূলি।





তৃতীয় সর্গ।

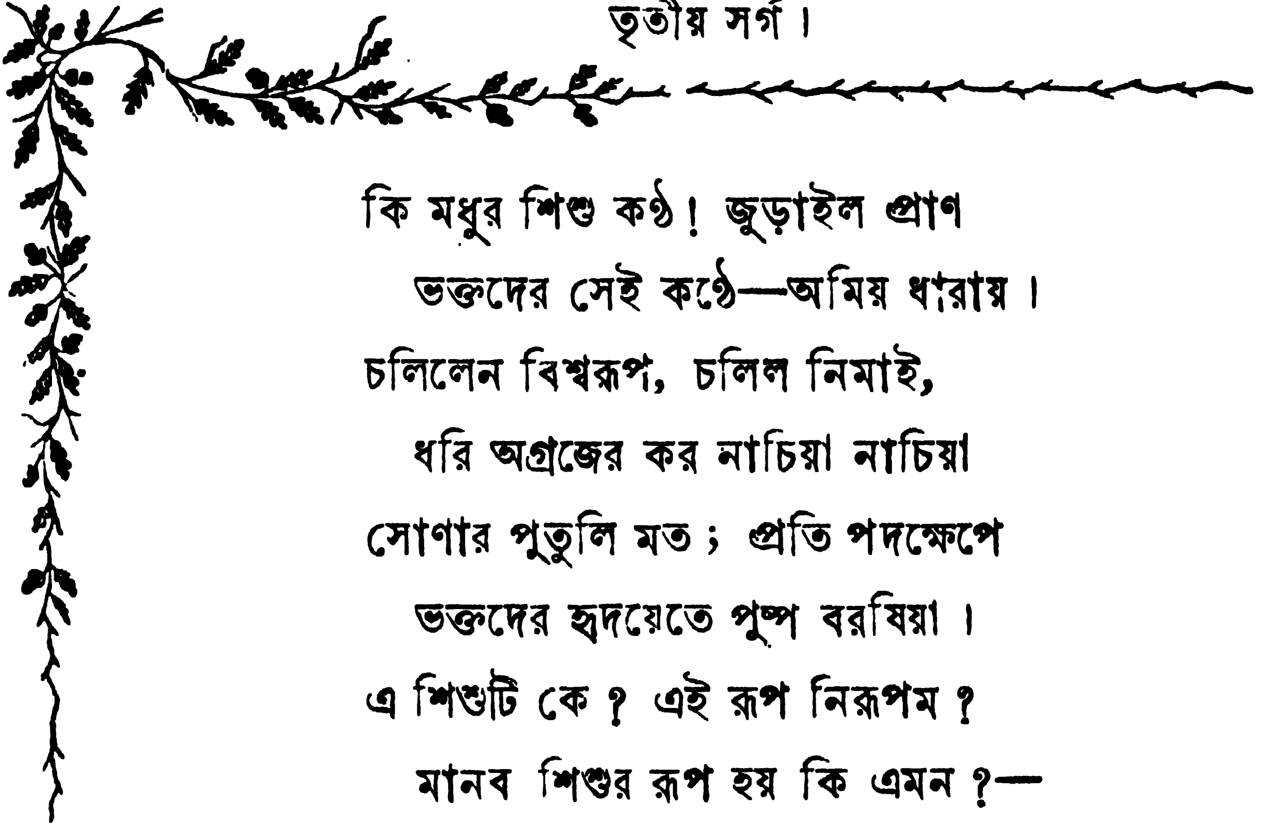
বিশ্বরূপ।

গীতা শ্রীকৃষ্ণের, গাথা শ্রীবুদ্ধদেবের,
সেই মহা বাক্য—"ধর্ম্ম অহিংসা পরম,"
তিরোহিত ভারতের হৃদয় হইতে,
অস্তমিত দিনকর কিরণ যেমন।
কেবল সে ধর্ম্মগাথা, গীত অতীতের,
গিরিবক্ষে, শৈলস্তম্ভে রয়েছে অঙ্কিত।
হিংসা-ধর্ম্ম তান্ত্রিকের হায়! বঙ্গদেশ
করিতেছে নররক্তে রঞ্জিত, প্লাবিত।
করে শক্তি পূজা, দেয় শক্তি পরিচয়
দিয়া ছাগ মহিষের শিশু বলিদান—

নিরমম নিষ্ঠুরতা! পিশাচের মত
 নাচে ছিন্নমুণ্ড শিরে, করে রক্তপান!
ঘোর অন্ধ নর! হিংস্র পশুগণও হায়!
 আপন সন্তান কভু করে না ভক্ষণ,
পরম করুণাময়ী জগত জননী
 তিনি কি নির্ম্মম হিংস্র পশুর অধম?
করে পূজা, ধন পুত্র বিদ্যা কামনায়,
 নিষ্কাম বৈষ্ণব দেখি করে উপহাস।
কহে—“মহা তপস্বীও দেখিয়াছি মরে,
 মদ্য মাংস মৎস্য ছাড়ি কেন খাও ঘাস?
সুকৃতি তাহার,—চড়ি দোলায়, ঘোড়ায়,
 ঐরাবতে ইন্দ্রমত বেড়ায় যে জন,
কামিনী কাঞ্চনে পূর্ণ হর্ম্ম্যে যেই জন
 নিদ্রা যায় করি পঞ্চ মকার সেবন।
এত গোঁসাইর ভাবে মর যে কাঁদিয়া,
 দরিদ্রতা গোঁসাই কি করেন মোচন?
ঘন ঘন হরি বলি কর যে চীৎকার,
 ক্রুদ্ধ হন হরি শুনি ষাঁড়ের গর্জ্জন।
তাই দেশে অন্ন কষ্ট, না ভরে উদর
 যত খাই; ভাঙ্গে ঘুম, কান ঝালাপালা,

শুনিয়া শুনিয়া সেই 'হরিবোল হরি' ;
  শুনি, ভাল, তোমাদের হরিটা কি কালা ?"
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ—বৌদ্ধ রূপান্তর—
  মুষ্টিমেয় নর, করে অশ্রু বরিষণ ;
কেবল কহেন গর্জ্জি আচার্য্য অদ্বৈত,—
  "ক্ষান্ত হও, আসিছেন শ্রীনন্দনন্দন !"
করে অশ্রু বরিষণ ভক্ত বিশ্বরূপ
  দেখি দেশ কৃষ্ণভক্তি শূন্য মরুপ্রায়,
গীতা, ভাগবত, কেহ পড়ে না কখন ;
  পড়ে যদি, 'ভক্তি ব্যাখ্যা' আসে না জিহ্বায়।
উন্মত্ত কুতর্কে, কুটতর্কে নবদ্বীপ,
  দেখি প্রাণে বিশ্বরূপ বড় ব্যাথা পায় ;
এক ক্ষীণা ভক্তি ধারা,—পতিত পাবনী
  হিমাদ্রি কন্দরে—বহে অদ্বৈত সভায়।
একদিন উষাকালে করি গঙ্গা স্নান
  বিশ্বরূপ সে সভায় গেল ধীরে ধীরে ;
নবীন যৌবন, বর্ণ সুবর্ণ তরল,
  কুঞ্চিত অলক কৃষ্ণ শোভিতেছে শিরে।
রূপের লাবণ্যে মিশি মাধুর্য্য ভক্তির,
  ললাটে নয়নে ভাসে কি শান্তি উদাস !

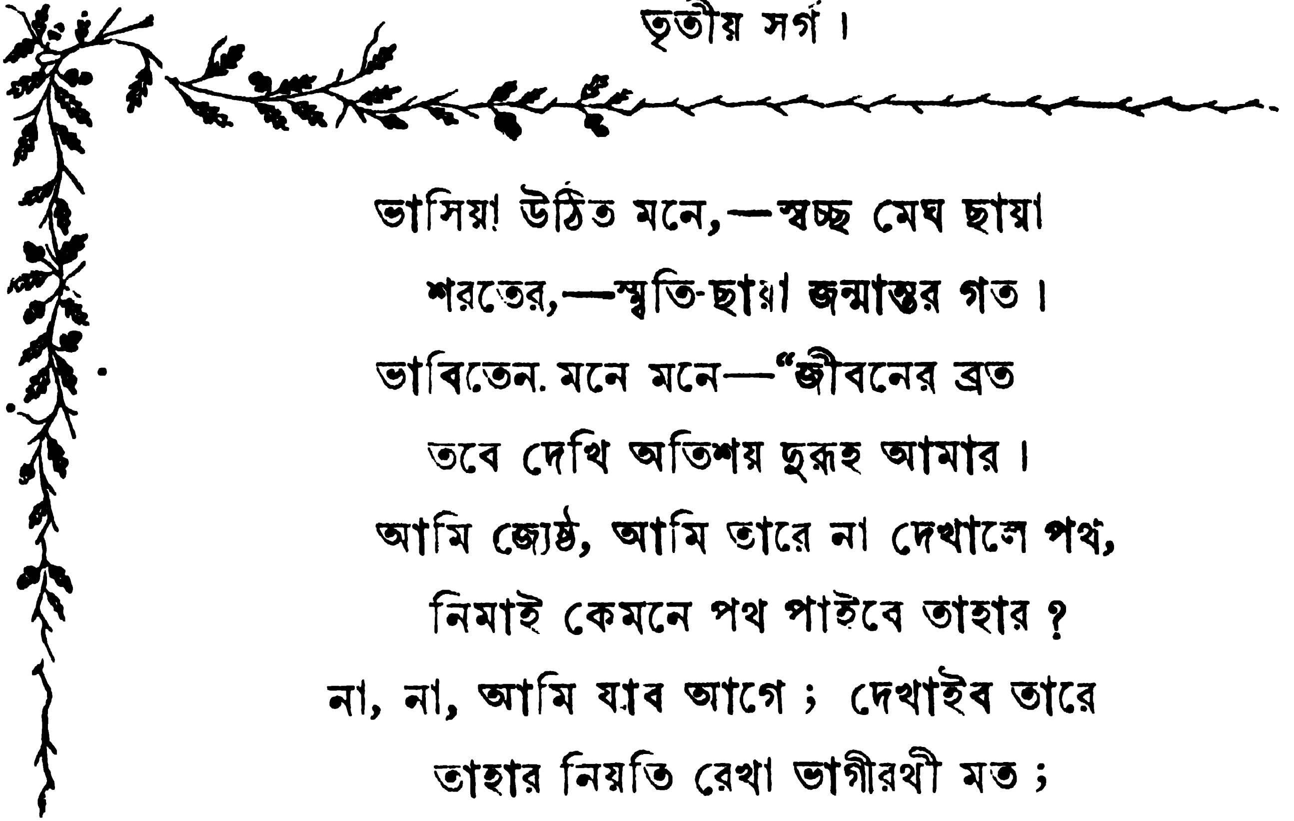
স্থকোমল পাদক্ষেপ, আনত বদন,
 কি নম্রতা হৃদয়ের করিছে প্রকাশ!
ষোড়শ বৎসরে যুবা পরম পণ্ডিত,
 কহে কৃষ্ণভক্তি কথা, বহে অশ্রুধারা;
শুনিয়া বিস্মিত সবে; করেন হুঙ্কার
 আনন্দে অদ্বৈত প্রভু প্রেমে আত্মহারা।
পূজা ছাড়ি বিশ্বরূপে করি আলিঙ্গন
 লইলেন কোলে করি বহু আশীর্ব্বাদ।
শঙ্কর অঙ্কেতে যেন শোভিল কুমার,
 প্রেমানন্দে ভক্তবৃন্দ ছাড়ে সিংহনাদ।
কচি মুখে কৃষ্ণকথা কতই মধুর,
 মোহিত করিছে সবে সেই স্থধা পান,
অতীত মধ্যাহ্ন বেলা; আসিল নিমাই
 অন্বেষিয়া বিশ্বরূপে খুঁজি নানা স্থান।
ওকি শিশু! সমুজ্জ্বল সোণার বরণ;
 প্রতি অঙ্গে লাবণ্যের কি লীলা স্থন্দর!
আয়ত লোচন, আলুলায়িত স্থন্দর
 কুন্তল কুঞ্চিত শোভে ললাট উপর।
ঈষৎ হাসিয়া—হাসি কৌমুদী আভাস,—
 কহে—"চল খেতে দাদা! ডাকিছেন মায়।"



তৃতীয় সর্গ।

কি মধুর শিশু কণ্ঠ! জুড়াইল প্রাণ
ভক্তদের সেই কণ্ঠে—অমিয় ধারায়।
চলিলেন বিশ্বরূপ, চলিল নিমাই,
ধরি অগ্রজের কর নাচিয়া নাচিয়া
সোণার পুতুলি মত; প্রতি পদক্ষেপে
ভক্তদের হৃদয়েতে পুষ্প বরষিয়া।
এ শিশুটি কে? এই রূপ নিরূপম?
মানব শিশুর রূপ হয় কি এমন?—
ভাবিতেছে ভক্তগণ, রয়েছে চাহিয়া
সমাধিস্থ যেন, মুখে না সরে বচন।
ভাবেন অদ্বৈত—কেন শিশুটি আমার
যখনই দেখি করে চিত্ত আকর্ষণ?
কিবা জন্মান্তর স্মৃতি ভাসে যেন মনে;
কিবা ভবিষ্যৎ আশা জুড়ায় জীবন।
আহারান্তে বিশ্বরূপ আসিলা আবার,
মত্ত ভৃঙ্গ যথা পুষ্পে পরিমলময়;
কাটালেন অপরাহ্ণ, অর্দ্ধ নিশীথিনী,—
কৃষ্ণ সঙ্কীর্ত্তনে মুগ্ধ কিশোর হৃদয়।
সংসারের সুখে চিত্তে সুখ নাহি পায়,
নিরবধি থাকে তথা কৃষ্ণ সংকীর্ত্তনে;

সংসারে বিরাগ, গৃহে থাকে যতক্ষণ,
বিষ্ণুগৃহে নিরজনে থাকে অধ্যয়নে।
দরিদ্র সরল বৃদ্ধ পিতা জগন্নাথ,
পুত্রের এ ভাব দেখি হইলা কাতর;
করিলা সংকল্প পুত্রে করি পরিণীত,
করিবেন বৈরাগ্যের এ ছায়া অন্তর।
শুনি বিশ্বরূপ মনে হইলা ব্যথিত,
ছাড়িবেন এ সংসার করিলেন স্থির,
তাঁহার একই সুখ, একই বন্ধন,
নিমাই প্রাণের ভাই চঞ্চল অধীর।
বৃদ্ধ পিতা, বৃদ্ধা মাতা, কে রাখিবে তারে?
কে করিবে শিক্ষা দান করিয়া যতন?
শিশুর চাঞ্চল্য লীলা ভাবি কিন্তু মনে,
দেখিতেন বিশ্বরূপ কি যেন স্বপন!
ভাবিতেন,—"আসিছেন নন্দের নন্দন—
কহেন অদ্বৈত সদা ঋষি মূর্ত্তিমান্।
নিমাই কি তবে সেই নন্দের নন্দন?
আমি কি তাহার সেই জ্যেষ্ঠ বলরাম?"
তখন সে বৃন্দাবন স্বপ্ন-দৃষ্ট প্রায়,
তখন সে ব্রজলীলা স্বপ্ন-স্মৃতি মত,



ভাসিয়া উঠিত মনে,—স্বচ্ছ মেঘ ছায়া
শরতের,—স্মৃতি-ছায়া জন্মান্তর গত।
ভাবিতেন মনে মনে—"জীবনের ব্রত
তবে দেখি অতিশয় দুরূহ আমার।
আমি জ্যেষ্ঠ, আমি তারে না দেখালে পথ,
নিমাই কেমনে পথ পাইবে তাহার?
না, না, আমি যাব আগে; দেখাইব তারে
তাহার নিয়তি রেখা ভাগীরথী মত;
নিমাই এ মরুভূমি করিবে উদ্ধার,
পতিতপাবনী সুধা ঢালি অবিরত।"
"মা। মা"—কহে বিশ্বরূপ শচীকে ডাকিয়া,
"বল মা! একটী কথা রাখিবে আমার।
যখন হইবে বড় প্রাণের নিমাই,
এই পুঁথি খানি তারে দিও উপহার।"
"সেকি কথা!!"—কহে শচী হইয়া বিস্মিতা
"তুমিইত দিতে ইহা পারিবে তাহায়।"
"দিব আমি, কিন্তু মাতঃ! জীবন মরণ
নাহি আসে জান তুমি নর গণনায়।"
"বালাই! বালাই!"—কহে মাতা স্নেহময়ী—
"মায়েরে এমন কথা বলিতে কি আছে?

সহস্র বৎসর আয়ুঃ হউক তোমার!”
পুথিখানি পুণ্যবতী রাখিলেন কাছে।

হেমন্ত মধ্যম, নিশি তৃতীয় প্রহর,
উঠিলেন বিশ্বরূপ; মাতুল তনয়
উঠিলেন লোকনাথ। ষোড়শ বৎসর
উত্তীর্ণ; এখনো হায়! বালক উভয়।
নিদ্রা অভিভূত গৃহ, নদীয়া নগরী;
কেবল অনিদ্র এই বালক যুগল
কাটায়েছে সারা নিশি; অজ্ঞাত উচ্ছ্বাসে
শুনিয়াছে হৃদয়ের কম্পন কেবল।
আসি গৃহ আঙ্গিনায় করিলা প্রণাম
জনক জননী পদে পড়িয়া ভূতলে,
চলিলেন বিশ্বরূপ; ভ্রাতা সহচর
চলিলেন লোকনাথ। ভাসি অশ্রুজলে
কহিলেন বিশ্বরূপ—“হরি দয়াময়!
নিমাইকে দিও স্থান চরণে তোমার!
দিও স্থান এ বালকে! আত্ম বলিদান
লও বালকের! কর পতিত উদ্ধার!”

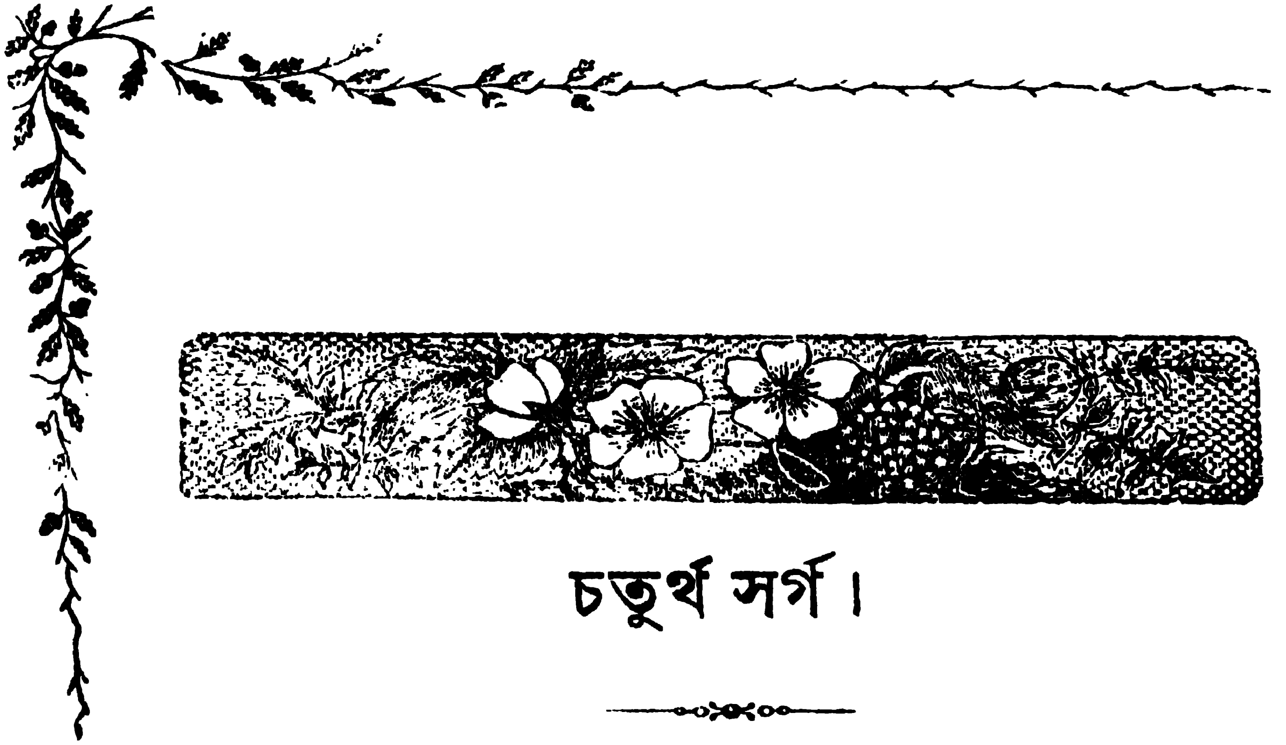
তৃতীয় সর্গ।

চলিল যুগল শিশু, উচ্ছ্বাসে আকুল,
একখানি পুঁথি মাত্র পথের সম্বল।
তৃতীয় প্রহর নিশি ঘাটে নাই তরী,
তরী, মাঝি, ভাগীরথী নিদ্রিত সকল।
বাম করে পুঁথিখানি করি উত্তোলিত,
হইলেন গঙ্গাপার সাঁতারি নীরবে।
সুসুপ্তা প্রকৃতি, আছে ভক্তিতে নীরবে
চাহিয়া নক্ষত্রগণ ফুটি নৈশ নভে।
হইলা 'শঙ্করারণ্যপুরী' বিশ্বরূপ
ষোড়শ বৎসরে করি সন্ন্যাস গ্রহণ।
বজ্রাহত জগন্নাথ, শচী অভাগিনী,—
ব্যাপি সর্ব্ব নবদ্বীপ উঠিল ক্রন্দন।
ষোল বৎসরের শিশু হইল সন্ন্যাসী;
ষোল বৎসরের শিশু দিল জলাঞ্জলি
সকল সংসার সুখে, বৃক্ষতলবাসী—
হ'ল ভিক্ষাব্যবসায়ী, দিল আত্মবলি—
কে দিবে সান্ত্বনা কারে? কে দিবে সান্ত্বনা
বহুশিশু শোকাতুরা শচী জগন্নাথে?
কি করুণ দৃশ্য দুই তরুণ সন্ন্যাসী,—
কাঁধে ভিক্ষা ঝুলি, দণ্ড কমণ্ডলু হাতে!

হইল পবিত্র কুল পুত্রের সন্ন্যাসে—
একই সান্ত্বনা; চিন্তা হইল তখন,
শোকের উপরে, শিশু ষোল বৎসরের
কেমনে সন্ন্যাস ব্রত করিবে পালন।
বজ্রের কঠিন ব্রত করিবে পালন
শিরিষ কুসুম? পাবে দৃঢ়তা শিলার
নবনীত? চক্রবাত্যা, হায়! বিভীষণ
কেমনে সহিবে শিশু তরু সুকুমার।
ধর্ম্মপ্রাণা শচী, ধর্ম্মপ্রাণ জগন্নাথ
কহে গলদশ্রুকণ্ঠে বিদীর্ণ হৃদয়ে,—
"নারায়ণ! দেও ভিক্ষা, শিশু সুকুমার
ধর্ম্ম নষ্ট করি যেন না ফিরে আলয়ে!
এইরূপ শোকানলে জ্বলিতে মরিতে—
দীনহীন এ দুটির এ নিয়তি যদি,
জ্বলিব, মরিব নাথ! দিও বালকেরে
পালিতে নিয়তি তার শক্তি নিরবধি!"
দেবী মাতা, দেব পিতা, ভ্রাতা দেবোপম,
না হইলে এইরূপ; আত্ম বলিদান
নাহি দিলে এইরূপে ধর্ম্ম বেদীমূলে,
হইবেন কেন পুত্র, ভ্রাতা ভগবান?

ফলে মহারত্ন মহাগর্ভে পয়োধির,
ফলে গর্ভে পুণ্যবতী মাতা বসুধার ;
শশাঙ্কে অমৃত, জন্মে জ্যোতিঃ দিবাকরে ;
জন্মে বিশ্ব গর্ভে মহা বিশ্ব-নিয়ন্তার ।





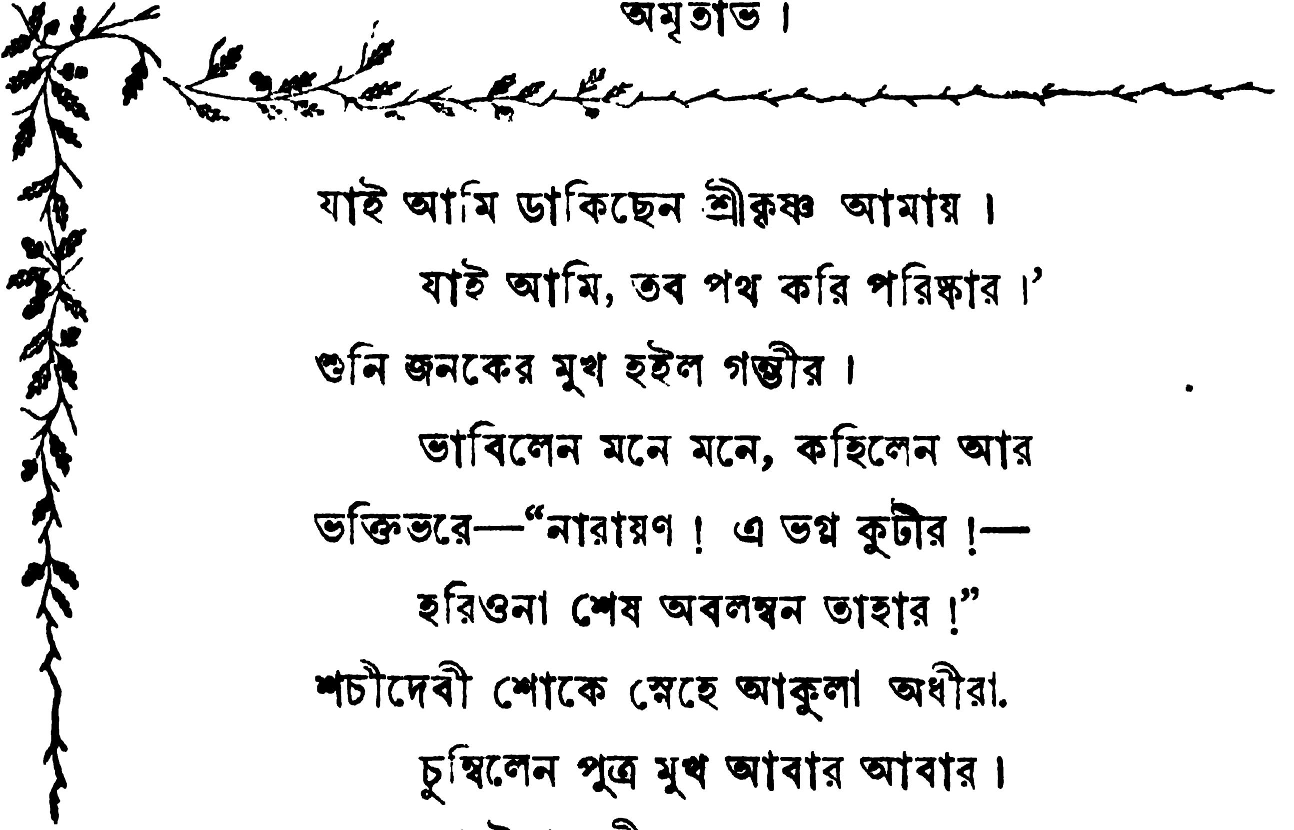
চতুর্থ সর্গ।

উপনয়ন।

চঞ্চল অস্থির শিশু, কিন্তু বিশ্বরূপে
প্রাণের অধিক ভালবাসিত নিমাই,
নিমাই করিত ভয় পিতার অধিক ;
আজি শূণ্য গৃহ, সেই বিশ্বরূপ নাই।
যে চাঞ্চল্য তরঙ্গেতে যাইত ভাসিয়া
পিতার শাসন, স্নেহ করুণা মাতার,
একটী সস্নেহ বিশ্বরূপের কথায়,
হইত সে চাঞ্চল্যেতে শান্তির সঞ্চার।
বড়ই কাঁদিল শিশু ; বড়ই কাতর
হইল কোমল প্রাণ বিরহে ভ্রাতার।

চতুর্থ সর্গ।

"দাদা! দাদা!"—বলি শিশু যাইছে ছুটিয়া,
রাখে ধরি পিতা মাতা প্রতিবেশী আর।
কোমল করুণ প্রাণ সহিল না আর;
—কোমল কুসুম দল নাহি সহে ঝড়—
মূর্চ্ছিত হইল শিশু। ভুলি নিজ শোক
শচীমাতা জগন্নাথ হইলা কাতর।
মূর্চ্ছান্তে কহিল—"মা! মা! এসেছিল দাদা,
পরিয়াছে কি সুন্দর গেরুয়া বসন!
অঙ্গে শত সূর্য্য প্রভা, মুণ্ডিত মস্তক,
করে দণ্ড কমণ্ডলু প্রশান্ত বদন।
কতই আদরে দাদা কহিল—"নিমাই!
তুইও সন্নাস নে ভাই! আমার মতন!
আয় সঙ্গে, এ সংসার ছাড়ি ভক্তিহীন
দুই ভাই হরিনাম করি বিতরণ।"
আমি কহিলাম—"আমি বালক এখন।
কেমনে সন্ন্যাস দাদা! করিব পালন?
থাকি গৃহে আমি বৃদ্ধ বৃদ্ধা নিরাশ্রয়,
জনকের জননীর সেবিব চরণ।
কহিলেন দাদা তবে—'থাক তবে ঘরে,
থাক জুড়াইয়া বুক পিতার মাতার।



যাই আমি ডাকিছেন শ্রীকৃষ্ণ আমায়।
যাই আমি, তব পথ করি পরিষ্কার।'
শুনি জনকের মুখ হইল গম্ভীর।
ভাবিলেন মনে মনে, কহিলেন আর
ভক্তিভরে—"নারায়ণ! এ ভগ্ন কুটীর!—
হরিওনা শেষ অবলম্বন তাহার!"
শচীদেবী শোকে স্নেহে আকুলা অধীরা.
চুম্বিলেন পুত্র মুখ আবার আবার।
চুম্বে যথা উষাদেবী কণক কমল,
চুম্বে পবিত্রতা যথা প্রেম সুকুমার।
কহিলেন শোকাকুলা—"না, না, বাপধন!
সন্ন্যাসী হইতে তোরে দিব না কখন।
ফুটিল যে ক'টি ফুল এ দীনা লতায়,
একে একে নারায়ণ করিলা গ্রহণ
পদতলে পুষ্পপাত্রে! সেই পুষ্পপাত্রে
করিয়াছে বিশ্বরূপ আত্মসমর্পণ।
সেই সব শূন্যবৃন্তে একই কুসুম
নিমাই আমার তুই, মায়ের জীবন।
নিমাই রে! অস্তগামী দুটি জীবনের
শেষ আলো, শেষ আশা বাছনি আমার!

তুই রে নিশ্বাস শেষ! হইলে অন্তর
তুই, পিতা মাতা তোর বাঁচিবে না আর।”

* * * *

নবম বৎসর; উপনয়ন সময়;
হইল শচীর গৃহ উৎসব পূরিত।
সোনার পুতুল, অঙ্গে বালার্ক কিরণ,
করে দণ্ড, পৃষ্ঠে ঝুলি, মস্তক মুণ্ডিত।
স্বর্ণ পুতুলের অঙ্গে সন্ন্যাসীর বেশ,
আয়ত নয়নে কিবা দেবত্ব আবেশ!
কি করুণা মুখে! কিবা করুণা অসীম
পড়িছে ঝরিয়া বাহি শ্রীঅঙ্গ নবীন!
সমবেত নিমন্ত্রিত পণ্ডিত মণ্ডলী,
আত্মীয় আত্মীয়া সমবেত নিমন্ত্রিত
হইল সজল নেত্র; পিতা জগন্নাথ
করিলা সজল নেত্রে তনয়ে দীক্ষিত।
কহিলা প্রণব কর্ণে—প্রণব! প্রণব!
শব্দ-ব্রহ্ম ভারতের! মহাশব্দ ওঁ!
বেদ উপনিষদের গীত অদ্বিতীয়
অমর, অক্ষয়, নিত্য। বিদারিয়া ব্যোম

গাইতেছে মহাবিশ্ব গীত অদ্বিতীয়
বিঘূর্ণিত—বিঘূর্ণন মহাশব্দ ওঁ !
ভারতের ধর্ম্মতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব আর,
একশব্দে পরিণত—মহাশব্দ ওঁ ।
কহিলা গায়ত্রী—'স্বর্গ—পৃথিবী—আকাশ
ব্যাপিয়া আছেন যিনি, আমাদের জ্ঞান
করেন প্রকাশ যিনি, সেই সবিতার
বরণীয় আলোকের করি আমি ধ্যান।'
কালজয়ী মহামন্ত্র—অমর, অক্ষয় !
ব্যাপি চারিযুগ, ব্যাপি অনন্ত অতীত
উঠেছে, উঠিবে ব্যাপি মহা ভবিষ্যত
কত উর্দ্ধে—মহা উর্দ্ধে—এই মহাগীত !
মহাধর্ম্ম, মহাজ্ঞান, কবিত্ব মহান্
একাক্ষরে, এক মহামন্ত্রে সঙ্কলিত,
অতীতের ইতিহাস, অতীত আলোক,
অতীতের মহাশিক্ষা—এ গায়ত্রী গীত !
গায়ত্রী—নক্ষত্র ধ্রুব জ্ঞানের আকাশে !
গায়ত্রী—নক্ষত্র ধ্রুব সংসার-সাগরে !
গায়ত্রী—হিমাদ্রিসানু—মানব চিন্তার !
গায়ত্রী—কৌস্তুভ রত্ন ধর্ম্ম রত্নাকরে !

কি শক্তি এ মহামন্ত্রে! কিবা সংস্কার
নিহিত শিশুর চিত্তে, কলিকা কমলে
গুপ্ত পরিমল যথা! আকুল উচ্ছাস
থাকে গুপ্ত যথা মহা জলধির জলে।
শ্রবণের পথে মন্ত্র প্রবেশি হৃদয়ে,
জাগাইল হৃদয়ে কি নিদ্রিত উচ্ছ্বাস!
নাচিতে লাগিল শিশু দুই বাহু তুলি,
শিশু অঙ্গে স্বেদ কম্প পুলক প্রকাশ!
খুলিল জ্ঞানের নেত্র গায়ত্রী পরশে,
খোলে দিবসের নেত্র পরশে উষার
নির্ম্মল প্রভাতে যথা। তৃতীয় নয়ন
লভিয়াছে; পূর্ণ উপনয়ন তাহার!
করে দণ্ড, কাঁধে ঝুলি, গৈরিক বসন,
নাচে শিশু ঊর্দ্ধনেত্র, গায় হরিনাম,
আবেগে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়িতে ভূতলে,
লইলেন অঙ্কে জগন্নাথ পুণ্যবান্।
দর্শক, ব্রাহ্মণগণ ভক্তিতে অধীর,
করে উচ্চে হরিধ্বনি, গায় নাম গান।
কি আনন্দ শিশু মুখে! শিহরি মূর্চ্ছায়
কহিল—"বাবা! মা! আমি যাই নিজস্থান!"

"নিজ স্থান!"—জগন্নাথ উঠিলা শিহরি।
"নিজ স্থান"—জগন্নাথ দেখিলা স্বপন—
আগে যায় বিশ্বরূপ, পশ্চাতে নিমাই,
অদ্ভুত সন্ন্যাসী বেশে ভাই দুই জন।
কোটী কোটী নর নারী, ভক্তিতে বিহ্বল,
আনন্দে বেড়িয়া নাচে করিয়া কীর্ত্তন,
পবিত্র বিষ্ণুর খাটে বসাইয়া কভু
পূজিতেছে নিমাইর পবিত্র চরণ!"
কি পবিত্র দৃশ্য! হাসে অঙ্কেতে মূর্চ্ছিত
পতিত-পাবন শিশু, নেত্রে অশ্রুজল!
মূর্চ্ছিত জনক, ধারা পতিত-পাবনী
যুগল কপোল বাহি বহে অবিরল!

* * * * *

কি পবিত্র দৃশ্য। হায়! দেখিয়াছি আমি
এ দৃশ্য প্রেমাশ্রুপূর্ণ নেত্রে একদিন।
আমার নিমাই * উপনয়নে তাহার
সেজেছিল এই রূপে সন্ন্যাসী নবীন।

---

* আমার 'নির্ম্মলকে' আমার একটি বন্ধুর পুত্র 'নিমাই' বলিয়া ডাকিত। আমার পুত্রপ্রতিম সেই বন্ধুপুত্র ৺ সুশীলকুমার বসু আজ স্বর্গে। তাহার নিজের

করে দণ্ড ; কাঁধে ঝুলি ; মুণ্ডিত মস্তক ;
গৈরিকে কিশোর অঙ্গ করুণ-সজ্জিত।
এইরূপে ঊর্দ্ধনেত্রে ভক্তিতে সজল,
গেয়েছিল কি মধুর হরিনাম গীত।
দেখিয়া সন্ন্যাসী-শিশু, শুনিয়া কীর্ত্তন,
হয়েছিল দর্শকেরও নয়ন সজল।
এইরূপে হায়! আমি লয়ে বুকে তারে,
হয়েছিনু আত্মহারা প্রেমেতে বিহ্বল।
আজি সে নিমাই মম সন্ন্যাসে সুদূর,
জনক জননী ছাড়ি, ছাড়ি জন্মভূমি!
হে সন্ন্যাসী শিশু! তারে দিয়ে পদছায়া
কঠোর সন্ন্যাস তার পূর্ণ কর তুমি!

* * * *

গিয়াছেন বিশ্বরূপ। একি স্বপ্ন হায়!
দেখিলেন জগন্নাথ!—যাইবে নিমাই?
একি ভাব নিমাইয়ের? নিমাই! নিমাই!
বৃদ্ধ জগন্নাথের ত লক্ষ্য আর নাই।

চরিত্রও একটি দেবশিশুর মত ছিল। জানিনা শ্রীভগবান তাহার মনে এ পবিত্র উচ্ছ্বাস এবং তাহার মুখে এ মধুর নাম কেন সঞ্চারিত করিয়াছিলেন।

বসিয়া পূজায় বৃদ্ধ কহিলা কাঁদিয়া—
"হায়! এই ইচ্ছা যদি তব নারায়ণ!
নিয়াছ সকল; ছিল যে দুইটী ফল,
তাহাও কি এইরূপে করিবে হরণ?
জানি এ নিয়তি উচ্চ। উচ্চতর আর
নাই মানবের ভাগ্যে। হউক সফল
পুত্রের নিয়তি, পুণ্য নিয়তি পিতার।
আত্মা দৃঢ়, কিন্তু নাথ! শরীর দুর্ব্বল!
পড়িবে ভাঙ্গিয়া দেহ। হইবে আকুল
রক্ত মাংস জ্ঞানহীন। ঘটিবে বৃদ্ধার
অপমৃত্যু মহাশোকে, ঘটিবে বৃদ্ধের;
হইবে না উভয়ের অন্তিম সৎকার।
দেও আগে উভয়েরে চরণে তোমার
ক্ষুদ্র স্থান! নেও তবে পুণ্য পথে তার
শেষ পুত্রে আগে আগে পথ দেখাইয়া,
মরুভূমে ভক্তি গঙ্গা করিয়া সঞ্চার।"
জ্বরে জরাজীর্ণ দেহ পড়িল ভাঙ্গিয়া
জনকের; উপস্থিত অন্তিম সময়।
গেছে ভ্রাতা; যায় পিতা; হইয়া আকুল
পড়িল ভাঙ্গিয়া শিশু কোমল হৃদয়।

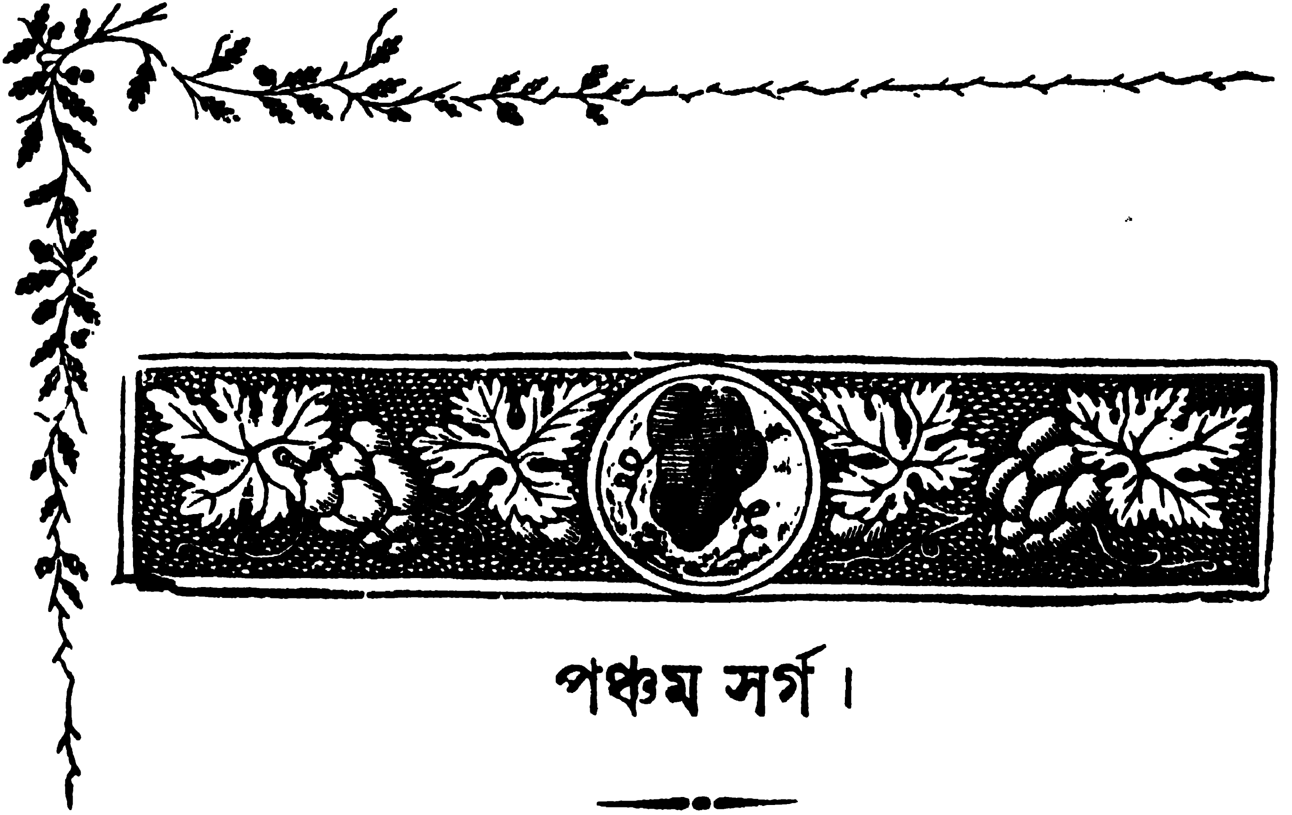
চতুর্থ সর্গ।

পিতার চরণ তলে কহিল কাঁদিয়া
পুত্র শোকাকুল—"বাবা! শিশু নিরাশ্রয়
কারে সমর্পিয়া, যাও সমর্পিয়া কারে
অভাগিনী মা আমার কোমল হৃদয়?
কে দিবে ক্ষুধায় অন্ন, পিপাসায় জল
এ অনাথা মাতা পুত্রে? এক বিন্দু জল,
না দিনু একটি অন্ন বদনে তোমার,
নিমাইর নর জন্ম হইল বিফল।"
হরিভক্ত জগন্নাথ কহিলেন ধীরে—
"নিমাই! তোমার হরি অনাথের নাথ।
তোমাদেরে সমর্পিয়া চরণে তাঁহার
চলিলাম, সে চরণে করি প্রণিপাত।
পুত্র বিশ্বরূপ, পুত্র নিমাই যাহার,
অবশ্য সে পাদ পদ্মে পাবে ক্ষুদ্র স্থান।
ক্ষুদ্র জীবে দিবে অন্ন—নিয়তি তোমার
নহে এত ক্ষুদ্র; তব নিয়তি মহান!"
অর্দ্ধ নাভি গঙ্গাজলে মুদিলা নয়ন
জনক, তারকব্রহ্ম মুখে হরি নাম।
"হরিবোল! হরিবোল!"—বলিয়া নিমাই
নির্মজ্জিত পিতৃ পদে পড়িল—অজ্ঞান।

* * * *

নিমাই! নিমাই! তুমি নর নারায়ণ।
তোমার এ শোক যদি; সান্ত্বনা আমার
আছে কোথা ধরাতলে? হায়! এ জীবনে
পাই নাই; পাইব না এ জীবনে আর।
আমিও একটী অন্ন, এক বিন্দু জল,
দিব পিতৃপদে ভাগ্যে ছিল না আমার।
ছিল না—অন্তিমে পিতৃ মাতৃ পদে হায়!
ছুটি বিন্দু অশ্রুও যে দিব উপহার।
তুমি নর-নারায়ণ। নিয়তি তোমার
কত উচ্চ! ক্ষুদ্র জীব সান্ত্বনা আমার
আছে কিবা? কাঁদিয়াছি একটী জীবন;
আজি দর দর অশ্রু বহে অনিবার।





পঞ্চম সর্গ।

চঞ্চল পণ্ডিত।

দ্বাদশ বর্ষীয় শিশু, আশ্রয় বিহীন।
গিয়াছেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। পিতা বৃদ্ধ দীন
গেলেন অনন্ত ধামে। মাতা বৃদ্ধা দীনা
পুত্র শোকে, পতি শোকে সন্তপ্তা মলিনা।
হৃদয়েতে বিপ্লবের ছায়া ঘোরতর
হইল পতিত; শিশু হইল কাতর।
সে চাঞ্চল্য, সেই ক্রীড়া, হইল অন্তর।
হইল হৃদয় স্থির শান্ত সরোবর।
হাসির জ্যোৎস্না মাখা ক্রীড়ার হিল্লোল
লুকাইল, লুকাইল কৌতুক কল্লোল।

কর্ত্তব্যের গুরুছায়া হৃদয় গগণে
ভাসিল, গাম্ভীর্য্য ছায়া ভাসিল বদনে।
পড়িলেন টোলে গঙ্গাদাসের প্রথম।
সহপাঠী কৃষ্ণানন্দ, পণ্ডিত পরম
'তন্ত্রসার' রচয়িতা। সহপাঠী আর
পণ্ডিত কমলাকান্ত, অলঙ্কার যাঁর
খ্যাতি অদ্বিতীয়, গুপ্ত মুরারি সহিত।
বয়োবৃদ্ধ ছাত্রগণ হইয়া বিস্মিত,
বালকের প্রতিভায় কহিত কখন—
"নিমাই! মানুষ তুমি নহে কদাচন।"
সার্ব্বভৌম বাসুদেব, বঙ্গরত্নোত্তম,
ভগীরথ মত যিনি আনিলা প্রথম
ন্যায়গঙ্গা নবদ্বীপে, টোলেতে যাঁহার
"দীধিতির" * রঘুনাথ করি অধ্যয়ন
লভিলা অমর কীর্ত্তি; পদতলে তাঁর
করিলেন বিশ্বম্ভর ন্যায় অধ্যয়ন
প্রতিভায় রঘুনাথে করিয়া স্তম্ভিত।
বর্ষসপ্ত এই রূপে করি অধ্যয়ন,

* স্বনামখ্যাত ন্যায়গ্রন্থ।

হইলেন অধ্যাপক, পণ্ডিত নিমাই,
আলোকিল বঙ্গ কীর্ত্তি-কৌমুদী তাঁহার।
নিমাই ও রঘুনাথ একদা উভয়ে
হ'তেছেন গঙ্গাপার। কহে রঘুনাথ—
"ভাই বিশ্বম্ভর! হাতে কি গ্রন্থ তোমার?"
'ন্যায় গ্রন্থ স্বরচিত"—শুনিয়া উত্তর
হইলেন রঘুনাথ মলিন বদন।
চাহিলে শুনিতে গ্রন্থ, লাগিলা পড়িতে
অনিচ্ছায় বিশ্বম্ভর। বিস্ময়ে নিমাই
দেখিলা যতই গ্রন্থ করিছে শ্রবণ
ততই শ্রোতার মুখ হতেছে মলিন।
জিজ্ঞাসিলে হেতু তার, কহিলেন খেদে
রঘুনাথ—"বিশ্বম্ভর! বহু পরিশ্রমে
করিয়াছি প্রণয়ন এক গ্রন্থ আমি।
কিন্তু ভাই! এই গ্রন্থ থাকিতে তোমার,
আমার 'দীধিতি' কেহ পড়িবে কি আর?
কে ছাড়ি জ্যোৎস্না চাহে আলো জোনাকির?
চাহে কূপোদক ছাড়ি বারি জাহ্নবীর?"
সে মুহূর্ত্তে বিশ্বম্ভর গ্রন্থ আপনার
করিলেন বিসর্জ্জন গর্ভেতে গঙ্গার।

“কি করিলে! কি করিলে!”—কহি উচ্চৈঃস্বরে
চাহিলেন রঘুনাথ করিতে উদ্ধার।
হইয়া নিস্ফল-যত্ন, স্তম্ভিত, বিস্মিত,
রহিলেন রঘুনাথ যেন চিত্রার্পিত,
চাহি বিশ্বম্ভর পানে। হাসিয়া নিমাই
কহিলেন—“বৃথা খেদ কর তুমি ভাই!
ভক্তিহীন ন্যায়শাস্ত্র মরুর সমান,
ভক্তিগঙ্গা গর্ভে তার উপযুক্ত স্থান।”
মুকুন্দ সঞ্জয় অতি ধনাঢ্য ব্রাহ্মণ
নবদ্বীপে; চারু চণ্ডীমণ্ডপে তাহার
খুলিলেন চতুষ্পাঠী। দেখিতে দেখিতে
বহু ছাত্রে চতুষ্পাঠী হইল পূরিত।
‘নিমাই পণ্ডিত’—কীর্ত্তি কণ্ঠে শত শত
করিল প্রচার ক্রমে দিকদিগন্তরে,
শচীর আনন্দ আর ধরে না অন্তরে।
পুত্র কণ্ঠে সরস্বতী, আনিলেন ঘরে
নাম ‘লক্ষ্মী’, লক্ষ্মীবধূ গৃহ আলো করি
বল্লভাচার্য্যের কন্যা পরমা সুন্দরী।
বহুদিন পরে বৃদ্ধা জননীর মুখে
ভাসিল আনন্দ হাসি; বহুদিন পরে

উথলিল সুখ-সিন্ধু জননীর বুকে।
অধ্যয়নে অধ্যাপনে কাটাইয়া দিন,
অপরাহ্নে করে পুত্র নগর ভ্রমণ,—
গলায় ফুলের মালা, ললাটে চন্দন,
চন্দনে চিত্রিত বক্ষ, সুবর্ণ দর্পণ।
পরিধান পট্টবস্ত্র, হাসি ভরা মুখ,
হৃদয়ে তরঙ্গ ভঙ্গে খেলিছে কৌতুক।
সে তরঙ্গ মুখে পড়ে পূর্ব্ববঙ্গ যদি,
তবে তার লাঞ্ছনার না থাকে অবধি।
বিশেষ বৈষ্ণব কেহ পড়িলে সম্মুখে
বিষম আতঙ্ক ত্রাস উঠে তার বুকে।
যাইছে মুকুন্দ দত্ত চট্টগ্রামবাসী,—
বৈদ্যসুত পিককণ্ঠ। পরম বৈষ্ণব,
বর্ষে সুধা সঙ্কীর্ত্তনে অদ্বৈত সভায়।
কৌতুকীর চূড়ামণি নিমাই পণ্ডিত
দেখিয়া সশিষ্য, ভয়ে মুকুন্দ সরিয়া
পলাইছে, শিষ্যগণ ধরিল তাহায়।
জিজ্ঞাসে নিমাই—"কেন দেখিয়া আমারে
পলাইস্ এইরূপে?"—পূর্ব্ববঙ্গ ভাষা
অনুকারি সকৌতুক। মুকুন্দ নির্ব্বাক;

শুষ্ক মুখ ; যেন মৃত্যু সম্মুখে তাহার।
হাসে খল খল শিষ্য ; হাসিয়া নিমাই—
"পড়িস্ বৈষ্ণব শাস্ত্র, ভাবিস্ আমারে,
পাষণ্ড, শাস্ত্রের বৃথা করি কচ্‌কচি।
দেখিলে আমারে তাই যাস্ পলাইয়া।
কিন্তু তুই পারিবিনা পালাইতে কভু
ছাড়ায়ে আমার হাত। কিছু দিন পরে
হইবি আমার তুই। এমন বৈষ্ণব
হইব আমিও আর কিছু দিন পরে,
হইবেন সদাশিব দ্বারস্থ আমার।"
মুকুন্দ এ উপহাসে মহা ক্রোধান্বিত
কহিল—"পণ্ডিত! তুমি কি ঘোর নাস্তিক!
মহাদেবকেও তুমি কর উপহাস।"
মুকুন্দ করিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান,
চলিল সক্রোধে, শিষ্য উঠিল হাসিয়া।
   শ্রীবাস পিতার বন্ধু, গৃহিণী মালিনী
জননীর প্রিয় সখী। একদা শ্রীবাস
এইরূপে বিশ্বম্ভরে দেখি রাজপথে
ক্রীড়াশীল, জিজ্ঞাসিলা উপহাস করি—
"উদ্ধতের শিরোমণি! যাইছ কোথায়?"

চাপিয়া কৌতুক হাসি, করি নমস্কার,
রহিলেন অধোমুখে নিমাই সম্মুখে ।
কহিলা শ্রীবাস—"দেখ নিমাই এখন
হয়েছ পণ্ডিত তুমি । বল এ কৌতুক,
এইরূপ চপলতা শোভে কি তোমারে ?
লভিছ কি ফল বিদ্যা চর্চ্চায় কেবল,
শ্রীকৃষ্ণ ভজনা বিনা জীবন বিফল ।
নারিকেল শস্য স্বাদু ধরে সুধাজল ;
খোসার চর্ব্বণ মাত্র নিস্ফল কেবল ।"
কপট গম্ভীর ভাবে করিলা উত্তর
নিমাই—"বালক আমি । আরো কিছুদিন
পড়িয়া বৈষ্ণব আমি হইব এমন,
লইবেন অজ ভব আমার শরণ ।"
কপট গাম্ভীর্য্য আর না পারি রাখিতে
হাসিলা নিমাই । খেদে কহিলা শ্রীবাস—
"ভাগবত জগন্নাথ । ন্যায় শাস্ত্র পড়ি
হইলি নাস্তিক শেষে । দেবতা ব্রাহ্মণ
নাহি কি মানিস্ তুই ?" কহিলা নিমাই—
"সোহহং—আমি তিনি ; মানিব কাহারে ?"
চলিলা নিমাই । চাহি রহিলা শ্রীবাস

অপ্রতিভ। ভাবিলেন—পরম বৈষ্ণব
জগন্নাথ ; তাঁর পুত্র নাস্তিক এমন,
অসম্ভব। সত্যই কি তবে এই তিনি।
অসামান্য এই রূপ, প্রতিভা অতুল
নহে মানবের তাহা। নিরখি যখন
কি অজ্ঞাত বেগে চিত্ত করে আকর্ষণ!"
শ্রীধর দরিদ্র বড়, নিরীহ বৈষ্ণব,
ভগ্ন কুটীরেতে বাস। বেচি কলা থোড়
যাহা পায় করে কৃষ্ণ পদে সমর্পণ।
নিমাইয়ের যত চোট তাহার উপর।
নিত্য শ্রীধরের সঙ্গে কৌতুক সমর।
একদা কুটীরে দেখি উদ্ধত নিমাই
শ্রীধরের কণ্ঠ শুষ্ক। করি নমস্কার
সভয়ে আসন দিলে সশিষ্য নিমাই
বসিয়া কহিলা—"দেখ নির্ব্বোধ শ্রীধর!
অন্ন বস্ত্র দুঃখ তুমি সহ অনুক্ষণ,
তবু লক্ষ্মীকান্ত সেবা কর কি কারণ?"
চটিল শ্রীধর—"উপবাস নাহি করি।
'ছোট হোক বড় হোক বস্ত্র দেখ পরি।'"
হাসিয়া নিমাই—"তার গিরা দশ ঠাঁই।

ঘরের ত দশা এই, চালে খড় নাই।
চণ্ডী বিষহরি আর পূজে দেখ যারা,
খায়, পরে, থাকে সুখে, কেমন তাহারা!”
“কহিলে উত্তম!”—কহে শ্রীধর আবার,—
“তথাপি সমান যায় কাল সবাকার।
দেখ রাজা রত্ন হর্ম্ম্যে গৌরবে বিহরে,
পক্ষিগণ থাকে আর বৃক্ষের উপরে।
কাল কিন্তু সকলের সমভাবে যায়।
সমভাবে কর্ম্মফল ভোগে এ ধরায়।”
মুখেতে কপট হাসি, বিস্মিত অন্তর
কহিলা নিমাই—“বটে! কপট শ্রীধর!
দরিদ্রের এত শান্তি থাকে না কখন,
অবশ্য তোমার আছে বহু গুপ্তধন।
এখনই আমি তাহা করিব প্রচার।
প্রতারণা মাত্র এই দারিদ্র্য তোমার।”
“হয়েছ পণ্ডিত”—কহে কাতরে শ্রীধর,
“এখনো চাপল্য তব হলো না অন্তর?
নিত্য এ কলহ; যাও পণ্ডিত এখন,
আমি নীচ জাতি, তুমি পণ্ডিত ব্রাহ্মণ।”
কহেন নিমাই—“ছাড়ি সহজে এমন

যাইব না। থাক্ এবে সেই গুপ্ত ধন ;
দেও কলা থোড় মূল্যে সুলভ শ্রীধর,
না করি কোন্দল তবে চলে যাই ঘর।”
শ্রীধর কহিল—“মূল্য থাকুক্ মাথায়,
লও বিনামূল্যে তুমি যাহা প্রাণ চায়।”
“ভাল ভাল”—হাসি মৃদু কহিলা নিমাই,
“তবে আর আমাদের দ্বন্দ্ব কিছু নাই।”
একদা সায়াহ্নে বসি জাহ্নবীর তীরে—
মধুর বাসন্তী সন্ধ্যা, ভাগীরথী নীরে
ঢালিয়াছে সচঞ্চল ছায়া সুশীতল,
খেলিছে দক্ষিণানিলে হিল্লোল চঞ্চল।
গাইছে কোকিল ; গায় উড়িয়া আকাশে
পাপিয়া মধুর কণ্ঠে ; বাসন্ত বাতাসে
ভাসিতেছে দয়েলের কণ্ঠ উভরোল।
গাইছে পূরবী সান্ধ্য জাহ্নবী হিল্লোল।
ঘাটে ঘাটে নরনারী ছাত্র অগণিত।
জলে স্থলে ভাগীরথী বিচিত্র পুষ্পিত।
বহিতেছে জীব স্রোত জলস্রোত মত
বহু স্রোতে বেলাভূমি চিত্রি অবিরত।
উড়িতেছে সন্ধ্যানিলে বিমুক্ত কুন্তল,

বিমুক্ত বিচিত্র চারু রমণী অঞ্চল।
বামা কণ্ঠ, বালা কণ্ঠ, চারু উচ্চ হাসি
সায়াহ্ন স্তোত্রের সহ উঠিতেছে ভাসি।
নিভৃতে বসিয়া এক বিটপি তলায়
নিমাই সশিষ্য সান্ধ্য শীতল ছায়ায়
শৈলজার সান্ধ্য শোভা করি নিরীক্ষণ
করিছেন শাস্ত্রালাপ আনন্দিত মন।
কাশ্মীরী কেশব দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত,
জিনিয়া ভারত নবদ্বীপে উপনীত।
ভ্রমিতে গঙ্গার তীরে দেখে আচম্বিত
সশিষ্য নিমাই, চন্দ্র নক্ষত্র বেষ্টিত।
প্রথম যৌবন, বর্ণ সুবর্ণ তরল,
কি বিশাল দুই নেত্র জ্ঞান সমুজ্জ্বল।
কি ললাট শান্তি-পূর্ণ সায়াহ্ন গগন,
কি হাসি অধরপ্রান্তে ভুবন মোহন।
কেশব এমন রূপ দেখেনি কখন,
কেশব এমন কণ্ঠ করেনি শ্রবণ।
কেশব এমন যুবা, গঙ্গার ধারায়
বরষিতে শাস্ত্র-জ্ঞান দেখেনি কোথায়।
কেশব রহিল চাহি বিস্মিত, স্তম্ভিত;

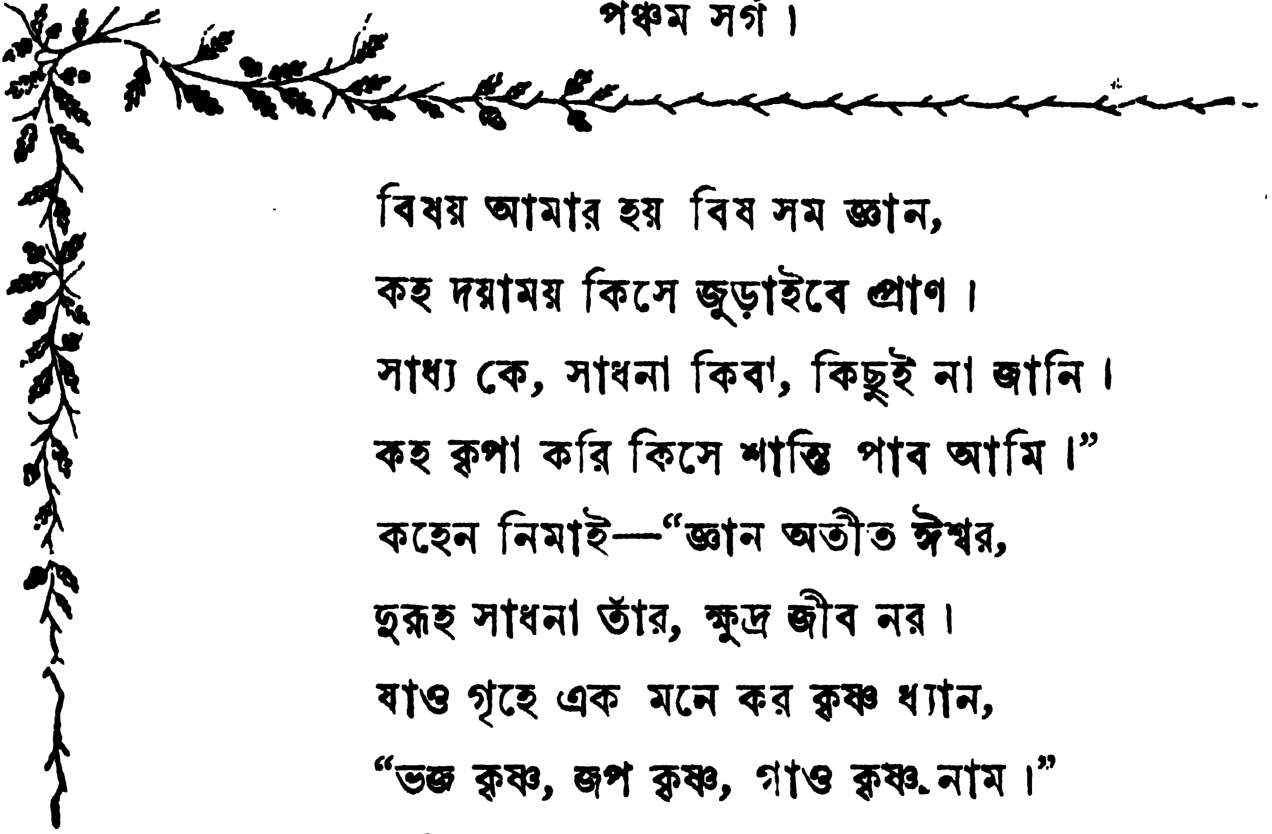
স্থির, অচঞ্চল, যেন মূরতি স্থাপিত।
ওকি রূপ! আকর্ষিছে আকুল হৃদয়
কেশব নিকটে গিয়া দিলা পরিচয়।
সসম্ভ্রম নিমাই করিয়া নমস্কার
করিলেন অভ্যর্থনা। কহিলা কেশব—
"এখনো বালক তুমি; কিন্তু নবদ্বীপে
শুনিতেছি ব্যাকরণে তুমি অদ্বিতীয়
এবয়সে, মানিতেছি মনেতে বিস্ময়।"
বিনয়ের প্রতিমূর্ত্তি কহিলা নিমাই
অধোমুখে মৃদুকণ্ঠে—"জ্ঞানে ও বয়সে
সত্যই বালক আমি।" চাহি গঙ্গা পানে—
"বড় সাধ মনে শুনি মহিমা গঙ্গার
ভারত বিজয়ী মহা পণ্ডিতের মুখে।"
শুক্লপক্ষ; শশধর হাসিছে আকাশে;
জ্যোৎস্না জাহ্নবী বক্ষে কি লীলা প্রকাশে।
কেশব কবিত্ব পূর্ণ ভাষায় সুন্দর
রচিল গঙ্গার স্তব। ঝটিকার বেগে,
জলদ গভীর স্বনে ধারা কবিতার
বহিল কেশব কণ্ঠে জাহ্নবী ধারায়,
কবিত্বে পাণ্ডিত্যে করি বিস্মিত সকল।

কহিলা নিমাই ধীরে—"জগতে দুর্লভ
এ কবিত্ব, অমানুষী শক্তি আপনার।
বিনীত বাসনা মনে করিয়া শ্রবণ
দোষগুণ কবিতার, করিব গ্রহণ
কবিতার রসসুধা লীলা কল্পনার।"
"দোষ!"—জতুগৃহ মত উঠিল জ্বলিয়া
দিগ্বিজয়ী অভিমান। কহিল সক্রোধ—
"ব্যাকরণ, শিশু শাস্ত্র পড়িয়াছি তুমি;
পড় নাই অলঙ্কার। কবিতার রস,
কেমনে বুঝিবে তুমি। বধির কেমনে
বুঝিবে সঙ্গীত সুধা? ইন্দ্রধনু-শোভা
দেখিবে জন্মান্ধ?" শুনি ঈষদ হাসিয়া
কহিলা নিমাই—"পড়ি নাই অলঙ্কার।
কিন্তু শুনিয়াছি আমি দেবী বীণাপাণি
বিরাজেন নবদ্বীপে। কবিতার সুধা
ভাসে জাহ্নবীর স্রোতে, হাসে চন্দ্রকরে,
মৃদু মন্দানিলে বহে, মর্ম্মরে পাতায়
তরুলতা নবদ্বীপে কবিতার রস
পারে বুঝিবারে, পারে করিতে বিচার।"
অপূর্ব্ব-প্রতিভা বলে, নিমাই তখন,

দেখাইলা একে একে দোষ কবিতার।
কেশবের চক্ষুঃস্থির। মানবে কখন
সম্ভবে কি এ পাণ্ডিত্য? অশেষ চেষ্টায়
না পারি খণ্ডিতে দোষ, কাশ্মীরী-কেশব
কহিছে প্রলাপ, শিষ্য উঠিল হাসিয়া।
শাসাইয়া শিষ্যবৃন্দে বিনয়ে নিমাই
কহিলা—"পণ্ডিতবর! কবিতায় দোষ
আছে ব্যাস বাল্মীকির। কলঙ্ক শশাঙ্কে
আছে, কিন্তু তবু চন্দ্র কত মনোহর!
মহাভাগ্যবলে কবি, আছে আপনার
সে কবিত্ব, মর-লোকে কবিই অমর।
হয়েছে অধিক রাত্রি, ক্লান্ত দেহ মন
আপনার, গৃহে এবে করুন গমন।"
সারানিশি অনিদ্রায় সন্তপ্ত কেশব
ভাবিলেন—"এ যুবা কে? পাণ্ডিত্য এমন,
এ নম্রতা, এ বিনয়, নহে মানুষের।
এই বিনয়ের কাছে অভিমান তাঁর,
তাঁহার বিদ্যার দম্ভ, দম্ভ ঐশ্বর্য্যের,
কত তুচ্ছ, কত হীন! কত স্বপ্ন আর
দেখিলেন দিগ্বিজয়ী। প্রভাতে উঠিয়া

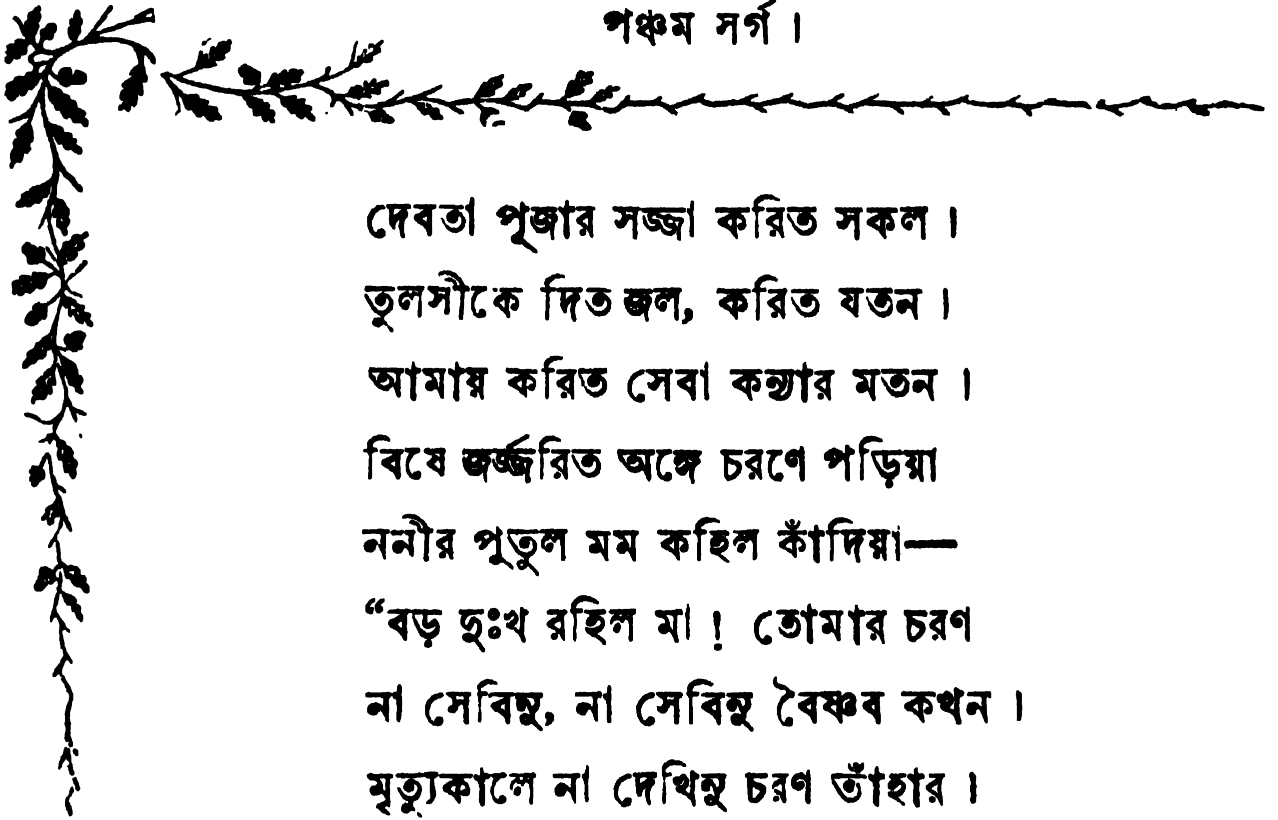
শচীর কুটিরে গিয়া, শচীর কুমারে
করিলেন আলিঙ্গন। আতপ তাপিত
পথিক পাইল যেন ছায়া সুশীতল।
কি বৈরাগ্য প্রাণারাম হইল সঞ্চার
কেশবের হৃদয়েতে। ঐশ্বর্য্য তাঁহার—
হয়, হস্তী, বহুমূল্য বসন ভূষণ
ছিল যাহা সঙ্গে, সব করি বিতরণ,
গেলেন চলিয়া, করি সন্ন্যাস 'গ্রহণ'।
উঠিল নদীয়া ব্যাপী ঘোর আন্দোলন।
  পুণ্যবান পিতৃস্থান দেখিতে নিমাই
গেলেন শ্রীহট্টে, পূর্ব্ববঙ্গে পুণ্যবতী।
দেখিলেন পূর্ব্ববঙ্গ শস্য সুশ্যামলা
অন্নপূর্ণা জগতের; মহা রঙ্গভূমি
পদ্মা মেঘনার, শ্যাম পর্ব্বত মালার;
সম্মিলন ক্ষেত্র ব্রহ্মপুত্র শৈলজার।
বিশাল হৃদয়া পদ্মা দেখিলা নিমাই,
দিগন্ত ব্যাপী মেঘনা, নীলাম্বতে ভরা,
বাসন্ত আকাশ তলে ঈষদ চঞ্চলা।
উপরে সুনীলাকাশ; নিম্নে নীলাময়
অনন্ত সলিল নীল। দেখিলা নিমাই

নৃত্যশীল নীলমণি ; নূপুর নিনাদ
সলিলে কল্লোল মৃদু ; সুধায় পূরিত
বেণুরব বসন্তের অনিল নিস্বন।
যৌবন চাঞ্চল্যে সুপ্ত ভক্তির অঙ্কুর
উঠিল জাগিয়া ধীরে, জীবনে প্রথম ;
জাগিয়া উঠিল সুপ্ত কি পূর্ব্ব স্বপন !
নিরখিল পূর্ব্ববঙ্গ বিমোহিত প্রাণ—
একি রূপ অলৌকিক ! কাঞ্চনে রঞ্জিত
সুদীর্ঘ ত্রিভঙ্গ তনু। কিবা দেব মুখ,
কি ললাট দেবত্বের প্রভাত গগণ ;
আরক্ত, সজল, পদ্ম পলাশ লোচন !
প্রথম যৌবনে কিবা পাণ্ডিত্যের শেষ,
কণ্ঠে সরস্বতী বসে মুখে কৃষ্ণ নাম।—
ভাবগ্রাহী পূর্ব্ববঙ্গ ভাবেতে বিভোর
চিনিল এ নহে নর ; পড়িল লুটায়ে
পাদপদ্মে, কৃষ্ণ নামে উঠিল মাতিয়া।
পণ্ডিত তপন মিশ্র দেখিল স্বপন—
নিমাই মানুষ নহে নর-নারায়ণ।
পড়িয়া চরণে বিপ্র কহে—"কৃপা করি,
তরিবারে এ সংসারে দেও পদতরি।



বিষয় আমার হয় বিষ সম জ্ঞান,
কহ দয়াময় কিসে জুড়াইবে প্রাণ।
সাধ্য কে, সাধনা কিবা, কিছুই না জানি।
কহ কৃপা করি কিসে শান্তি পাব আমি।"
কহেন নিমাই—"জ্ঞান অতীত ঈশ্বর,
দুরূহ সাধনা তাঁর, ক্ষুদ্র জীব নর।
যাও গৃহে এক মনে কর কৃষ্ণ ধ্যান,
"ভজ কৃষ্ণ, জপ কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ-নাম।"
কলিযুগে যাগ যজ্ঞ নিষ্ফল সকল,
হরি নাম গান মাত্র সাধনা কেবল।"
মিশ্র কহে—"নহে আমি গৃহের প্রয়াসী।"
নিমাই কহেন—"তবে যাও তুমি কাশী।"
উচ্ছ্বাসে অধীর বিপ্রে দিলা আলিঙ্গন।
"হরিবোল" বলি নাচি চলিল ব্রাহ্মণ।
"হরিবোল! হরিবোল!"—নর নারীগণ
গাইল অশুচি শুচি চণ্ডাল ব্রাহ্মণ।
ভাবগ্রাহী পূর্ব্ব বঙ্গ, হৃদয় কোমল
পদ্মার বেগের মত আবেগ-প্রবল।
জ্ঞান-শুষ্ক নবদ্বীপ; পুলিনে পদ্মার
করিলেন ভক্তি ধর্ম্ম প্রথম প্রচার

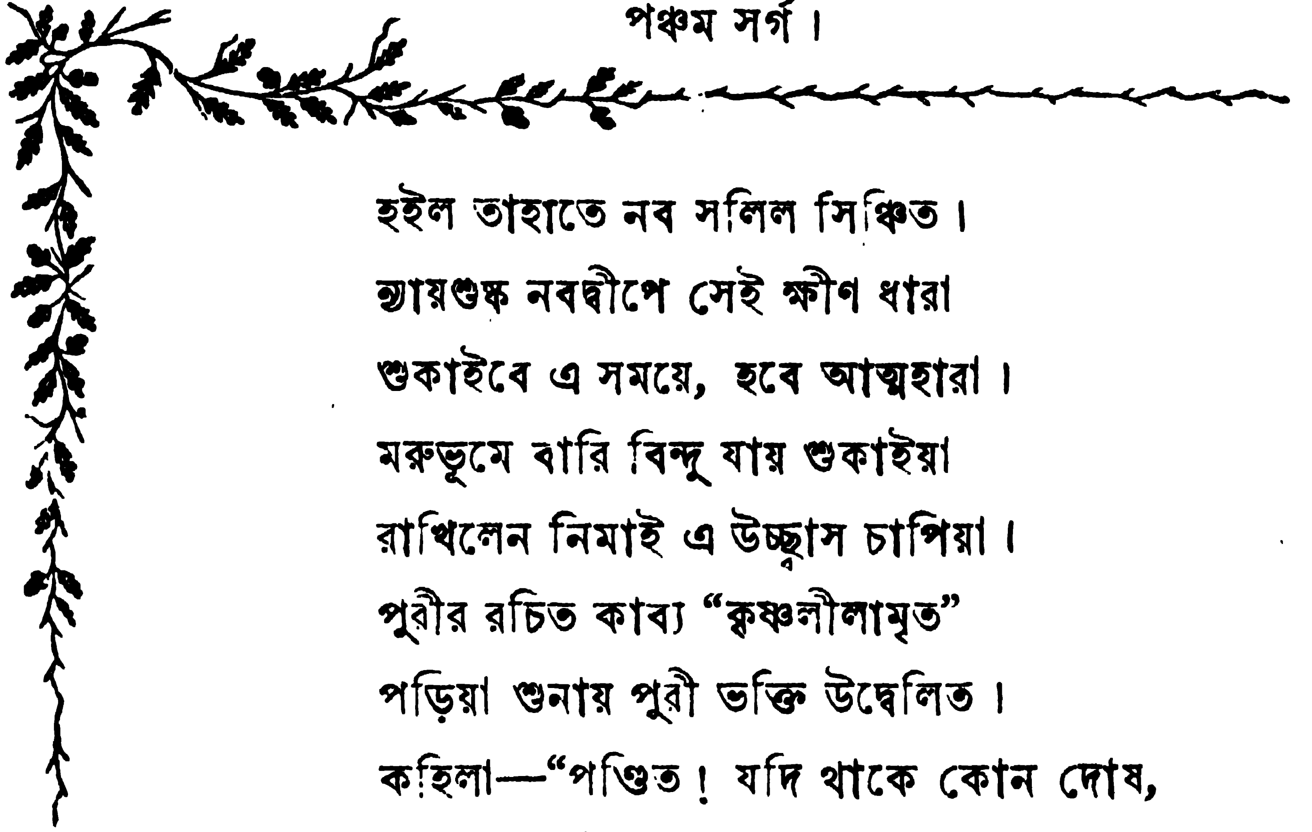
প্রথম যৌবনে গৌর নিজে আত্মহারা ;
বহিল প্রথম ভক্তি ভাগীরথী ধারা।
বহু অর্থ, বহুশিষ্য লইয়া নিমাই
ফিরিলেন নবদ্বীপে, দেখিলেন গৃহ
নিরানন্দ, নিরানন্দ মায়ের বদন।
তনয় লইয়া বুকে, চুম্বিয়া ললাট,
বরষিয়া আশীর্ব্বাদ জাহ্নবী ধারায়,
কহিলা কাঁদিয়া মাতা—"নিমাই! নিমাই!
আমার সে লক্ষ্মীরূপা লক্ষ্মী বধূ নাই।
কাল সর্পে না খাইয়া দুঃখিনী আমায়,
খাইল আমার সেই স্বর্ণ প্রতিমায়।
শুনিয়াছি আছে মণি মস্তকে তাহার।
সে কেন হৃদয় মণি হরিল আমার?
নামে লক্ষ্মী, রূপে লক্ষ্মী, গুণে নিরুপমা,
নাহি নবদ্বীপে মম বধূর তুলনা।
ঊষাকালে উঠি বধূ গৃহ কর্ম্ম যত,
কেমন সুচারু রূপে করিত নিয়ত।
করিত ঠাকুর ঘরে স্বস্তিক মণ্ডলী।
লিখিত সে শঙ্খ চক্র ভক্তিতে উছলি।
ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্প সুবাসিত জল,



দেবতা পূজার সজ্জা করিত সকল।
তুলসীকে দিত জল, করিত যতন।
আমায় করিত সেবা কন্যার মতন।
বিষে জর্জ্জরিত অঙ্গে চরণে পড়িয়া
ননীর পুতুল মম কহিল কাঁদিয়া—
"বড় দুঃখ রহিল মা! তোমার চরণ
না সেবিনু, না সেবিনু বৈষ্ণব কথন।
মৃত্যুকালে না দেখিনু চরণ তাঁহার।
পূরিল না কোনও সাধ মাগো বালিকার।"
কাঁদিয়াছে নবদ্বীপ করুণায় তার।
নিমাই! গৃহের আলো নিবেছে আমার।"
বড় কাঁদিলেন শচী; কাঁদিয়া নিমাই
কহিলা—"নিয়তি মাতঃ! কারো সাধ্য নাই
লঙ্ঘিবে জগতে, শোক কর পরিহার।
তোমার গৃহের দীপ ইচ্ছায় আপন
জ্বলিতে, নিবিতে মাগো! পারে কি কখন।
জ্বালাও, নিবাও তুমি কার্য্যে আপনার;
আমরা তেমনি দীপ বিশ্ব-নিয়ন্তার।
স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা যেই পুণ্যবতী
পায়, তার মত কেহ নাহি ভাগ্যবতী।"

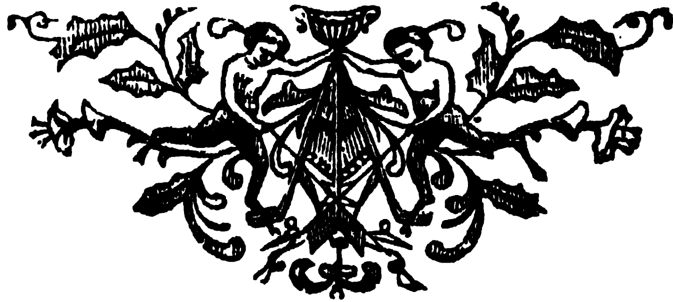
অসিলা ঈশ্বরপুরী বৈষ্ণব সন্ন্যাসী
পূর্ব্বাশ্রম কুমার হট্ট, মূর্ত্তি প্রেম রাশি।
গুরু মাধবেন্দ্রপুরী, করি পরিহার
জ্ঞান মার্গ, ভক্তি মার্গে "আদি সূত্রধার" *
গুরুর 'গোপাল' মন্ত্রে দীক্ষিত ঈশ্বর
মুখে কৃষ্ণনাম, চিত্তে কৃষ্ণ নিরন্তর।
একদা গৌরাঙ্গে পথে দেখি পুরীবর
রহিলা চাহিয়া রূপ বিমুগ্ধ অন্তর।
নিমাই নমিয়া কহে সুকণ্ঠে বীণার—
"আজি ভিক্ষা হবে প্রভু! গৃহেতে আমার।"
শ্রীকৃষ্ণে নৈবেদ্য শচী দিলা ভক্তিভরে,
ভিক্ষা অন্তে পুরী, প্রেম গদগদ স্বরে,
কহিতে লাগিল কৃষ্ণকথা নিরমল,
কহিতে কহিতে প্রেমে হইল বিহ্বল।
গাইল মুকুন্দ কৃষ্ণ লীলামৃত গীত,
ঢলিয়া পড়িল পুরী হইয়া মূর্চ্ছিত।
বহিছে নয়নে দুই ধারা অবিরল
হইলা নিমাই ভক্তি উচ্ছ্বাসে চঞ্চল।
পূর্ব্ববঙ্গে যেই ধারা হইল উচ্ছ্রিত,

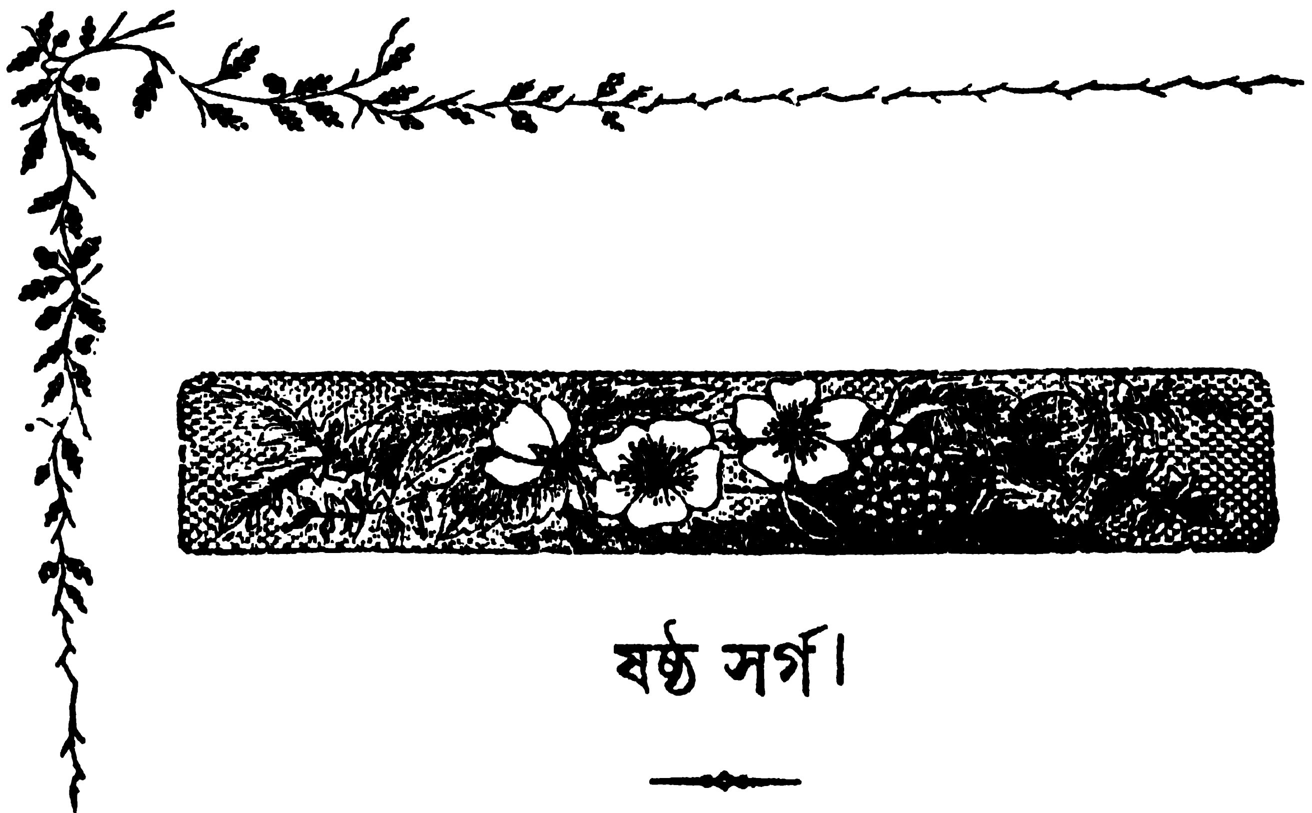
* সাহিত্য পত্রিকা ১২শ সংখ্যা, ৭০৮ পৃষ্ঠা।



হইল তাহাতে নব সলিল সিঞ্চিত।
ন্যায়শুষ্ক নবদ্বীপে সেই ক্ষীণ ধারা
শুকাইবে এ সময়ে, হবে আত্মহারা।
মরুভূমে বারি বিন্দু যায় শুকাইয়া
রাখিলেন নিমাই এ উচ্ছ্বাস চাপিয়া।
পুরীর রচিত কাব্য "কৃষ্ণলীলামৃত"
পড়িয়া শুনায় পুরী ভক্তি উদ্বেলিত।
কহিলা—"পণ্ডিত! যদি থাকে কোন দোষ,
কহ দয়া করি, পাব পরম সন্তোষ।"
"ভক্ত বাক্য, কৃষ্ণলীলা"—কহিলা নিমাই
তারে দিবে দোষ, পাপী ধরাতলে নাই।
ভক্তের কবিত্ব প্রভু! হউক যেমন
তাহাতে কৃষ্ণের প্রীতি হয় সর্ব্বক্ষণ।
মূর্খ বলে 'বিষ্ণায়, বিষ্ণবে' সে বিদ্বান,
ভাবগ্রাহী কৃষ্ণ প্রীত উভয়ে সমান।"
কি আশার কথা! কিবা সান্ত্বনা আমার!
হৃদয়ে কি শক্তি, শান্তি, হইল সঞ্চার!
আমারো কবিত্ব নাই, নাহি ভক্তি আর
অমৃতাভ! প্রেমলীলা চিত্রিতে তোমার।
দূর নির্ব্বাসনে নাথ! একই সন্তান,

তাহার মঙ্গল তরে গাই এই গান।
অপ্রেমিক, অকবির অযোগ্য সঙ্গীত,
ভাবগ্রাহী ভগবান!—আজি আশান্বিত,—
হবে তুমি প্রীত তাহে,—ভকত বৎসল!
নির্ব্বাসিত নির্ম্মলের করিবে মঙ্গল।





ষষ্ঠ সর্গ।

পূর্ব্বরাগ।

বিজলি প্রতিমা, অঙ্গ ঝলমল
বালার্ক কিরণে তীরে জাহ্নবীর,
সুন্দরী বালিকা, দুইটি নয়ন
আকর্ণ বিশ্রান্ত উজ্জ্বল স্থির।
প্রীতি ছল ছল নয়নের তারা
নীলাব্জ যুগল সলিলে ভাসি,
সুনাশা, সুভুরু, সুগোল বদন,
অধরে ঈষদ সলজ্জ হাসি।
নহে অতি স্থূল, নহে দীর্ঘ অতি,
সুললিত তনু ভঙ্গিমাময়,

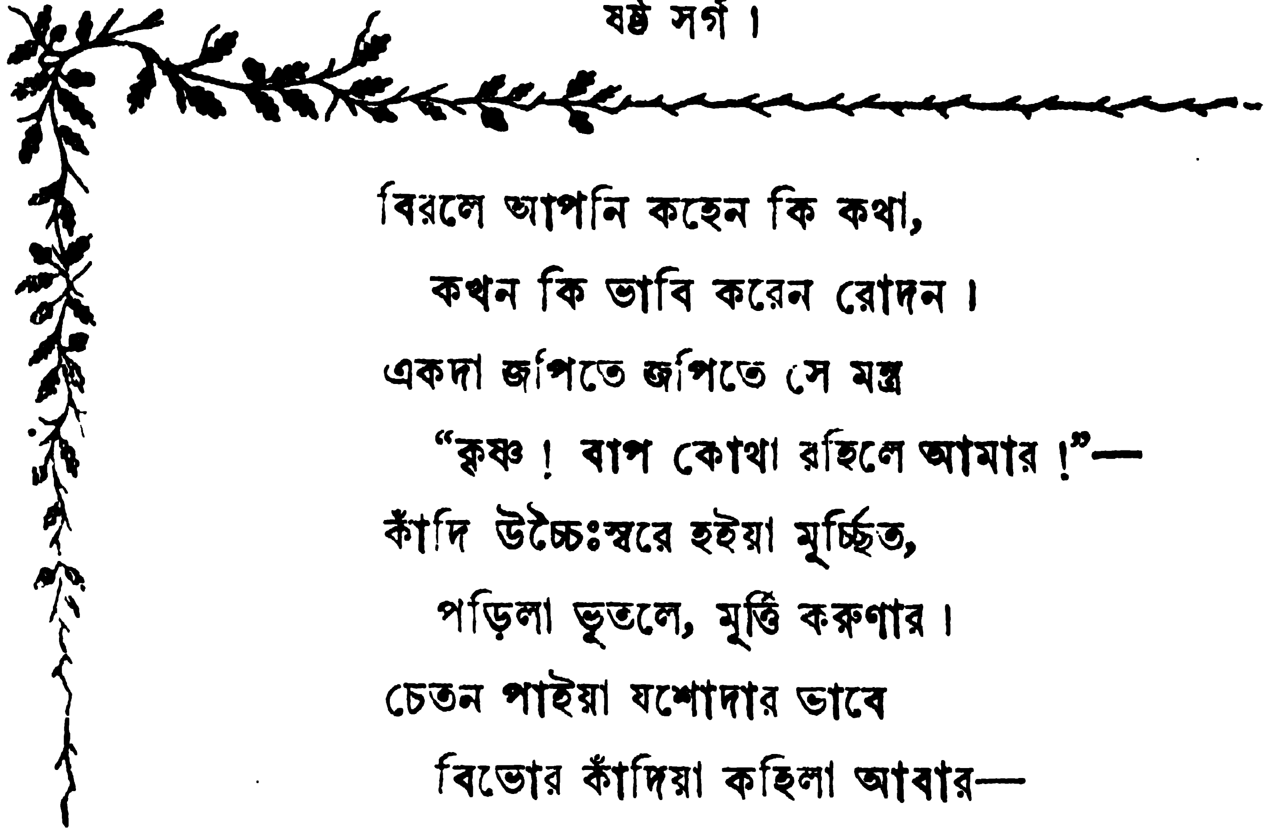
কুঞ্চিত কুন্তল আজানু লম্বিত,
শরীরে লাবণ্য উছলি বয়।
কোমল দর্শন, কোমল চলন,
কোমল মূরতি শান্তি করুণার।
কি নীরব ধৈর্য্য, কষ্ট সহিষ্ণুতা,
ঘুমন্ত নয়নে অধরে আর।
যেন সংসারের সহস্র দাহনে
লুকাবে না সেই ঈষদ হাসি।
যতই পীড়িবে পুষ্পাসব যেন
হৃদয়ের সুধা উঠিবে ভাসি।
দিনে তিনবার করে গঙ্গাস্নান,
ভক্তিভরা ক্ষুদ্র হৃদয় বালার,
যখন বালিকা দেখে শচীমাকে
ভক্তিভরে ভূমে করে নমস্কার।
"বিষ্ণুপ্রিয়া"—আহা কি মধুর নাম,
পিতা সনাতন রাজার পণ্ডিত,
"বিষ্ণুপ্রিয়া"—লক্ষ্মী। আবার কি লক্ষ্মী
বধূরূপে গৃহে হবে অধিষ্ঠিত ?"—
নাইতে নাইতে, ভাবিতেন শচী ;
ভাবিতেন ঘাটে আহ্নিক সময়ে,

বালিকার মুখ চাহিয়া চাহিয়া,
মাতৃস্নেহ পূর্ণ উদ্বেল হৃদয়ে।
বালা বিষ্ণুপ্রিয়া পুত্রবধূ রূপে
আসিলেন গৃহে, আনন্দ অপার।
নির্ব্বাপিত সেই আনন্দের দীপ
শচীর কুটীরে জ্বলিল আবার।
বিবাহান্তে সুখে দম্পতি যুগল
যাইতে 'বাসরে'—ও কি ঝণৎকার!
খেয়েছে উছট দক্ষিণ চরণে;
অঙ্গুলিতে রক্ত ভাসিল বালার।
নিমাই সে ক্ষত চাপিলা চরণে,—
চরণে চরণে কি প্রেম কথা!
বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণে অমঙ্গল ছায়া
অজ্ঞাতে ভাসিল; পাইল ব্যথা।
শচীর আনন্দ ধরে না হৃদয়ে,
হাসির তরঙ্গে যাইছে ভাসি।
হায় মা! হায় মা! জান নাহি তুমি
হাসি অন্তরালে থাকে অশ্রুরাশি।
কই, নিমাইর সে চাঞ্চল্য নাই,
সে আনন্দ ক্রীড়া কিছুই নাই।

সদা অন্যমনা থাকেন নিমাই,
যেন কি ভাবেন, কি যেন চাই।
শচীমাতা চাহে ভাবুক নিমাই
বধূর সে রূপ, চরিত্র বধূর।
নিমাই ভাবেন পূর্ব্ব বঙ্গ ভাব,
ঈশ্বরপুরীর ভাব সুমধুর।
জানেন গিয়াছে গয়া তীর্থে পুরী;
চলিলেন গয়াতীর্থে বিশ্বম্ভর
পিতৃকার্য্য তরে কহিয়া মায়েরে;
হইলেন শচী কাতর অন্তর।
সুন্দর শরত, ভরা ভাগীরথী
তীরে তীরে পথ করি পর্য্যটন,
উপনীত গয়া তীর্থে বহু দিনে
'মন্দার', 'রাজগীর' করিয়া দর্শন।
'বিষ্ণুপদ' চক্ষে দেখিলা নিমাই;
দেখিলা, পলক পড়িল না আর।
স্থির দুনয়ন, মুখে কি পুলক,
বহে নেত্রে ফল্গু ধারা অনিবার।
বিস্মিত স্তম্ভিত রয়েছে চাহিয়া
দর্শক, পূজক, যুবা আত্মহারা;

রয়েছে ঈশ্বর পুরী নিরখিয়া,
 বহে নিভ্ত বক্ষে প্রেম অশ্রুধারা।
পড়িছে নিমাই অবশ অধীর,
 ধরিলা ঈশ্বর পুরী আচম্বিত।
লভিয়া চেতন, পড়িল চরণে
 পুরীর, সুবর্ণ মূর্ত্তি ভূপতিত।
কহিলা কাঁদিয়া—"গয়াযাত্রা মম
 হইল সফল, সফল জনম।
আজি হইলাম শ্রীকৃষ্ণের দাস,
 দেখিলাম আজি কৃষ্ণের চরণ।
হে গোঁসাই! ভব সাগরে ডুবিয়া
 খাইতেছি হাবুডুবু নিরন্তর।
তুমি দয়া কর, পাদপদ্মে তব
 সঁপিলাম মম এই কলেবর।
তুমি কৃপা দৃষ্টি করিয়া আমারে
 দেও দীক্ষা, দেও শিক্ষা কৃষ্ণ নাম!
যেন কৃষ্ণ নাম গাইতে গাইতে,
 করি আমি কৃষ্ণ প্রেম সুধাপান।"
কহিলেন পুরী—"পণ্ডিত! পণ্ডিত!
 যে দিন তোমারে দেখি নদিয়ায়,

সেই দিন চিত্ত জুড়াল আমার,
সেই দিন আমি চিনেছি তোমায়।
মন্ত্র "গোপীজন-বল্লভ" মধুর
দিয়া কর্ণে, প্রেমে দিলা আলিঙ্গন ;
উভয়ের প্রেমে উভয় অধীর ;
উভয়ের নেত্রে প্রেম প্রস্রবণ।
উভয় অবশ ; উভয়ের গলা
ধরিয়া উভয় অর্দ্ধ মূরছিত,
প্রেম অশ্রুধারা ঝরি উভয়ের
উভয়ের দেহ করিছে প্লাবিত !
সে দিন হইতে কুলমান শীলা,
শীলা পাণ্ডিত্যের করি অন্তর্হিত,
ভক্তি ভাগীরথী জন্মি বিষ্ণুপদে
হইলেন হরদ্বারে উপনীত।
সে দিন হইতে পূর্ব্বরাগ বেগে
ছুটিল ভারত করিতে উদ্ধার।
সে দিন হইতে ঐরাবত মত
ছুটিল ভাসিয়া নিমাই আর।
মুখে নাহি কথা, চাহি ঊর্দ্ধপানে
অনিমিষ নেত্রে, বসিয়া কখন,



বিরলে আপনি কহেন কি কথা,
কখন কি ভাবি করেন রোদন।
একদা জপিতে জপিতে সে মন্ত্র
"কৃষ্ণ! বাপ কোথা রহিলে আমার!"—
কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে হইয়া মূর্চ্ছিত,
পড়িলা ভূতলে, মূর্ত্তি করুণার।
চেতন পাইয়া যশোদার ভাবে
বিভোর কাঁদিয়া কহিলা আবার—
"কৃষ্ণ! বাপ আমার! পারি না যে আমি
তোমা বিনে প্রাণ রাখিতে আর।
বহু কষ্টে ধৈর্য্য ছিলাম ধরিয়া
এত দিন, আমি পারি না আর।
আর লুকাইয়া থাকিও না বাপ!
দেখা দিয়া প্রাণ জুড়াও আমার!"
চাহি সঙ্গীগণে কহিলা কাতরে—
"যাও গৃহে; আমি যাব না আর;
কহিও মায়েরে কৃষ্ণ দরশনে,
গেছে বৃন্দাবনে নিমাই তোমার।"
সেই গড়াগড়ি ধূলায় পড়িয়া,
সেই কাতরতা, করুণ রোদন,

অবিশ্রান্ত দুই নয়নের ধারা,—
কাঁদিতে লাগিল দেখি সঙ্গীগণ।
একদা একক রজনীর শেষে,
বৃন্দাবন মুখে ছুটিলা কাঁদিয়া
নাহি বাহ্যজ্ঞান ভাবেতে বিভোর,
সঙ্গীগণ কষ্টে রাখিল ধরিয়া।
কষ্টে সঙ্গীগণ মিলি নদিয়ায়
আনিল, সমস্ত পথেতে অধীর।
দেখে নবদ্বীপ, শ্রীমান, শ্রীবাস,
দেখেন মুরারি নয়ন স্থির—
একি রূপান্তর! সে চাঞ্চল্য নাই;
নাহি সে বিদ্রূপ; কি বিনয় মুখে!
মলিন অধরে কি ঈষদ্ হাসি!
কি যেন কি ভাব উথলিছে বুকে!
অরুণ করুণ সজল নয়ন,
যেন ভাসমান রকত কমল।
ডুবাইয়া তারা চাহে নেত্র ধারা
পড়িতে, লুকায়ে মুছে অবিরল।
মুখে নাহি কথা, সদা অন্যমনা;
কি কহিতে চাহে, কি কথা কহে!

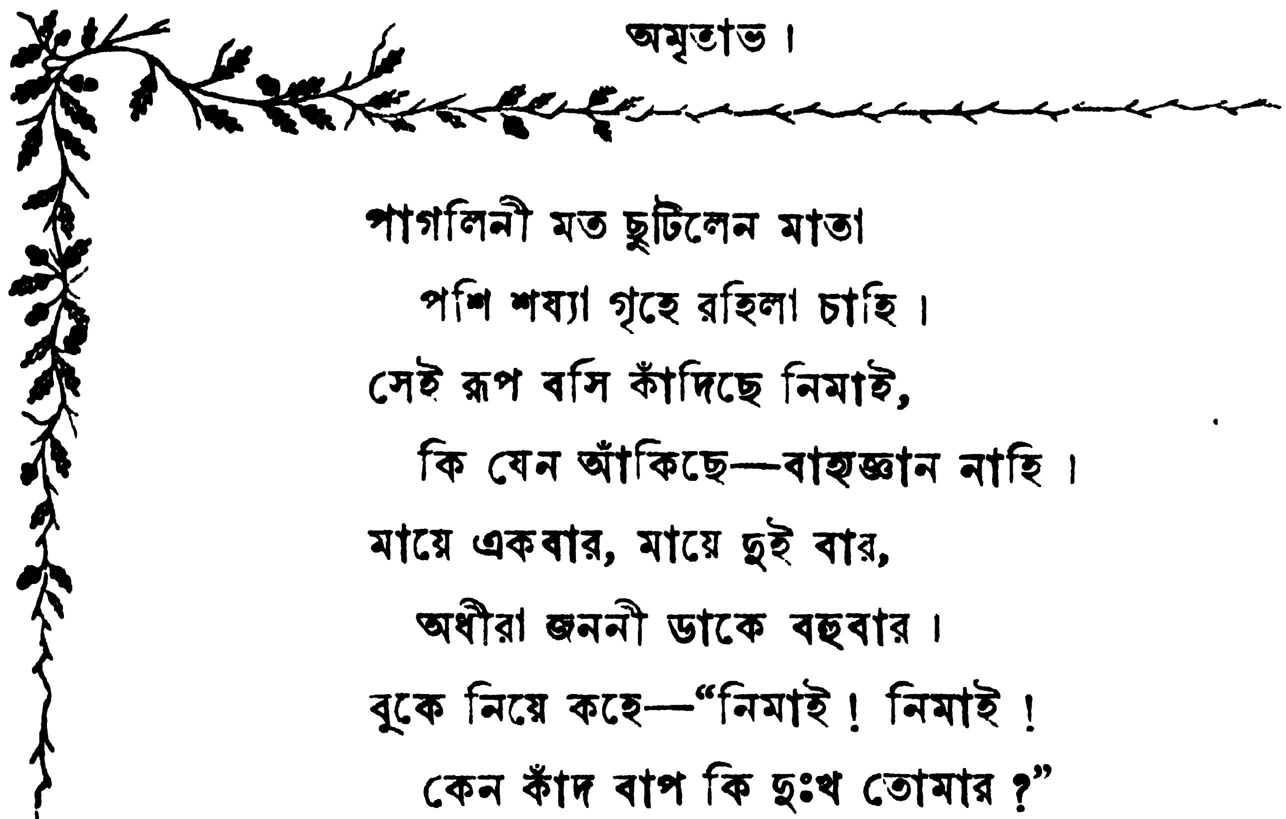
কি যেন কি ভাবে, কি যেন কি দেখে,
সলজ্জ আনত বদনে রহে।
যেন কিশোরীর হৃদয়ে চঞ্চল
নব অনুরাগ হয়েছে সঞ্চার ;
ঘুমন্ত সাগর সলিলে সুনীল
ভাসিয়াছে যেন চন্দ্র দ্বিতীয়ার।
প্রাণের উচ্ছ্বাস চাপিয়া যতনে
করিতে গয়ার মহিমা কীর্ত্তিত,
অন্য তীর্থ কথা কহি, "বিষ্ণুপদ"—
কহিতে, হইলা আবেগে মূর্চ্ছিত।
ছুটিল নয়নে অশ্রুর প্রবাহ,
তিতিয়া বদন তিতিয়া ভূতল।
দেখি সে করুণা, সেই কাতরত',
শ্রীমান শ্রীবাস কাঁদে ভক্তদল।

* * * *

গভীরা রজনী ; বসিয়া শয্যায়
অঝোর নয়নে কাঁদেন নিমাই।
ফুটন্ত কলিকা বালা বিষ্ণুপ্রিয়া
দাঁড়ায়ে কোণায়, নেত্রে নিদ্রা নাই।

নিরখিছে অবগুণ্ঠন হইতে
পতির কাতর করুণ রোদন।
বহিতেছে ধারা নয়নে তাহার
মুছিছে বালিকা অঞ্চলে নয়ন।
ও কি অশ্রুধারা!—গঙ্গা ধারা যেন
বহিছে পতির কপোল বাহি।
এত অশ্রুজল মানব নয়নে
থাকে কি?—ভাবিছে বালিকা চাহি।
বসি অধোমুখে নখাগ্রে শয্যায়
আঁকেন কি যেন অশ্রুতে যতনে।
ঈষদ হাসিয়া—রৌদ্র বরিষায়—
কহেন কি কথা অস্ফুট বচনে।
কেন এ রোদন? করেছে কি বালা
কোনও অপরাধ চরণে তাঁর?
কিছুই ত বালা না পায় ভাবিয়া,
আকুল হইল প্রাণ বালিকার।
নিশ্চয় বালিকা করিয়াছে দোষ,
তাই অভিমান করেছেন স্বামী।
বৃন্তচ্যুত পুষ্প কলিকার মত,
পড়িল চরণে ধরি পা দুখানি।

ত্রস্তে মুছি ছবি, তুলি বালিকায়
  কহে—"ক্ষমা কর ললিতে! আমায়।
কদম্বতলায় সেই শ্যাম রূপ
  দেখিয়াছি শুধু নয়ন কোণায়।
শুধু তব মুখে সেই শ্যাম নাম
  শুনেছি যমুনা ঘাটে একবার;
কাণের ভিতর দিয়া সেই নাম
  পশিয়াছে প্রাণে স্বজনি! আমার।
শুধু নামে যার, শুধু দরশনে,
  ঢালিয়াছে প্রাণে এ সুধা আমার।
কহ সখি! কহ, কহ দয়া করি,
  কেমনে পাইব চরণ তাঁর?"
এ কি কথা হায়! এ কি কাতরতা!
  কিছুই বালিকা বুঝিতে না পারে।
নয়ন মুছিয়া ধীরে ধীরে গিয়া
  করিল আঘাত শচীমার দ্বারে।
"উঠ মা! উঠ মা!" ডাকে বিষ্ণুপ্রিয়া,
  ব্যাকুলা জননী খুলিলা দ্বার।
চরণে পড়িয়া কহিল বালিকা—
  "যাও মা! ও ঘরে, যাও একবার।"



পাগলিনী মত ছুটিলেন মাতা
 পশি শয্যা গৃহে রহিলা চাহি।
সেই রূপ বসি কাঁদিছে নিমাই,
 কি যেন আঁকিছে—বাহ্যজ্ঞান নাহি।
মায়ে একবার, মায়ে দুই বার,
 অধীরা জননী ডাকে বহুবার।
বুকে নিয়ে কহে—"নিমাই! নিমাই!
 কেন কাঁদ বাপ কি দুঃখ তোমার?"
লভিয়া চেতনা, সম্বরি আবেগ,
 কহিলা নিমাই,—"দেখেছি স্বপনে,
মা গো! কি সুন্দর নবীন কিশোর,
 গলে বন মালা, বাঁশরী বদনে।
কিবা নীলিমার মহিমা শ্রীঅঙ্গে,
 কি সুন্দর চূড়া চিকুরে হেলে!
কিবা পীতাম্বর শোভিছে সুন্দর,
 নবঘনে কিবা বিজুলি খেলে!
দেখিয়া সে রূপ এ আনন্দ ধারা
 বহিতেছে—কেন, কিছুই না জানি।
দেখিতে তাহাকে আকুল পরাণ;
 কহ মা! কেমনে দেখিব আমি?"

কহিতে কহিতে আবেগে আবার
পড়িলা মূর্চ্ছিত মায়ের বুকে ।
আছে শচীমাতা, আছে বিষ্ণুপ্রিয়া,
চাহি অশ্রুমুখী, কথা নাহি মুখে ।
ভাগীরথী তীরে দীন ব্রহ্মচারী
থাকে শুক্লাম্বর । তথা পরদিন
কহিতে কহিতে তীর্থের কাহিনী,
আবার হইয়া চেতনা হীন
পড়িতে, ধরিলা কাষ্ঠ খুটি এক ;
ভগ্ন খুটি সহ পড়ি আঙ্গিনায়,
সোণার পুতুলি যায় গড়াগড়ি ;
তোলে ভক্তগণ, করে হায় ! হায় !
কাঁদি গদাধর পড়িলা চরণে ;
কহিলা নিমাই পাইয়া চেতন—
"আজীবন তুমি ভজিলে শ্রীকৃষ্ণ,
গদাধর ! তব সফল জীবন ।
আমার জীবন হইল নিষ্ফল,
পেয়ে কৃষ্ণ আমি হারায়েছি হায় !"
বলিতে বলিতে হইলা অবশ
আবার মূর্চ্ছিত পড়িলা ধরায় ।

হইয়া আবিষ্ট কহিলা নিমাই—
“ছাত্রগণ! আহা কি মধুর নাম!
করুণ মঙ্গল কৃষ্ণ তোমাদের,
এ বিদ্যা শিক্ষায় কিবা প্রয়োজন?
সকল বিদ্যার সার কৃষ্ণনাম,
জীবনের লক্ষ্য তাঁহার চরণ।
সূত্র বৃত্তি কৃষ্ণ, টীকা কৃষ্ণনাম,
আগম, বেদান্ত, কৃষ্ণই দর্শন।
হর্ত্তা কর্ত্তা কৃষ্ণ, কৃষ্ণ পালয়িতা,
ছাত্রগণ! কৃষ্ণ জগতজীবন।
মুগ্ধ অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায়
ছাড়ি কৃষ্ণভক্তি দেয় শিক্ষা আর।
করুণা সাগর, নন্দের নন্দন,
সেবক বৎসল শ্রীকৃষ্ণ আমার।
ছাড়ি কৃষ্ণ ভক্তি, করে অধ্যাপনা
অন্য শাস্ত্র অধ্যাপক যেই জন,
শাস্ত্র মর্ম্ম নাহি জানে, শুধু শাস্ত্র
গর্দ্দভের মত করে সে বহন।
পড়িয়া শুনিয়া মূর্খ সেই জন,
বিদ্যা শিক্ষা তার চিনি বহা সার,

পূর্ণ যেই কৃষ্ণ মহোৎসবে ধরা,
সে উৎসবে নাহি নিমন্ত্রণ তার।
জগতের আদি, অন্ত, মধ্য, কৃষ্ণ,
কৃষ্ণ সর্ব্বকাল, কৃষ্ণ সর্ব্বস্থান ;
কৃষ্ণ পাদপদ্ম ভজ শিষ্যগণ !
শিষ্যগণ সবে গাও কৃষ্ণনাম।"

* * *

যায় এক দিন, যায় দুই দিন,
এই রূপে চলি গেল দশ দিন।
পড়াইতে বসি শুধু কৃষ্ণ কথা,
কহিতে কহিতে চেতনা হীন।
দশম দিবসে লভিয়া চেতন
কহিলা নিমাই কাতর স্বরে,—
"বৎসগণ! যাও ছাড়িয়া আমারে,
যাও অন্য টোলে অধ্যয়ণ তরে।
পড়াইতে বসি দেখি কি সুন্দর
কৃষ্ণবর্ণ শিশু অধরে বাঁশি।
শুনি বংশীধ্বনি হারাই চেতনা,
অজ্ঞাত আনন্দ সাগরে ভাসি।"

ছিল যেই শিষ্য সম্মুখে তাহার,
লয়ে তারে বুকে করুণ প্রাণ
কহিলেন—"গাও! গাও বৎস গাও,
জুড়াইয়া প্রাণ গাও কৃষ্ণনাম!"
কাঁদিছেন গুরু, কাঁদি শিশুগণ
পড়িল চরণে আকুল প্রাণ,
কহে—"গুরুদেব! অধ্যয়ন শেষ,
শিখাও কেমনে গাব কৃষ্ণনাম।"

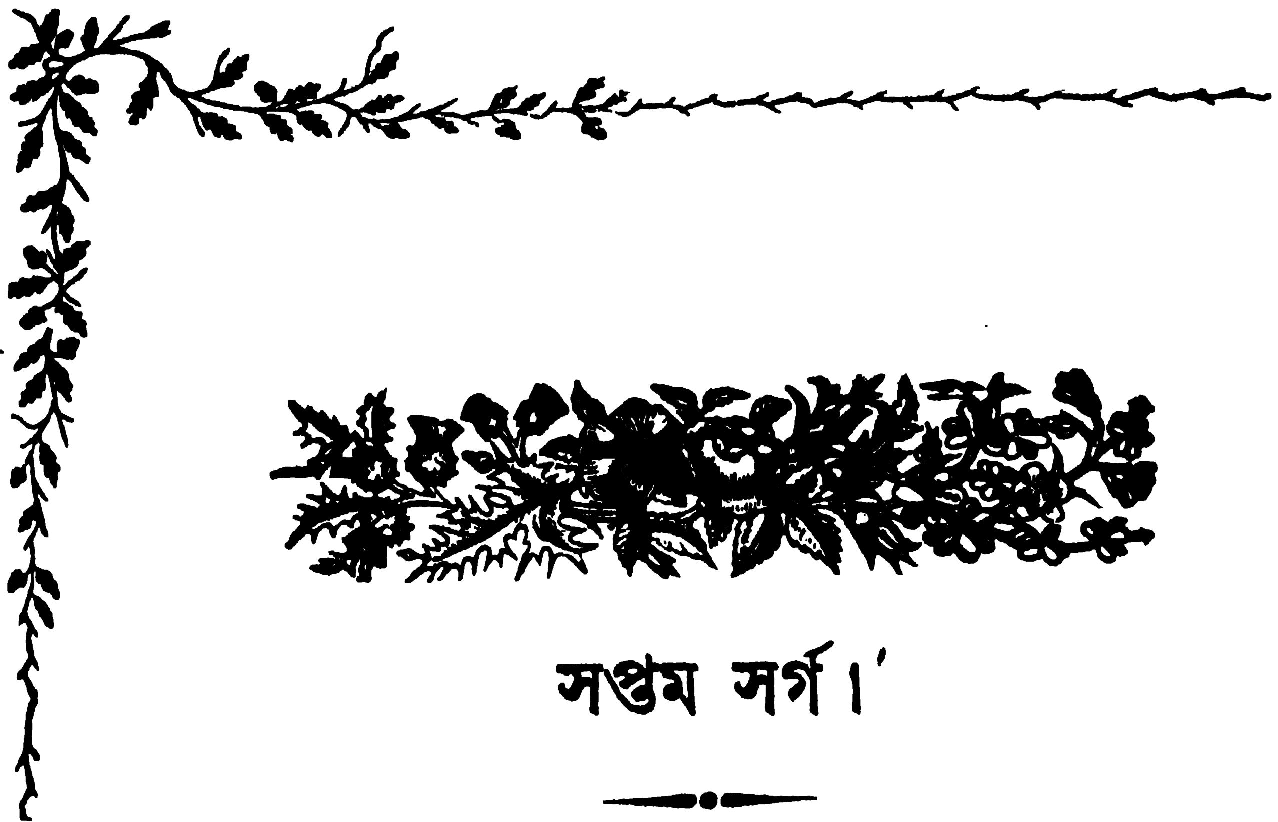
——o——

গীত—কেদার রাগ।

"হরি হরয়ে নমঃ কৃষ্ণায় যাদবায় নমঃ
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন।"
হাত তালি দিয়া গাইছেন গুরু,
হাত তালি দিয়া গায় শিষ্যগণ,
জুড়াতে তাপিত, উঠিল প্রথম
নবদ্বীপে শুভ শ্রীনাম কীর্ত্তন।
ছোটে নবদ্বীপ, ছোটে নরনারী,
শুনি শিশু মুখে নবীন গান,
দেখে গুরু শিষ্য করে গলাগলি,
করে গড়াগড়ি, নাহি বাহ্যজ্ঞান।

স্তম্ভিত দর্শক, স্তম্ভিত নগর,
আবালক বৃদ্ধ স্তম্ভিত সকল,
ভক্তিতে বিস্ময় মিলাইল ধীরে,
করিল প্রণাম নয়ন সজল।
চারি শত বর্ষ গত,—অশ্রুজলে
করিছে প্রণাম আজি এই দীন।
তব শিষ্যরূপী শিশু পুত্র তার,
আজি নির্ব্বাসনে পরীক্ষাধীন।
গুরুরূপে শিশু হৃদয়ে তাহার,
আজি দয়াময়! হ'য়ে অধিষ্ঠিত,
কর শেষ আজি অধ্যায়ন তার;
কর তব নামে, কার্য্যেতে দীক্ষিত।






সপ্তম সর্গ।

মহা প্রকাশ।

এই রূপে বিষ্ণুপদে কৃষ্ণ প্রেম ভাগীরথী
গয়ায় জন্মিয়া সুরধনী,
ভেদি শাস্ত্র হিমাচল, ছয় শৃঙ্গ দর্শনের ;
প্রক্ষালিয়া পতিত পাবনী
নির্ম্মম তন্ত্রের তপ্ত জীব শোণিতের পঙ্ক ;
ভাসাইয়া শৈল অবরোধ
স্মৃতির বিদ্বেষ দৃঢ়, আচারের ভস্মরাশি,
স্বার্থ-পূর্ণ পাণ্ডিত্য নির্ব্বোধ ;
ছুটেছিল সিন্ধুমুখে, সঙ্কীর্ত্তন কলকলে,
হরিনাম ঘোষি 'হরিদ্বার' ;

পুণ্ডরীক প্রেমধারা, ভোগবতী 'ভোগমতী'
বহি হৃদে পুণ্য উপহার।
মিলিল তাহাতে ক্রমে নিত্যানন্দ প্রেমধারা,
নিরমল ধারা যমুনার ;
হরিদাস প্রেমধারা, দীনা শীর্ণা সরস্বতী ;—
করি প্রেম-ত্রিবেণী সঞ্চার।
উত্তাল তরঙ্গ ভঙ্গ নবদ্বীপে প্রেমগঙ্গা
ছুটিলেন উচ্ছ্বাসে বন্যার,
সাগরের তীর বাসী পতিত সগর বংশ
ভস্মীভূত, করিতে উদ্ধার।
শ্রীবাসের আঙ্গিনায় উঠিল কীর্ত্তন ধ্বনি,
উঠিল শচীর আঙ্গিনায়,
দ্বিগুণ উচ্ছ্বাস ভরা, টলমল নবদ্বীপ,
শান্তিপুর, প্রেমের বন্যায়।
নিমায়ের দুইভাব—ভক্ত ভগবান ভাব,—
ফুটিয়া উঠিছে দিন দিন,
কভু ভগবান ভাব, ঐশ্বর্য্য পূর্ণিত দেহ,
ভক্ত ভাব কভু দীনহীন।
যারে চাহে ভাবাবেশে দেয় প্রেমে গড়াগড়ি,
যারে করে কর পরশন

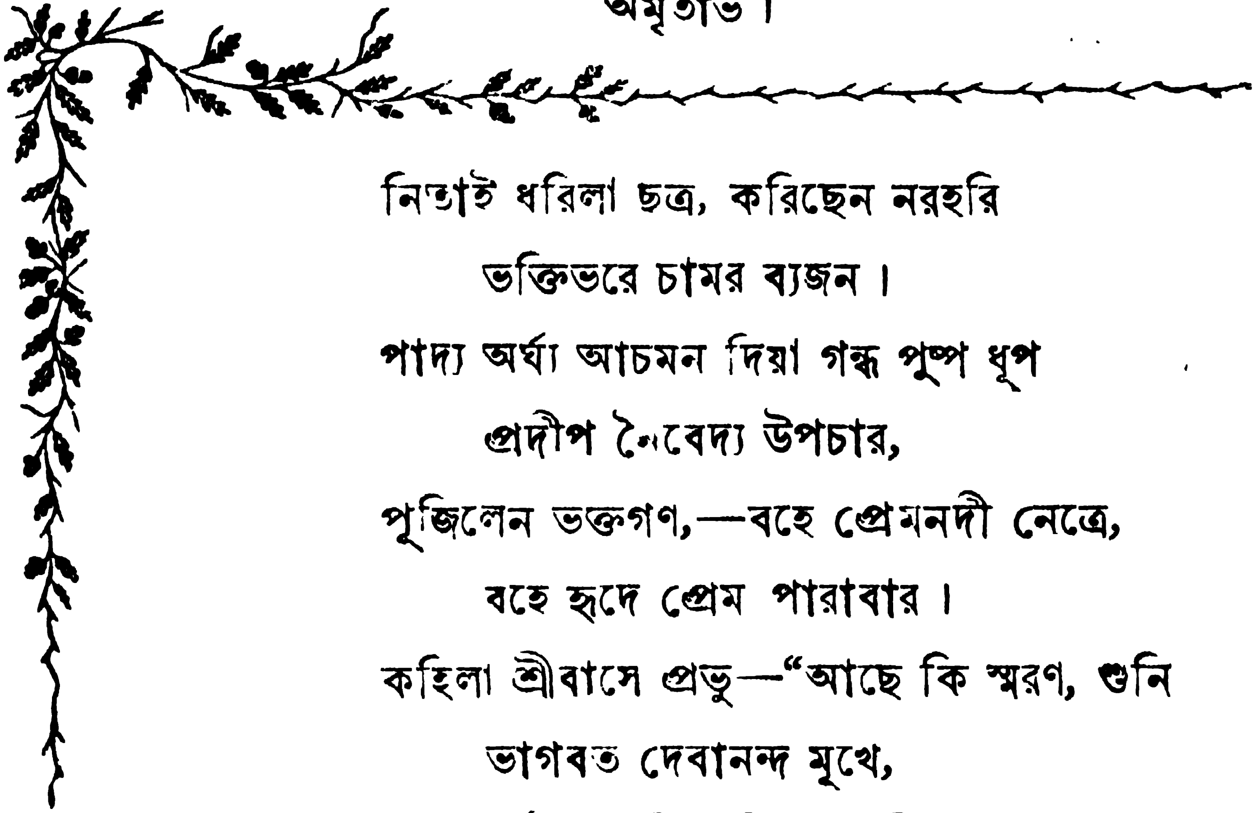
মূর্চ্ছিত তাড়িতাহত পড়ে পদাম্বুজে প্রেমে,
নাচে করি অশ্রু বরিষণ।
কাঁদি কহে গদাধর—"সকলে পাইল প্রেম,
প্রভু! আমি অতি নরাধম ;
কর দয়া!" প্রভু কহে—"তুমি কাল পাবে প্রেম,
গঙ্গাস্নান করিবে যখন।"
পরদিন গঙ্গাস্নান করি নাচে গদাধর,
"পাইলাম, পাইলাম"—বলি।
সবিস্ময় নরনারী দেখে—কাঁদি গদাধর
নেচে নেচে যাইতেছে চলি।
একদা আচার্য্য কহে—"দেখিলেন নিত্যানন্দ!
দেখাও শ্রীকৃষ্ণ একবার!"
কহিলা হাসিয়া প্রভু—"কেমনে দেখাব আমি ?
দেখ কৃষ্ণ হৃদয়ে তোমার।"
আচার্য্য মুদিয়া নেত্র আনন্দে বসিলা ধ্যানে,
রহিলেন ধ্যানে কিছুক্ষণ।
বহিয়া কপোল তাঁর বহিতেছে প্রেমধারা,
পুলকিত কি প্রেমে বদন!
আচার্য্য নয়ন মেলি রহিলেন চাহি স্থির
নিমায়ের পানে অপলক।

জিজ্ঞাসে শ্রীবাস তাঁরে—"কহ কি দেখিলে প্রভু!
কেন এই আনন্দ পুলক ?"
কহিলা আচার্য্য স্থির—"কি আর দেখিব বল ?
দেখিলাম, মুদিলে নয়ন,
ইনি কৃষ্ণরূপে মম পশিলেন হৃদয়েতে,
পূর্ণচন্দ্র সলিলে যেমন।"
হাসিয়া কহেন প্রভু—"নয়ন মুদিয়া তুমি
নিদ্রায় কি দেখিলে স্বপন ;
হইলাম আমি দোষী ? এমন অন্যায় কথা
বল পুনঃ ত্যজিব জীবন।"
কহিলা অদ্বৈত হাসি—"কেন আর প্রবঞ্চনা
কর প্রভু! আমাদের সনে।
শ্রীবাস অদ্বৈতে বলকতই বঞ্চিবে আর ?
দেও প্রেম আমরা দুজনে।"
ভক্তভাবে আত্মহারা ছুটিলেন বিশ্বম্ভর।
ঝাঁপ দিয়া পড়িলা গঙ্গায়।
পশ্চাতে ছুটিয়া বেগে নিত্যানন্দ হরিদাস,
পড়িলেন কাঁদি উভরায়।
নিত্যানন্দ ধরি কেশ, হরিদাস দুচরণ,
তুলিলেন স্বর্ণ মূর্ত্তি তীরে,

বিশ্বম্ভর অচেতন; ভক্তগণ মর্ম্মাহত;
সেবিতেছে ভাসি অশ্রুনীরে।
জাগিয়া কহেন প্রভু—"আমায় তুলিলে কেন?
আমার যে মরণ মঙ্গল।"
"কেন চাহ মরিবারে?"—নিত্যানন্দ কহে ক্রোধে,
"মর তুমি, মরিব সকল।"
কহেন কাতরে প্রভু—"কোথা পাব প্রেম আমি?
প্রেমহীন কঠিন পাষাণ।
রাখিব জীবন যদি শ্রীপাদ তোমরা বল
আমাকে করিবে প্রেম দান।
সকলে প্রতিজ্ঞা কর, আমি কৃষ্ণ—হেন কথা
আনিবেনা মুখে কদাচন।"
অশ্রুতে সৈকত বালি সিক্ত করি, সকলের
পদধূলি করিলা গ্রহণ।
ক্রমে ভগবান ভাব বাড়িতেছে দিন দিন,
ভাবাবিষ্ট প্রহর প্রহর
থাকেন নিমাই কভু, রহিলা প্রহর সপ্ত
একদিন শ্রীবাসের ঘর।
সঙ্কীর্ত্তনে ভাবাবেশে বসিয়া বিষ্ণুর খাটে
কহিলেন—"কর অভিষেক!"

সপ্তম সর্গ।

দেখিলেন ভক্তগণ, ঝলসিছে গৌরদেহে
কি উজ্জ্বল দিব্যালোক এক।
নাই ভক্ত ভাব আর, ঐশ্বরিক মহাভাবে
ভাবাবিষ্ট যোগস্থ নিমাই ;
নাহি সেই নর দেহ, নাহি সেই নর ভাব,
নিমাই—নিমাই আর নাই।
জ্যৈষ্ঠের পূর্ব্বাহ্ন প্রভা পরাভবি কিবা জ্যোতি
করিয়াছে গৃহ আলোকিত!
কি জ্যোতি নয়নে ভাসে! কি জ্যোতি বদনে হাসে!
কিবা জ্যোতি অঙ্গে তরঙ্গিত!
ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ আনি সুরধনি বারি,
পড়ি মন্ত্র করিলা সেচন,
মুকুন্দ আনন্দে গায় অভিষেক সুমঙ্গল,
হুলুধ্বনি করে নারীগণ।
পরায় কৌষিক বাস, কৌষিকের পীতধড়া,
শিরে পুষ্পমালা মনোহর ;
চাঁচর বেণীতে শোভে পুষ্পে চূড়া মনোহর ;
কর্ণে পুষ্প কুণ্ডল সুন্দর।
অঙ্গে অঙ্গে পুষ্পহার, ললাটে চন্দন চিত্র,
সর্ব্ব অঙ্গে চিত্রিত চন্দন।



নিতাই ধরিলা ছত্র, করিছেন নরহরি
ভক্তিভরে চামর ব্যজন।
পাদ্য অর্ঘ্য আচমন দিয়া গন্ধ পুষ্প ধূপ
প্রদীপ নৈবেদ্য উপচার,
পূজিলেন ভক্তগণ,—বহে প্রেমনদী নেত্রে,
বহে হৃদে প্রেম পারাবার।
কহিলা শ্রীবাসে প্রভু—"আছে কি স্মরণ, শুনি
ভাগবত দেবানন্দ মুখে,
বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলে ধরণী তলে,
অশ্রুধারা ঝরিতেছে বুকে।
হাসিল পড়ুয়াগণ তোমাকে টানিয়া ল'য়ে
কৌতুকে মিলিয়া ছাত্রগণ,
ফেলিল বাহির দ্বারে ; হাসিলেন দেবানন্দ ;
গুরু যথা শিষ্যও তেমন।
পাইয়া পরম দুঃখ, আসিয়া আলয়ে তব,
মন দুঃখে বসিয়া বিরলে,
আরবার ভাগবত আপনি পড়িলে তুমি,
ধরাতল তিতি অশ্রুজলে।
হৃদয়ে বসিয়া তব, দিলাম সান্ত্বনা আমি,
প্রেমানন্দে করি উচ্ছ্বসিত।"

বিস্মিত শ্রীবাস শুনি, পড়িলেন ভাবাবেশে
ধরাতলে হইয়া মূর্চ্ছিত।
কহিলেন গঙ্গাদাসে—"আছে কিহে মনে তব !
রাজ ভয়ে করি পলায়ন,
নিশি হইতেছে শেষ, নাহি খেয়াঘাটে তরী ;
কাঁদিতে লাগিলে ভীত মন।
ভাবিলে যখন আসি ছোঁবে তব পরিবার,
জাতি নাশ করিবে তোমার !
সঙ্কল্প করিলে মনে, প্রভাতে জাহ্নবী গর্ভে
প্রবেশিবে সহ পরিবার।
বিপদ ভঞ্জন হরি ! রক্ষা কর এ বিপদে !—
ডাকিলে আমায় বার বার।
আসিল তরণী মাঝি, কাঁদিয়া কহিলে ডাকি—
রক্ষা কর জাতি মানধন !
করিলাম গঙ্গাপার। আছে কিহে মনে তব ?"
গঙ্গাদাস মূর্চ্ছিত তখন।
এইরূপে ভক্তগণে অতীত জীবন কথা—
কহিলেন হাসিয়া হাসিয়া,
দিবস হইল শেষ আসিল নিদাঘ সন্ধ্যা,
শঙ্খ ঘণ্টা উঠিল বাজিয়া

মন্দিরা মৃদঙ্গ সহ ; জ্বালাইয়া ধূপ দীপ,
করিল আরতি ভক্তগন।
বামাগণ হুলুধ্বনি করিতেছে ঘন ঘন,
করি পূর্ণ সায়াহ্ণ গগন।
প্রেমে আত্মহারা সবে, সবার বিশ্বাস দৃঢ়,
সম্মুখে বসিয়া ভগবান।
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়াগড়ি যায়,
কেহ পড়ি নাহি বাহ্যজ্ঞান।

হাসিয়া কহিল প্রভু—"পটুয়া শ্রীধরে আন,
বড় দুঃখে ডাকে সে আমায়।"
দেখে গিয়া ভক্তগণ, শ্রীধর জাগিছে নিশি,
"কৃষ্ণ! কৃষ্ণ!" ডাকি উভরায়।
আসিলে শ্রীধর, প্রভু কহিলা ঈষদ হাসি,—
"বড় দুঃখ পেয়েছ শ্রীধর!
তোমার খোলার অন্ন, তোমার হস্তের দ্রব্য,
খাইয়াছি আমি নিরন্তর।
কতই তোমার সঙ্গে করিয়াছি কাড়াকাড়ি,
করিয়াছি কতই কোন্দল।

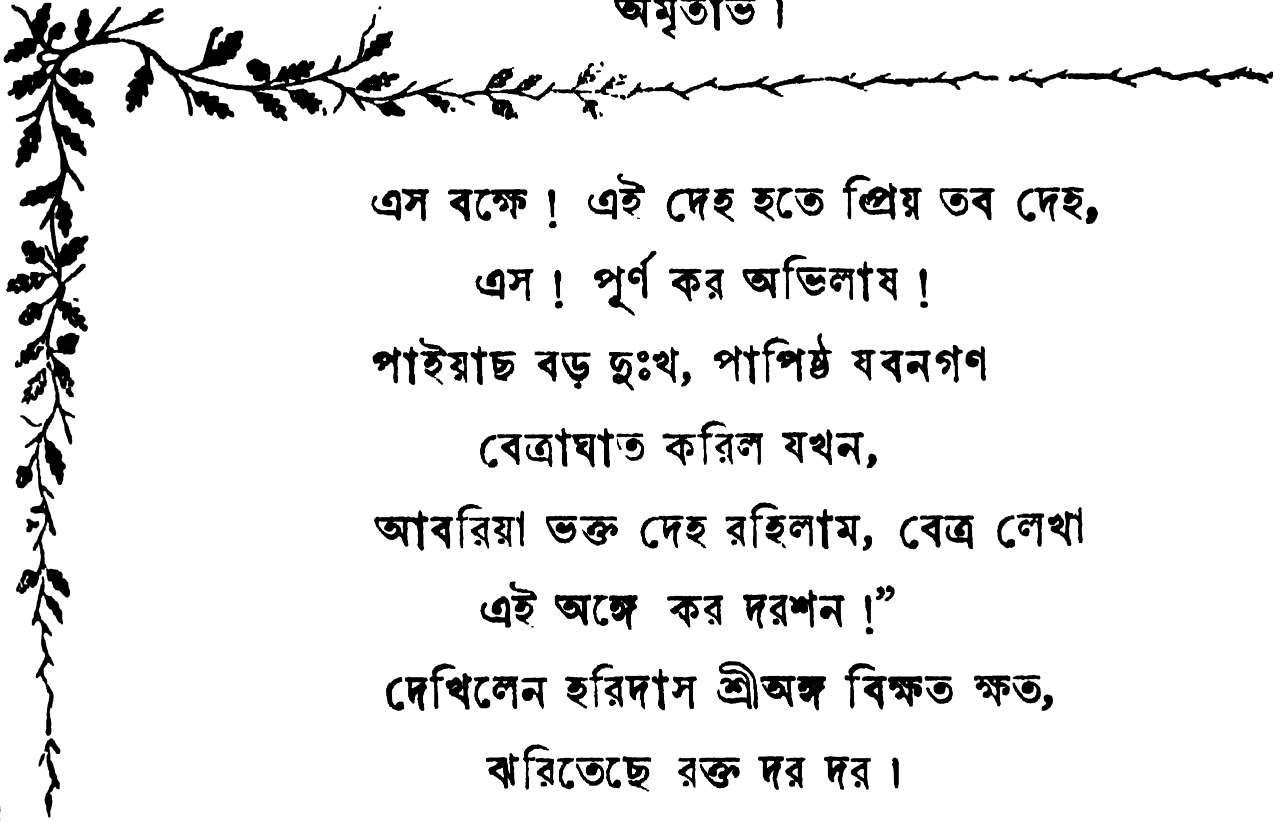
শ্রীধর ! আমার রূপ কর আজি দরশন !”
প্রেমানন্দে শ্রীধর বিহ্বল
চাহি মাথা তুলি দেখে, নাহি আর বিশ্বম্ভর,
শ্যামল তমাল মনোহর
তমাল তলায় কৃষ্ণ, করেতে মোহন বাঁশি,
শিখি পুচ্ছ চূড়া কি সুন্দর !
বাজে কি মধুর বাঁশি। পড়িল বিহ্বল প্রেমে
পদতলে শ্রীধর মূর্চ্ছিত।
প্রভু কহে—“উঠ ! উঠ !” শ্রীধর পাইল জ্ঞান,
প্রভু কহে—“গাও স্তুতি গীত।”
শ্রীধর কাঁদিয়া কহে—“মূর্খ খোলাবেচা আমি ;
কিবা স্তুতি করিব তোমায় ?”
প্রভু কহে—“কর স্তুতি, করিবেন সরস্বতী
শ্রীধরের জিহ্বাগ্রে বিহার।”
বহিল শ্রীধর কণ্ঠে কিবা উচ্চ স্তুতি ধারা,
গোমুখীর ধারা অবিরল ;
হইল বিস্মিত সব, স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্য
হইলেন বিস্ময় বিহ্বল।
আনন্দে কহিলা প্রভু—“শ্রীধর কি চাহ বর ?
দিব আজি অষ্ট সিদ্ধি বর।”

কহিলা শ্রীধর—"প্রভু! আর ভাঁড়াইতে তুমি
 পারিবে না দরিদ্র শ্রীধর।"
প্রভু কহে পুনঃ পুনঃ—"চাহ বর চাহ বর!
 শ্রীধর কহিল—"দেও বর!
যে ব্রাহ্মণ নিল কাড়ি আমার খোলার অন্ন,
 করিল কোন্দল নিরন্তর,
জন্মে জন্মে সে ব্রাহ্মণ হবে মম প্রাণনাথ;
 জন্মে জন্মে পাদপদ্ম তার,
হবে শ্রীধরের প্রভু।" শ্রীধরের বক্ষ বাহি
 বহিতেছে ধারা বরিষার।
হাসিয়া কহিলা প্রভু—"শ্রীধর সাম্রাজ্য এক,
 করিব তোমায় আমি দান।"
শ্রীধর কাঁদিয়া কহে—"নাহি চাহি রাজ্যধন,
 দেও বর গাব তব নাম।"

মুরারিকে ডাকি প্রভু কহে—"দেখ রূপ মম!"
 তাহার উপাস্য রঘুনাথ,
মুরারি বিস্ময়ে দেখে নবদূর্ব্বাদল শ্যাম
 রামমূর্ত্তি ধনুর্ব্বাণ হাত।

মুরারি মূর্চ্ছিত পড়ি কাঁদিতেছে ধরাতলে,
প্রেমে শুষ্ক কাষ্ঠ করি দ্রব।
কহিলা করুণ প্রভু—"মুরারি! মুরারি! উঠ,
চাহ বর অভিমত তব।"
মুরারি কাঁদিয়া কহে—"নাহি চাহি অন্য বর
কর প্রভু! এই বর দান!
জন্মে জন্মে মুরারির তুমি প্রভু, আমি দাস,
গাই যেন তবগুণ গান।
যেখানে যেভাবে জন্ম হউক আমার, প্রভু!
তব স্মৃতি থাকে যেন মনে,
জন্মে জন্মে তব দাস, হইবে যাহারা যথা,
থাকি যেন তাহাদের সনে।
'তুমি প্রভু, আমি দাস'—ইহা না হইবে যথা,
এই সত্য কর প্রভু! আর,
না ফেলিবে সেইখানে তব দাস মুরারিকে,
তথা জন্ম হইবে না তার।"

মুরারি শ্রীধর কাঁদে পড়িয়া চরণ তলে,
প্রভু কহে—"এস হরিদাস।



এস বক্ষে! এই দেহ হতে প্রিয় তব দেহ,
এস! পূর্ণ কর অভিলাষ!
পাইয়াছ বড় দুঃখ, পাপিষ্ঠ যবনগণ
বেত্রাঘাত করিল যখন,
আবরিয়া ভক্ত দেহ রহিলাম, বেত্র লেখা
এই অঙ্গে কর দরশন!"
দেখিলেন হরিদাস শ্রীঅঙ্গ বিক্ষত ক্ষত,
ঝরিতেছে রক্ত দর দর।
কাঁদি উচ্চে হরিদাস পড়িলা ধরণী তলে,
শ্বাস শূন্য স্থূল কলেবর।
প্রভু কহে—"উঠ! উঠ! দেখ তব প্রিয় রূপ!"
হরিদাস পাইয়া চেতন,
দেখিলা বিস্ময়ে চাহি—নীল মণিময় কান্তি
কিবা রূপ মদনমোহন!
মহাবেশে হরিদাস, না পারে থাকিতে স্থির,
কহে কাঁদি—"বাপ বিশ্বম্ভর!
তুমি জগতের নাথ, কর কৃপা পাতকীরে,
মহাপাপী এ তব কিঙ্কর।
নির্গুণ যবন আমি সর্ব্বজাতি বহিষ্কৃত,
আমি সর্ব্বজনের ঘৃণিত,

আমাকে দেখিলে পাপ, পরশিলে গঙ্গাস্নান,
কি বুঝিব তোমার চরিত ?
এক সত্য করিয়াছি, যেই জন প্রভু ! তব
পাদ পদ্ম করিবে স্মরণ,
কীট তুল্য হয় যদি, না ছাড়িব আমি তারে,
আমি তার পূজিব চরণ।
ছুঁইব চরণ তব, নাহি সে তপস্যা মম,
দেখিতেও নাহি অধিকার,
বড়ই পতিত আমি, পতিত পাবন তুমি,
এক ভিক্ষা চরণে তোমার।"
প্রভু কহে—"হরিদাস ! নিশ্চয় জানিও তব
যেই জাতি, সে জাতি আমার।
তোমার আমার দেহ উভয় অভিন্ন এক ;
এক জল বিভিন্ন আকার।
যা' কিছু আমার আছে, সকলি ভক্তের মম,
হরিদাস ! সকলি তোমার।
বল বৎস ! বল তুমি, কি চাহ, তোমার কাছে
নাহি কিছু অদেয় আমার।"
কি দেখিবে হরিদাস, নেত্রধারা অবিরল
বহিতেছে, দেখিবে কেমনে ?

কি চাহিবে হরিদাস, প্রেম বাষ্পে রুদ্ধ কণ্ঠ !
হরিদাস পড়িল চরণে ।
অতি কষ্টে হরিদাস কহে—"বড় ক্ষুদ্র আমি,
কিন্তু প্রভু ! বড় আশা মম ।
তব ভক্ত যেইজন তাহার পাত্রের শেষ
হয় যেন মম আকিঞ্চন ।
চাহিব তোমার পদ নাহি সে যোগ্যতা মম,
মহা অপরাধ ভাবি মনে,
হে প্রভু ! হে নাথ মম ! বাপ মম বিশ্বম্ভর,
এই ভিক্ষা চাহি শ্রীচরণে—
এই কৃপা কর বাপ ! মহাপাপী হরিদাস,
জন্মে জন্মে জন্ম জন্মান্তরে,
পতিত পাবন বাপ ! রাখিবে তাহারে তুমি
কুকুর করিয়া ভক্ত ঘরে ।"
প্রেমাশ্রুতে দরদর ভাসিছে নীলাব্জ নেত্র,
কহে প্রভু—"শুন হরিদাস !
দিবসের মুহূর্ত্তেক, যেই মহা ভাগ্যবান
করিবে তোমার সঙ্গে বাস,
যেই ভাগ্যবান সঙ্গে তিলার্দ্ধেক কবে কথা,
নিশ্চয় সে পাইবে আমায়,

তোমাকে যে করে শ্রদ্ধা, সে শ্রদ্ধা আমায় করে
আমি তার, যে পারে তোমায় ।”

তখন অদ্বৈতে চাহি কহিলা হাসিয়া প্রভু—
“হে আচার্য্য ! তোমার সমান
কে আছে জগতে ভক্ত ? পড় তুমি গীতা নিত্য,
কর ব্যাখ্যা ভক্তি মুগ্ধ প্রাণ ।
যদি কোনো শ্লোকে তুমি নাহি পাও ভক্তিতত্ত্ব ;
শোকে তুমি কর উপবাস ।
পাই বড় দুঃখ আমি, বুঝাই সে ভক্তিতত্ত্ব,
তব চিত্তে হইয়া প্রকাশ ।”
কত স্বপ্ন গুপ্ত কথা এরূপে কহিয়া প্রভু,
কহিলা—“আচার্য্য লও বর ।”
আচার্য্য মূর্চ্ছিত হ’য়ে পড়িলেন ধরাতলে,
“উঠ ! উঠ !” কহে বিশ্বম্ভর ।
আচার্য্য উঠিয়া কহে, অশ্রুধারা দুনয়নে,—
“কি বর চাহিব আমি আর ?
মূর্খ নীচ দরিদ্রেরে কর কৃপা কৃপাময় !
কর প্রেমে পতিত উদ্ধার !”

মুকুন্দ বাহিরে বসি কাঁদিতেছে অবিরল,
কহিলেন শ্রীবাস কাতরে—
"সকলে পাইল কৃপা, মুকুন্দ তোমার প্রিয়,
কাঁদিতেছে তব কৃপা তরে।"
প্রভু কহে—"হেন কথা আনিও না মুখে কেহ,
কেহ নাহি কহিও আমারে।
চেন নাই মুকুন্দেরে, ক্ষণে দন্তে তৃণ লয়,
চাটগেঁয়ে ক্ষণে লাঠি মারে।
যখন যেখানে যায়, কহে সেই মত কথা,
সেই রূপে তথা মিশে যায়।
গেলে অদ্বৈতের কাছে, ভক্তিতে বাশিষ্ঠ পড়ে
তৃণ দন্তে করি নাচে গায়।
গেলে অন্য সম্প্রদায় নাহি মানে ভক্তিযোগ,
লাঠি মারে আমার মাথায়;
এমন কপটাচারী, এই তৃণ-লাঠিয়াল
না পাইবে দেখিতে আমায়।"
মুকুন্দ ভাবিল মনে প্রভু জানিয়াছে সব,
গুরু অপরাধী আমি হায়!
না পারি করিতে আমি ভক্তিযোগে চিত্ত স্থির,
এই দেহ ত্যজিব গঙ্গায়।

কান্দিয়া শ্রীবাসে কহে—"জিজ্ঞাস প্রভুকে আমি
কখনো কি পাব দেখা তাঁর ?"
ক্রোধে গরজিয়া প্রভু কহিলেন—"পাবে দেখা
যদি কোটি জন্ম হয় আর।"
"পাইব—পাইব"—বলি মুকুন্দ দুবাহু তুলি
নাচিতেছে আনন্দে বিহ্বল।
প্রভু কহে হাসি হাসি—"আন মুকুন্দেরে কাছে",
আনে ধরে পার্শ্বস্থ সকল।
মুকুন্দ বিস্ময়ে দেখি বিরাট পুরুষ রূপ,
পড়িল চরণে জ্যোতির্ম্ময়।
হাসি হাসি কহে প্রভু—"মুকুন্দ তোমার কাছে
হইলাম আমি পরাজয়।
অতুল বিশ্বাসে তব, অসীম ভক্তিতে আর,
আজি তুমি কিনিলে আমায় ;
করিয়াছি পরিহাস, তুমি প্রিয়তম মম
বাস মম তোমারি জিহ্বায়।
আমার গায়ক তুমি ; আমার করের বাঁশি ;
তব কণ্ঠ বর্ষে নিরন্তর,
প্রেম ভক্তি সুধা ধারা, গোমুখীর ধারা মত,
দ্রব করি পাষাণ অন্তর।

যেইখানে গাও তুমি, অবতীর্ণ হই আমি
সেই খানে কণ্ঠেতে তোমার ;
সঙ্গীতের আকর্ষণে হয় যথা অলক্ষিত
হৃদয়েতে ভাবের সঞ্চার।
যখন যখন হবে পাপপূর্ণ ধরাতলে
যুগে যুগে মম অবতার,
তখন তখন তুমি মুকুন্দ মধুর কণ্ঠ
হবে তুমি গায়ক আমার।"

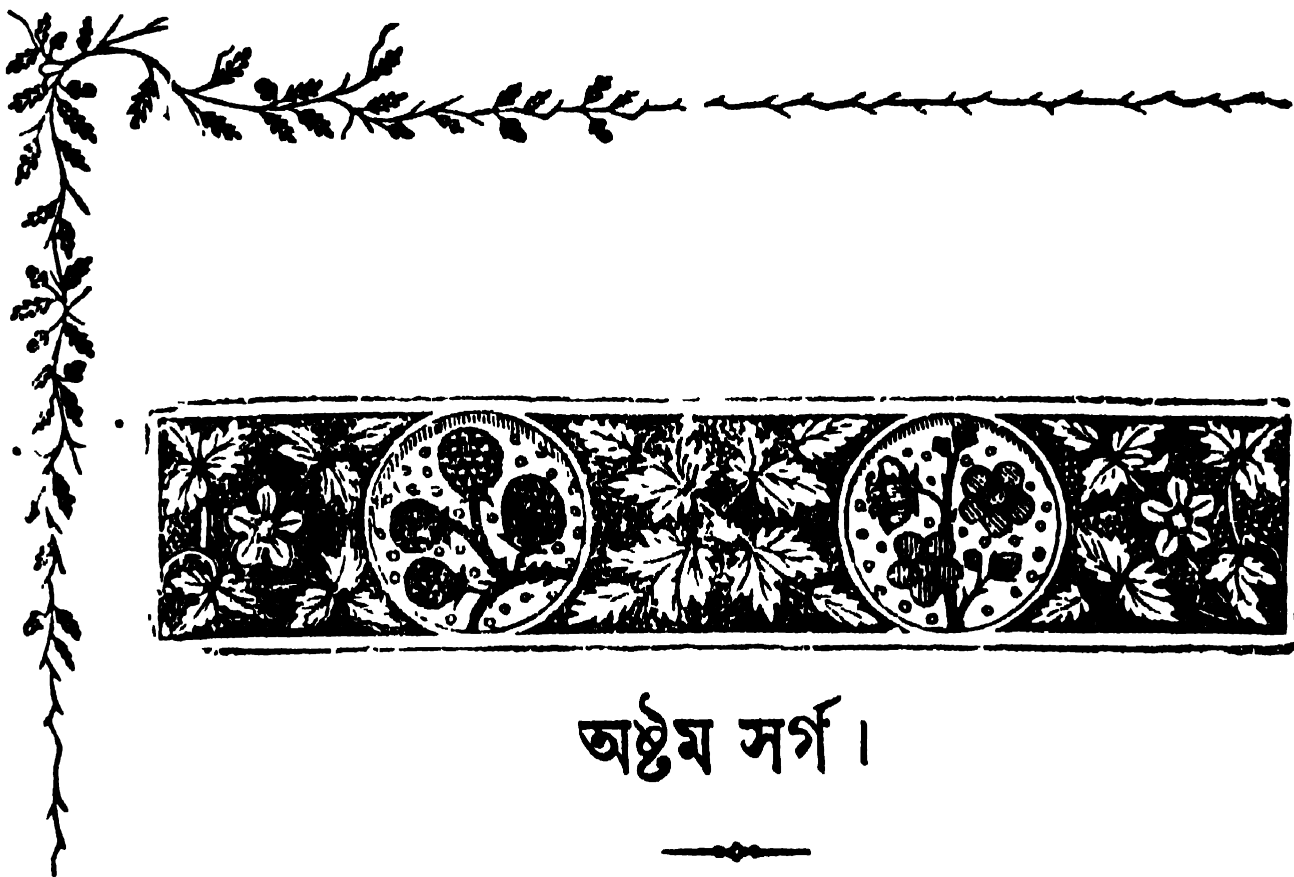
মুকুন্দ মধুর কণ্ঠ ! তোমার স্বদেশী আমি,
দিয়া সুধা কণ্ঠের তোমার,
এই শুষ্ক কবিতায়, কৃপা করি দেও তুমি
প্রভুর চরণে উপহার।
জীবন সন্ধ্যার শেষে দূর ঐরাবতী তীরে,
কঠিন সংসার মরুময়,
কঠিন শিলার সম পরিবৃত পরিবারে
নিরমম কঠিন হৃদয়,
হিংসা কৃতঘ্নতা বাণে হৃদয় বিক্ষত ক্ষত,
হৃদ্ রক্ত বহিছে ধারায় ;

মন্দির ও তালপূর্ণ ব্রহ্ম দেশে বসি স্বর্গ
'অমিতাভ' মন্দির ছায়ায়,
নির্ম্মল পুত্রের মুখ লইয়া আনন্দে বুকে,
'অমৃতাভ' পবিত্র প্রকাশ
দেখিতেছি, শুনিতেছি মুকুন্দ! তোমার কণ্ঠে,
মুকুন্দের বাঁশরি উচ্ছ্বাস।
মুকুন্দ মধুর কণ্ঠ! তোমার স্বদেশী আমি,
দিয়া সুধা কণ্ঠের তোমার
এই শুষ্ক কবিতায়, কৃপা করি দেও তুমি
প্রভুর চরণে উপহার!
এই রূপে যে মন্ত্রের উপাসক যেই জন,
সেই দেখে উপাস্য তাহার;
পড়িয়া চরণ তলে মাগে অনুরূপ বর,—
দুনয়নে ধারা বরিষার।

পোহাল সুখের নিশি, মূর্চ্ছিত হইয়া প্রভু
পড়িলা ধরায় অচেতন।
রহিলেন বহুক্ষণ, নাহি জীবনের চিহ্ন;
চিন্তিত হইল ভক্তগণ।

করিলে কীর্ত্তন সবে, নিমাই মেলিলা আঁখি,
উঠিলেন যেন স্বপ্নোত্থিত ;
কহিলেন—"কোথা আমি ? তোমরা এখানে কেন ?
কি দেখিছ হইয়া বিস্মিত ।
আমি কি চাপল্য কিছু করিয়াছি, ক্ষমা কর !
কিছু নাহি স্মরণ আমার ।
আমার শরীর নহে আমার আয়ত্ত আর !"
দেখে সবে,—মূর্ত্তি দীনতার !





অষ্টম সর্গ।

ভাবাবেশ।

ত্রয়বিংশ বৎসর বয়স এখন,
কি লাবণ্য গৌর অঙ্গে, প্রথম যৌবন।
হইয়াছে আকর্ণ বিস্তৃত ছুনয়ন
কাঁদিয়া কাঁদিয়া এবে অরুণ বরণ।
অবিরত ছুনয়নে বহে বারি ধারা।
আবেশে অবশ কৃষ্ণ-প্রেমে আত্মহারা।
কৃষ্ণ নাম বিনা মুখে কিছু নাহি আর;
দীনতার প্রতিমূর্ত্তি, মূর্ত্তি করুণার।
প্রাতে গিয়া গঙ্গাঘাটে করি গঙ্গা স্নান,
জনে জনে পায়ে পড়ি করিয়া প্রণাম,

নিঙ্গাড়িয়া কারো বস্ত্র, দিয়া কারো করে
শুষ্ক বস্ত্র, কুশ, গঙ্গা মৃত্তিকা কাতরে,
কহেন করুণ কণ্ঠে করিয়া রোদন,—
"শিখাও কেমনে কৃষ্ণ করিব ভজন।
হরি ভক্ত সেবিলেই পাব তবে হরি ;
কেমনে পাইব কৃষ্ণ, কহ দয়া করি !"
পণ্ডিতের শিরোমণি, সদ্‌গুণ ভাণ্ডার,
কসিত কাঞ্চন কান্তি দীর্ঘ দেবাকার,
তাঁহার দীনতা, এই ভিক্ষা করুণার !—
পাষাণ বিদীর্ণ হয়, মানুষ কি আর ?
দেখিলে আপন জন ধরিয়া গলায়
কহেন কাঁদিয়া—"কহ শ্রীকৃষ্ণ কোথায় ?
আমি কি তাঁহার দেখা পাইব না আর ?
হায় ! অকরুণ এত কৃষ্ণ কি আমার ?"
ব্যাকুলা জননী কহে—"নিমাই ! নিমাই !
কেন কাঁদ, কহ বাছা ! বড় ব্যথা পাই।
কি পীড়া তোমার ?" পুত্র রহে নিরুত্তর।
আবার আবার মাতা জিজ্ঞাসে কাতর।
"নাহি জানি মাগো !" কহে "কি পীড়া আমার,
কেবল কাঁদিতে ইচ্ছা হয় অনিবার।"

নিমাই প্রভাতে উঠি করিয়া রোদন
উচ্চৈঃস্বরে সারা দিন অশ্রু বরিষণ।
ব্যাকুল হইয়া কহে আসিলে শর্ব্বরী,—
"কৃষ্ণ না আইল, পোহাইল বিভাবরী!"
কাঁদিতে কাঁদিতে নিশি হইলে প্রভাত
কহে—"এলো সন্ধ্যা, নাহি এলো প্রাণনাথ।"
নব অনুরাগে ব্রজকিশোরীর মত
অঝোরে আনন্দ অশ্রু ঝরে অবিরত।
দেখিছেন কৃষ্ণময় সকল সংসার,
কৃষ্ণ কথা বিনা মুখে কথা নাহি আর।
"কোথা কৃষ্ণ?"—একদিন জিজ্ঞাসে কাতর,
"কৃষ্ণ তব হৃদয়েতে"—কহে গদাধর।
নিমাই নখেতে বুক করিতে বিদার,
ধরিলেন গদাধর, করিয়া চীৎকার;
কাঁদিয়া উঠিলা শচী; নিমাই মূর্চ্ছিত,
ধারায় হৃদয় বাহি বহিছে শোনিত।
"কি হইল?" কহে শচী; কহে প্রতিবাসী—
"ভীষণ উন্মাদ রোগ!" মৃদু মৃদু হাসি,
"বাঁধি হস্ত পদ, দাও স্নিগ্ধ ডাব জল,
যাবত উন্মাদ রোগ না হয় প্রবল।"

কহেন পণ্ডিতগণ গম্ভীর বদন—
“তাহাতেও রোগ কেন হইবে বারণ ?
দেও শবাঘৃত, দেও পাকতৈল শিরে।”
শুনি শচীমাতা শোকে ভাসে অশ্রুনীরে।
কহেন শ্রীবাস হাসি—“রে ‘পাষণ্ডী’ সব !
এযে মহা ভক্তি যোগ, দেবের দুর্লভ !”
কহেন উচ্ছ্বাসে কাঁদি—“নিমাই ! নিমাই !
এমন উন্মাদ রোগ [illegible]মি যেন পাই ”
শুনিয়া নিমাই কহে করি আলিঙ্গন—
“পণ্ডিত ! কৃতার্থ মম হইল জীবন।
তুমিও উন্মাদ রোগ কহিলে, নিশ্চয়
পশিতাম আমি আজি জাহ্নবী হৃদয়।”

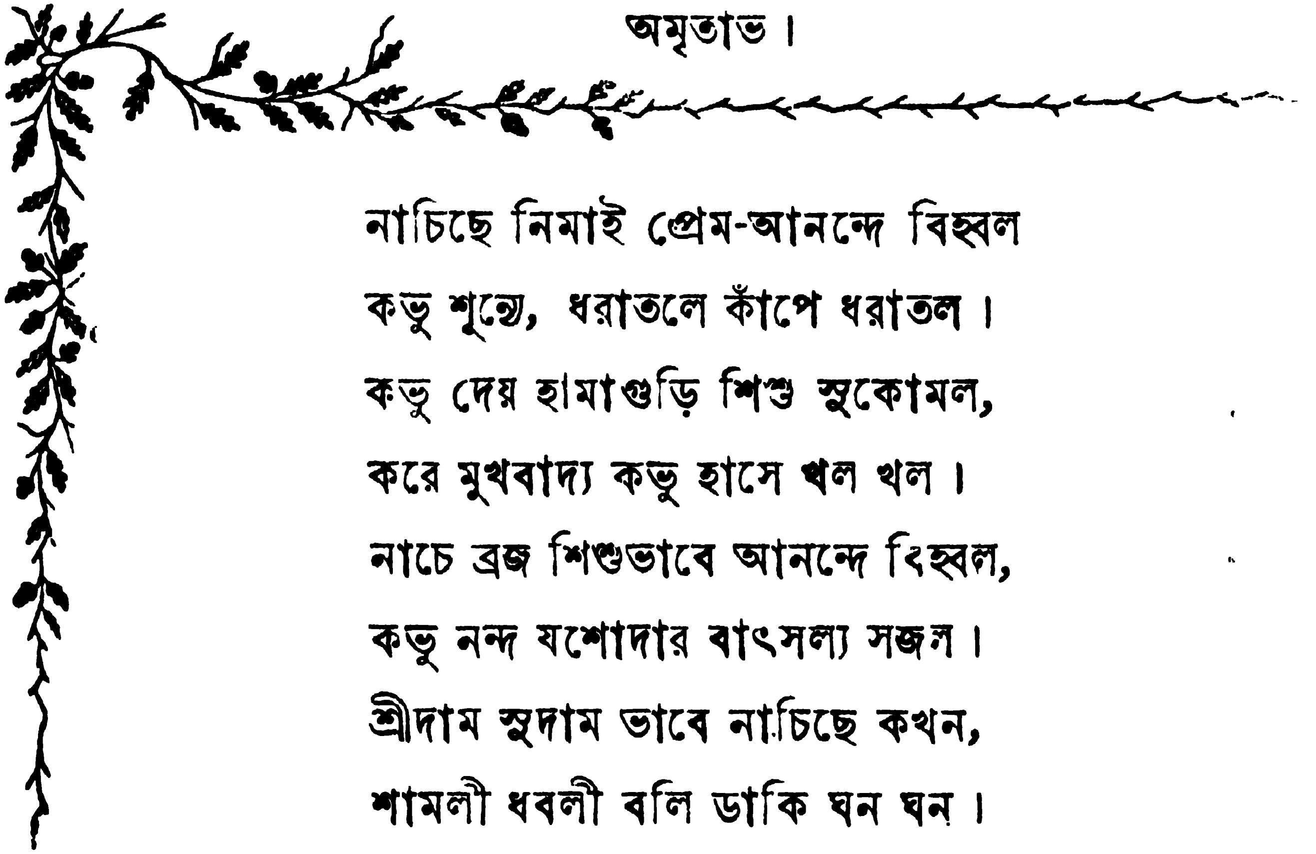
অদ্বৈত, সপ্ততি বর্ষ, বৃদ্ধ সুপণ্ডিত,
শান্তিপুরে গঙ্গাতীরে ভক্তি বিচলিত
হৃদয়ে, পূজান্তে বসি গৃহে আপনার,
কহিছেন—“হায় কৃষ্ণ ! প্রেমপারাবার,
পাপে পূর্ণ ধরা, কবে আসিবে আবার ?”
একি রূপ ! ফিরাইয়া সজল নয়ন,

আঙ্গিনায় দাঁড়াইয়া ওকে দুইজন ?
নিমাই ও গদাধর ;—মিলিল নয়ন,
সিন্ধু যেন সুধাকর করিল দর্শন ।
সেই বৃদ্ধ ঋষি রূপ প্রেমে ঢল ঢল,
দেখি প্রেম পারাবার হইল চঞ্চল,
পড়িলা নিমাই ভূমে হইয়া মূর্চ্ছিত,
সোণার প্রতিমা, দুই বাহু প্রসারিত।
আসিলা ছুটিয়া বৃদ্ধ ; ভাবিলা বিস্ময়—
"একি রূপ ! একি ভাব ! মানবের নয় !
কে এ যুবা ? একি কৃষ্ণ ? মম আবাহন
এতদিনে হা কৃষ্ণ। কি করিলে শ্রবণ ?
পাপ পূর্ণ ধরাতলে আসিলে আবার ?
হইবে কি দয়াময় ! পতিত উদ্ধার ?"
ভাবেতে বিভোর বৃদ্ধ দেখিলা তখন,
অনন্ত শয্যায় যেন শায়ী নারায়ণ।
আনি গঙ্গা জল, আনি তুলসী চন্দন
নিমাইর পড়ি স্তব করিলা অর্পণ।
"গোঁসাই ! গোঁসাই ! হায় ! কি কর ! কি কর !"
কহে কাঁদি গদাধর অশ্রু দর দর,
"নিমাই পণ্ডিত, প্রভু ! বালক কেবল,

কেন তুমি কর তার হেন অমঙ্গল ?"
কহিলা ঈষদ হাসি ঋষি—"গদাধর !
পরিচয় পাবে তুমি কিছুদিন পর,
কেমন বালক এই নিমাই পণ্ডিত,
এইরূপ, এই ভাব, দেবের বাঞ্ছিত।"
নিমাই কহিলা উঠি পাইয়া চেতন—
"দেও মম শিরে প্রভু ! তোমার চরণ !
হাবুডুবু খাইতেছি এ ভব সাগরে,
আমাকে উদ্ধার কর করুণ অন্তরে।
হইয়াছে আজি মম বড় ভাগ্যোদয়,
তোমার চরণে আমি লইনু আশ্রয়।"
একি দৈন্য ! সবিস্ময় অদ্বৈত তখন
কহিলেন প্রেম অশ্রু করি বরিষণ—
"নিমাই ! তোমায় কৃপা হয়েছে যাঁহার,
চাহি আমি পাদপদ্মে আশ্রয় তাঁহার।
চল বৎস ! এই দৈন্য কর সম্বরণ !
আনন্দে মিলিয়া সবে করিব কীর্ত্তন।"

শ্রীবাসের আঙ্গিনায় পতিতপাবন
উঠিল এরূপে বঙ্গে প্রথম কীর্ত্তন।

নাচে ভক্তগণ ; বাজে করতাল খোল,
উঠিতেছে ঘন ঘন "হরি হরিবোল।"
রোদন করিছে কেহ, কেহ গড়াগড়ি
দিতেছে, মূৰ্চ্ছিত কেহ ধরাতলে পড়ি।
হুলুধ্বনি, শঙ্খধ্বনি, করে নারীগণ
ঘন ঘন আনন্দাশ্রু করি বরিষণ।
নাহি জ্ঞান, অঙ্গে অষ্ট সাত্বিক লক্ষণ
নিমাইর ; কখন বা করুণ ক্রন্দন ;
কভু হাস্য অবিরাম ; আবার কখন
বহে ঘৰ্ম্ম, দেহ যেন সুধা প্রস্রবণ।
কখন উত্তপ্ত দেহ, চন্দন শীতল
হইতেছে শুষ্ক, কভু কম্প অবিরল
হইতেছে, মহাশীতে দন্তের ঘর্ষণ,
শরীর তুষার সিক্ত উজ্জল কাঞ্চন।
কভু পূর্ণ মূৰ্চ্ছা, মুখে ফেণাবিনির্গত,
নাহি শ্বাস, কভু শ্বাস ঝটিকার মত।
কভু অঙ্গ ভারি যেন 'কাঞ্চন শিখর',
কভু লঘু স্বর্ণ-পুষ্পহার মনোহর।
ভক্তগণ লয়ে বক্ষে, লইয়া মস্তকে,
নাচে বাহ্যজ্ঞানহীন প্রেমের পুলকে।



নাচিছে নিমাই প্রেম-আনন্দে বিহ্বল
কভু শূন্যে, ধরাতলে কাঁপে ধরাতল।
কভু দেয় হামাগুড়ি শিশু সুকোমল,
করে মুখবাদ্য কভু হাসে খল খল।
নাচে ব্রজ শিশুভাবে আনন্দে বিহ্বল,
কভু নন্দ যশোদার বাৎসল্য সজল।
শ্রীদাম সুদাম ভাবে নাচিছে কখন,
শামলী ধবলী বলি ডাকি ঘন ঘন।
কভু নাচে কৃষ্ণ ভাবে প্রেমে আত্মহারা,
কভু রাধা ভাবে, বহে প্রেমে অশ্রু ধারা।
সোণার পুতুল গৌর বেড়ি ভক্তদল,
নাচে বাহ্য জ্ঞানহীন ভক্তিতে বিহ্বল।
আসন্ধ্যা প্রভাত হয় এরূপে কীর্ত্তন,
যামিনী পোহায় নাহি জানে ভক্তগণ।
ক্রমে ক্রমে ভাবাবিষ্ট হতেছে নিমাই;
থাকে কভু ভাবাবিষ্ট দিবা নিশি নাই।
কভু কৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট শ্রীবাসের ঘরে,
ভক্তগণে কৃষ্ণ প্রেম বিতরণ করে।
কভু বরাহের ভাবে মুরারির ঘরে
জলে পূর্ণ তাম্রঘট দশনাগ্রে ধরে।

যে যা' ভাবি চাহে, দেখে সে ভাবে তখন,
সে ভাবে আবিষ্ট হ'য়ে হয় অচেতন।
জনরব শতমুখে করিল প্রচার,
আবির্ভূত নবদ্বীপে গৌর অবতার।
গৌড়, বঙ্গ, উৎকল, তৈলঙ্গ, মগধ
হইতে আসিল কত ভক্ত পারিষদ।

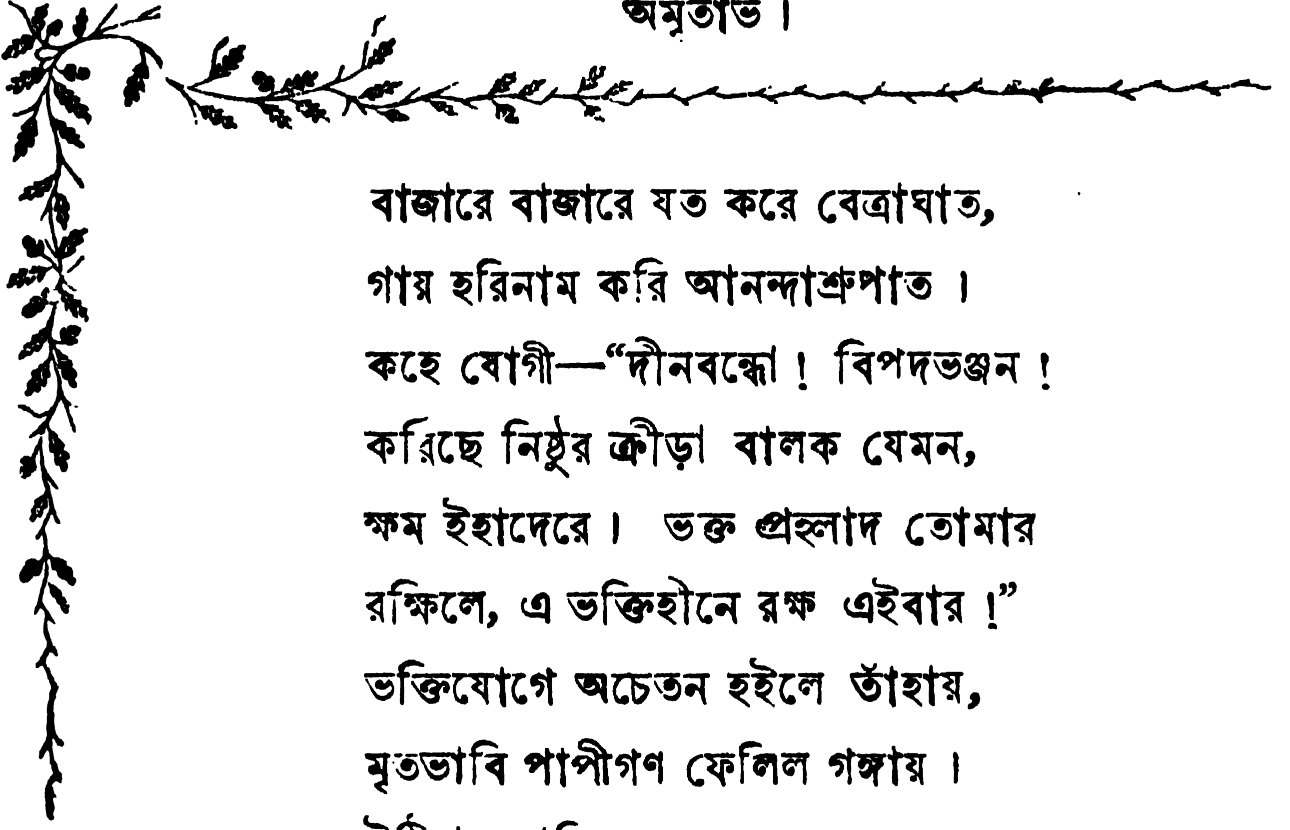
'পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি বৈষ্ণব প্রধান',
গায়ক মুকুন্দদত্ত গৌর-গত প্রাণ,
উভয়ের জন্মস্থান, দূর চট্টগ্রাম;
এসেছেন পুণ্ডরীক নবদ্বীপ ধাম,
চলিল মুকন্দ, সঙ্গে বন্ধু গদাধর,
দেখিলেন গদাধর বিস্মিত অন্তর;—
কোথায় বৈষ্ণব? এ যে বিলাসী পরম
বসিয়াছে পুণ্ডরীক, রূপে নিরুপম,
বহু মূল্যাসনে, বহু চারু উপাধানে
হেলাইয়া চারু বপু; দক্ষিণে ও বামে,—
জ্যৈষ্ঠ মাস,—দুই ভৃত্য করিছে ব্যজন;
সম্মুখে পাণের বাটা রজত নির্ম্মিত;

সকল জগত তুমি করিলে উদ্ধার,
আমি কি একাকী কৃপা পাবনা তোমার ?"
"বাপ পুণ্ডরীক !"—প্রভু কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে,
কহিলা—"এসেছ বাপ ! এত দিন পরে !"
করিলেন পুণ্ডরীকে প্রেমে আলিঙ্গন,
উভয়ে মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়িলা তখন।
উভয়ের প্রেমধারা বহে অবিরল
তিতিছে উভয়, ভক্ত বিস্মিত সকল।

মহাভক্ত হরিদাস হেম কলেবর,
'উজ্জ্বলা' মায়ের নাম, পিতা 'মনোহর'।
স্বর নদীতীরে ভেটে কলাগাছি গ্রাম
হীনকুলে জন্ম, উপরি পূর্ব্ব নাম। *
বেনাপোল বনে ক্ষুদ্র বাঁধিয়া কুটীর,
জপে লক্ষ নাম নিত্য ভক্তিতে অধীর।
করিতে তপস্যা ভঙ্গ পাপী জমিদার
প্রেরিল রূপসী বেশ্যা। চরণে তাঁহার
পড়ি অভাগিনী কাঁদে ; অহল্যা উদ্ধার

* জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্যমঙ্গল।

করিলেন, পাপিনীকে দিয়া হরিনাম
করিয়া কুটীর তার তপস্যার স্থান,
মহাভাগবতোত্তম, কৃষ্ণ ভাবাবেশ,
ন্যাড়ামাথা, কাঁধে কাঁথা, ভ্রমে দেশ দেশ।
অবিচ্ছিন্ন প্রেমধারা, দেহ লোমাঞ্চিত,
সরস্বতী বরপুত্র পরম পণ্ডিত।
পবিত্র চন্দন সম চরিত্র শীতল,
সর্ব্বভুতে দয়া, চিত্ত করুণা নির্ম্মল।
নাহি আত্মপর ভেদ, জাতিভেদ জ্ঞান
জপে উচ্চে 'হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ' নাম।
পিতৃমাতৃহীন শিশু, যবন পালিত
'বুঢ়নে'; সে হরিনাম করে বিতরিত,—
শুনিল গোরাই কাজী। ক্রোধেতে অধীর
ধরিয়া আনিয়া ভক্তে, কহিলা—"ফকীর!
পড় কল্মা, হিন্দুদের ছাড় হরিনাম!
অন্যথা কঠিন দণ্ড করিব বিধান।"
কহে ভক্ত—"খণ্ড খণ্ড কর দেহ প্রাণ,
তথাপিও ছাড়িব না মুখে হরিনাম।"
কহে ক্রোধে গর্জ্জি কাজী—"কাফের ইহারে
কর বেত্রাঘাত বাইস বাজারে বাজারে।"



বাজারে বাজারে যত করে বেত্রাঘাত,
গায় হরিনাম করি আনন্দাশ্রুপাত।
কহে যোগী—"দীনবন্ধো! বিপদভঞ্জন!
করিছে নিষ্ঠুর ক্রীড়া বালক যেমন,
ক্ষম ইহাদেরে। ভক্ত প্রহ্লাদ তোমার
রক্ষিলে, এ ভক্তিহীনে রক্ষ এইবার!"
ভক্তিযোগে অচেতন হইলে তাঁহায়,
মৃতভাবি পাপীগণ ফেলিল গঙ্গায়।
উঠিয়া সমাধি অন্তে ক্ষত কলেবরে
ভাগীরথী তীরে 'বট বৃক্ষের কোটরে'
রহিলেন, নাহি জপি নিত্য লক্ষ নাম
না করেন জিহ্বাগ্রেও বারিবিন্দু দান।
শুনিলেন নবদ্বীপে কৃষ্ণ অধিষ্ঠান;
উঠিয়াছে নবদ্বীপে হরিনাম গান।
আসিলেন নবদ্বীপে; নাচিছে নিমাই
দেখি ভাবে, আত্মহারা রহিলেন চাই।
কসিত কাঞ্চনকান্তি কিবা সমুজ্জ্বল!
যুগ্ম ভুরু, যুগ্ম নেত্র শতদল দল।
কি মহিমা অঙ্গে অঙ্গে, মাধুরী কোমল!
বহিছে কি প্রেমগঙ্গা নেত্রে ছল ছল!

গাই উচ্চে—"হরে! কৃষ্ণ! হরে! কৃষ্ণ! হরে!"
পড়িলেন মহাভক্ত ধরণী উপরে
নিমাইর পদতলে। তুলিয়া তখন
করিলা নিমাই প্রেমানন্দে আলিঙ্গন।
কহে কাঁদি ভক্ত—"প্রভু! কি কর! কি কর!
হীনকুলে জন্ম, আমি যবন পামর।
কেন এ পাপীরে তুমি দিলে আলিঙ্গন?
আমার এ অপরাধ কর বিমোচন।"
প্রভু কহে—"আজি মম পূর্ণ অভিলাষ;
হরিভক্ত! তব নাম হ'লো হরিদাস।
তোমাকে লইয়া হৃদে, হৃদয় আমার
হইল পবিত্র, তুমি ভক্তিপারাবার।"
শ্রীঅদ্বৈত শ্রীনিবাসে কহিলা নিমাই—
"এমন আদর্শ ভক্ত ত্রিজগতে নাই।
'হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে!
হরে রাম! হরে রাম! রাম রাম হরে!'
এই হরিনাম মন্ত্র করি বিতরণ
হয়েছেন হরিদাস পতিত পাবন।
এই নাম মন্ত্র বিনা"—কহিলা নিমাই!
"কলিকালে অন্য গতি নাই—নাই—নাই।"

কহিলা মায়েরে ডাকি আনন্দে নিমাই—
"এমন অতিথি মাগো! বড় ভাগ্যে পাই।
যার ঘরে ভোজন করেন একবার,
সেই পুণ্যবান হয় সবংশ উদ্ধার।"
দণ্ডবৎ পড়ি কাঁদি প্রভু পদতলে
কহে হরিদাস ভাসি নয়নের জলে—
"ঘৃণিত যবন আমি; কহিলে এমন
আবার, গঙ্গায় প্রভু! ত্যজিব জীবন।
আমি নরাধম, তুমি দয়ার ঠাকুর,
আজি হ'তে আমি তব পাতের কুকুর।
ভোজন পাত্রের শেষ মম অভিলাষ,
দেও যদি, জানিব তোমার আমি দাস।"

একদা নিমাই বসি সঙ্গে ভক্তগণ;
মুকুন্দ ভারতী আসি প্রসন্ন বদন
কহে—"অবধূত এক, অপূর্ব্ব দর্শন,
আসিয়াছে নবদ্বীপে সঙ্গে শিষ্যগণ।
তেজঃপুঞ্জ মহামূর্ত্তি, মহামল্ল বেশ,
নাম নিত্যানন্দ, নিত্য আনন্দে আবেশ।

আরক্ত আয়ত দুই ঘূর্ণিত লোচন
সতত বারুণী মদে, সহাস্য বদন।
কিবা মনোহর মুখ, কি সুন্দর নাসা,
চঞ্চল বালক মত, মৃদু মন্দ ভাষা।
অস্থির চরণ, ক্ষণে চলে লাফে লাফে,
ঊর্দ্ধবাহু, পদাঘাতে ধরাতল কাঁপে।
'কীরে কীরে' শব্দে করে গভীর হুঙ্কার,
ভাবাবেশে ধরাতলে পড়ে বারবার।
নন্দন আচার্য্য গৃহে করিছে বিশ্রাম;
ছুটিয়াছে নবদ্বীপ স্রোতে অবিরাম
দেখিতে এ অবধূত। কহিছে সকলে
'বিশ্বরূপ'—নবদ্বীপ পূর্ণ কোলাহলে।"
ছুটিলা নিমাই, সঙ্গে ভক্ত অনুচর;
দেখিলা, রহিলা স্থির চাহি পরস্পর
চিত্রার্পিত প্রায়; বহি অশ্রু দরদর,
ভিজিতেছে উভয়ের বক্ষ কলেবর।
ভাবাবিষ্ট দুই ভাই, দুই ভাই পানে
চেয়ে আছে, কি উচ্ছ্বাস উভয়ের প্রাণে!
আবিষ্ট নিমাই দেখে সম্মুখে বিহার
করিতেছে বলরাম মূর্ত্তি করুণার।

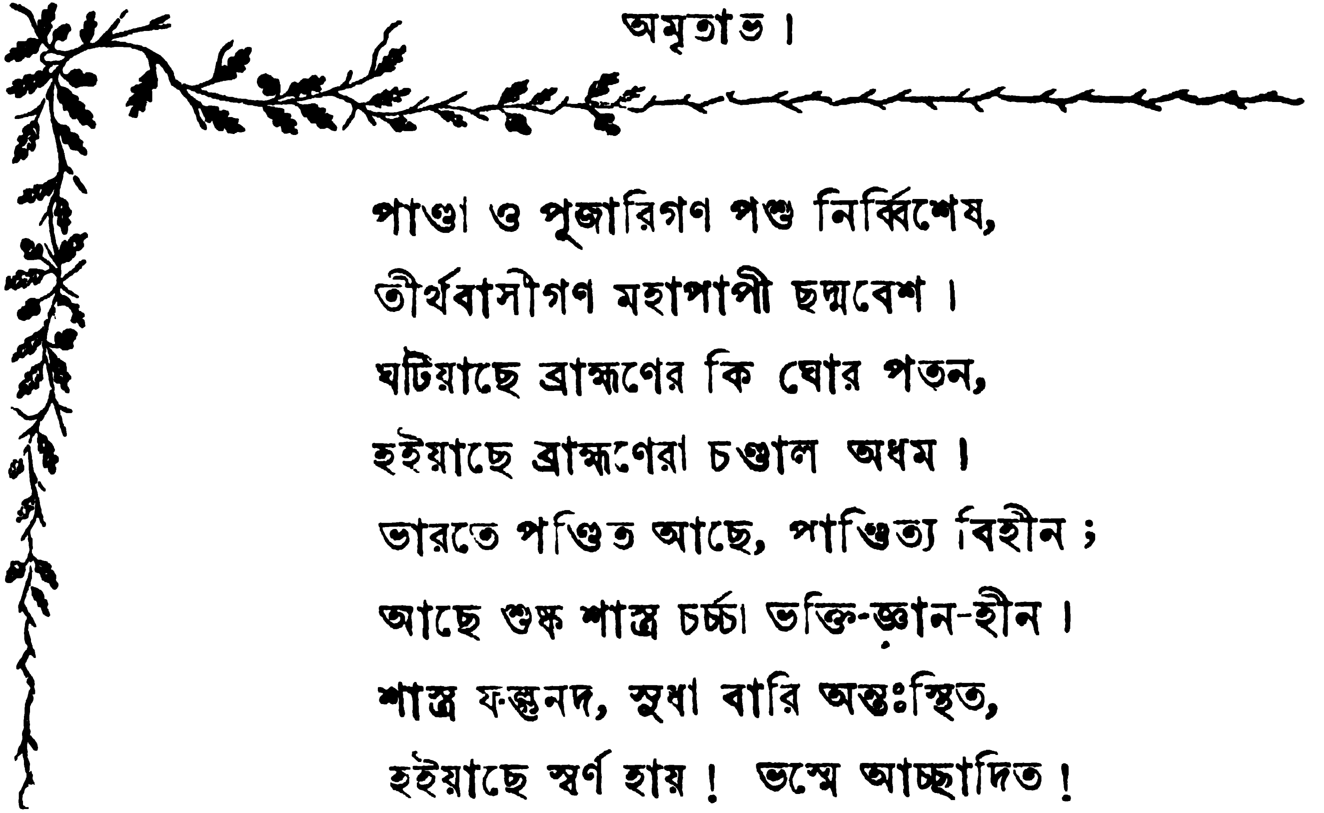
ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দ করিছে দর্শন
ষড়ভুজ মহামূর্ত্তি নয়ন রঞ্জন।
শ্রীরামের দুই করে শোভে ধনুঃশর।
শ্রীকৃষ্ণের দুই করে বংশী মনোহর।
দেখিলেন নিত্যানন্দ নিমাইর কর,
সুবর্ণ বল্লরী, দণ্ড কমণ্ডলু ধর!
নাহি সেই কৃষ্ণবর্ণ বিজলি সঞ্চার
করিতেছে গৌর বর্ণে ভঙ্গি মহিমার!
কাঁদি নিত্যানন্দ কহে—"কা-কা-কা-কানাই!
কালরূপ কারে দিলি? গৌর হ'লি, ভাই!"
"শ্রীপাদ! শ্রীপাদ! দাদা!"—কাঁদিয়া নিতাই
পড়িলেন বুকে, অঙ্কে লইল নিমাই।
দুই মহা প্রেমসিন্ধু হইল মিলিত
ভাঙ্গি বাঁধ, দুই ভাই হইল মূর্চ্ছিত।
গলদশ্রু ভক্তগণ বেষ্টিয়া তখন
করিতে লাগিল মিলি, আনন্দে কীর্ত্তন—
"কাল রূপ কারে দিলি?
কা-কা-কা-কানাই! তুই নাকি ভাই! গৌর হলি?
কাঁদায়ে যশোদা মায়ে শচী মাকে মা বলিলি?
কাঁদাইয়ে বৃন্দাবন নবদ্বীপে উদয় হলি?

পীতধড়া মোহন বাঁশি ভাইরে! তুই কারে দিলি?
কেন ধূলায় গড়াগড়ি, বনমালা কি করিলি?"

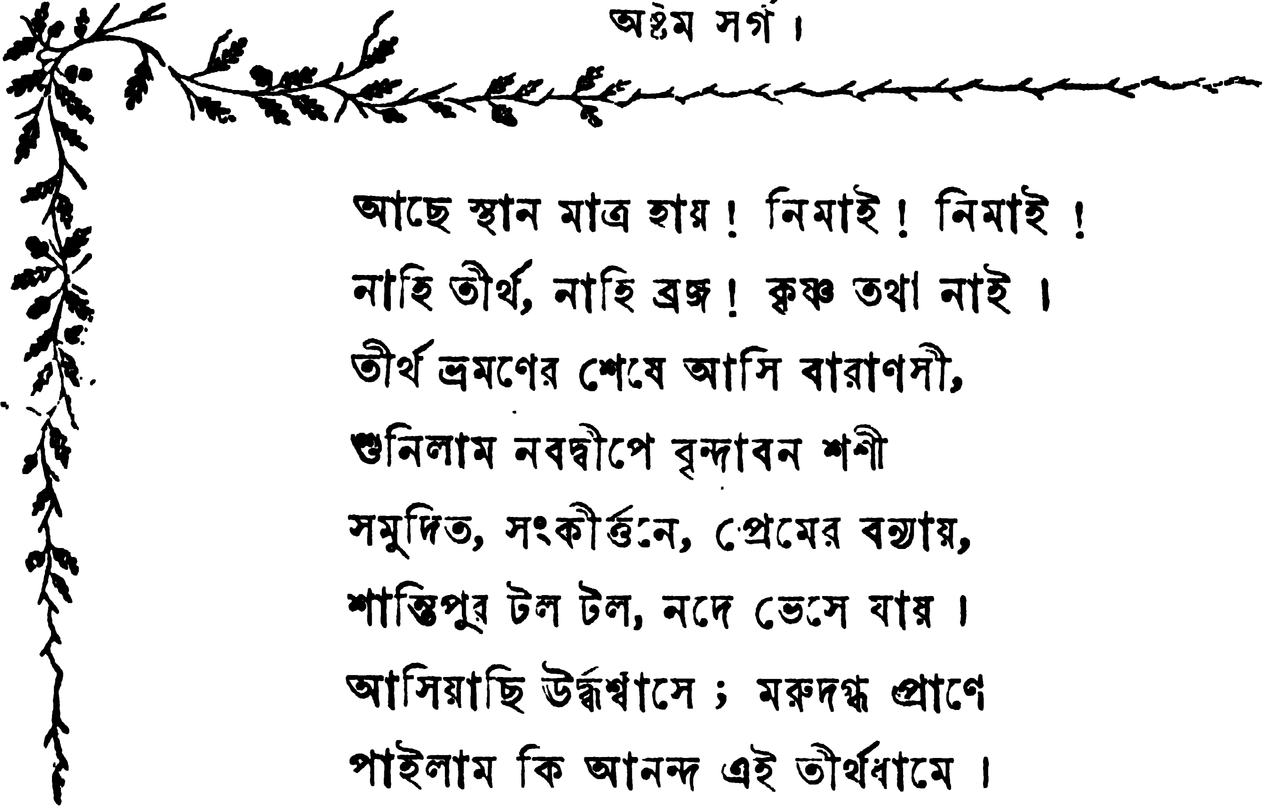
বহুদিনে দুই ভাই হইল মিলন;
সিন্ধু সুধাকর যেন করি আলিঙ্গন।
শ্বাস হাস স্বেদ কম্প হুঙ্কার গর্জ্জন,
ধূলায় লুণ্ঠন পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন।
কভু গলাগলি করি নাচিছে কীর্ত্তনে
কৃষ্ণ বলরাম যেন দেখে ভক্তগণে
নাচিতেছে বৃন্দাবনে, প্রেমে আত্মহারা,
উভয়ের পদ্মনেত্রে বহে প্রেমধারা।
আবিষ্ট কৃষ্ণের ভাবে কীর্ত্তনে নিমাই
কহে কাঁদি ধরি গলা;—"চল দাদা! যাই,
চল বৃন্দাবনে, প্রাণ হয়েছে আকুল,
দেখি নাই বহুদিন কালিন্দীর কূল।
দেখি নাই পিতা নন্দ যশোদা জননী,
দেখিনি ব্রজের সখা, ব্রজের সঙ্গিনী।
দেখি নাই গোবর্দ্ধন গিরি মনোহর;
দেখি নাই পুষ্পাকীর্ণ কানন সুন্দর।

খেলিনি ব্রজের খেলা যমুনার কূলে,
বাজেনি মোহন বাঁশি কদম্বের মূলে।
ওই শুন বাজে বেণু,—"আয় কানু! আয়!
তুই বিনা গাভীগণ গোষ্ঠে নাহি যায়।
ওই শুন উচ্চরবে ডাকে গাভীগণ,
চল দাদা! চল যাই করি গোচারণ।"
ছুটিলা নিমাই ব্রজ ভাবেতে বিহ্বল;
ধরিলেন নিত্যানন্দ কাঁদিয়া বিকল।
পড়িলেন ধরাতলে, উভয়ে মূর্চ্ছিত,
স্বর্ণ দেব মূর্ত্তি দুই ভূকম্পে পতিত
শুনি কর্ণে কৃষ্ণ নাম পাইয়া চেতন,
নিত্যানন্দ পাদপদ্ম করিয়া গ্রহণ,
কহেন নিমাই কাঁদি—"বড় ভাগ্য মম,
পাইনু এ পাদপদ্ম মহা তীর্থ সম।
করিয়া সন্ন্যাস দীর্ঘ কৃষ্ণ প্রেম ধন
পাইয়াছ, এ কনিষ্ঠে কর বিতরণ।
বড়ই কঠিন মম পাষাণ হৃদয়,
কিছুতেই কৃষ্ণ প্রেমে দ্রব নাহি হয়।
শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণশক্তি তোমাতে প্রচার,
পার তুমি চতুর্দ্দশ ভুবন উদ্ধার

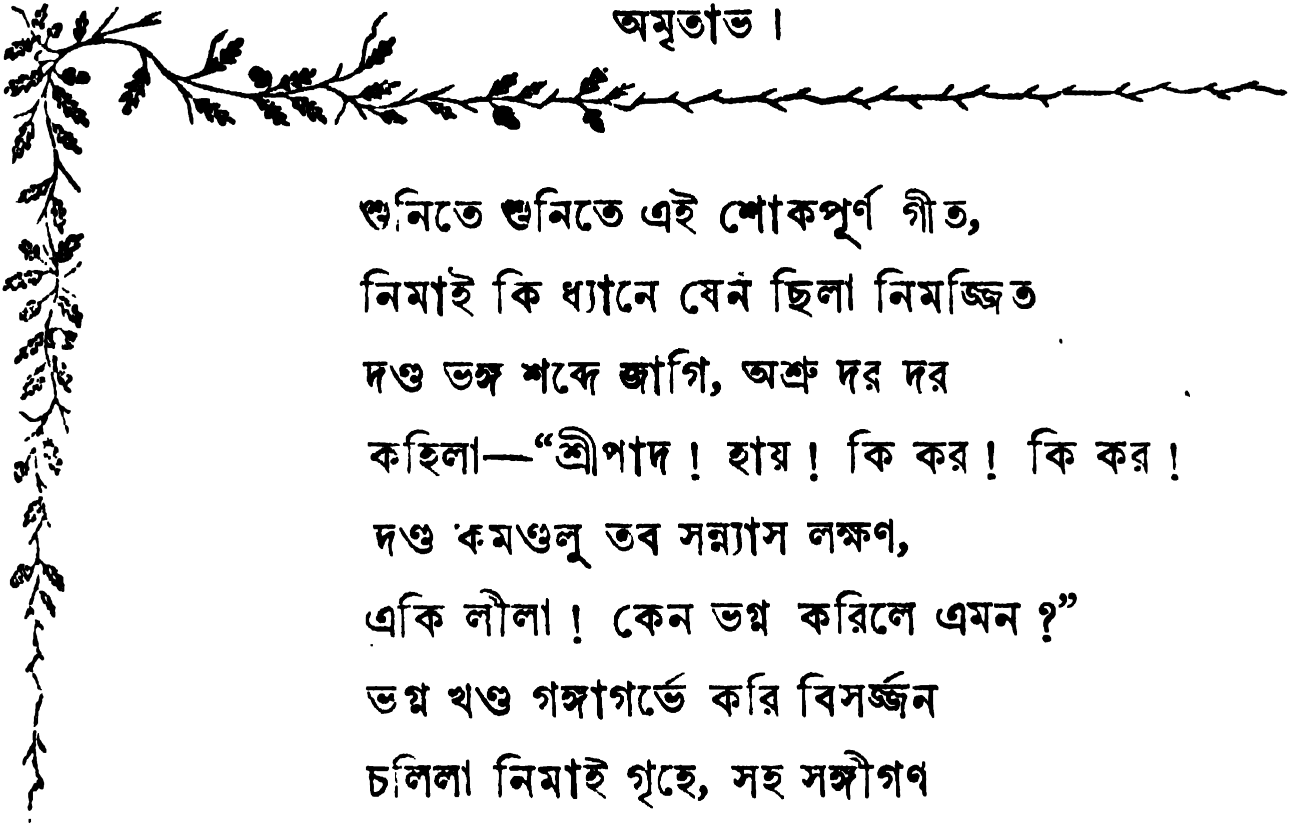
করিতে, এ দাসে কৃপা কর দয়াময়,
কৃষ্ণ প্রেম পিপাসায় কাতর হৃদয়।”
কহেন নিতাই, নেত্রে অশ্রু ছল ছল,—
“ভ্রমিয়াছি আমি ভাই! আসিন্ধু অচল।
দেখিয়াছি ভারতের যেই দশা হায়!
কহিতে নিমাই! বুক বিদরিয়া যায়।
যবনের অত্যাচারে হয়েছে ধ্বংসিত
ভারতের দেব দেবী মন্দির সহিত।
নাহি সোমনাথ, বেণীমাধব কাশীর,
লুণ্ঠিত, চূর্ণিত, দুই বিখ্যাত মন্দির।
যাদের পবিত্র চূড়া ছুঁইত গগন!
বহিতেন সিন্ধু, গঙ্গা, করিয়া ধারণ
যাদের পবিত্র ছায়া; স্বয়ং রত্নাকর
পূজিয়া অনন্ত রত্নে বিগ্রহ সুন্দর।
ভগ্নদেব দেহে, ভগ্ন মন্দিরে চূর্ণিত
যবনের মসজিদ হয়েছে নির্ম্মিত।
আছে যাহা, কি কহিব নিমাই! নিমাই!
আছে তীর্থ ধ্বংসশেষ, দেব দেবী নাই।
নাহি তীর্থ গুরু, পাপী মোহান্ত নিচয়,
করিতেছে পৈশাচিক পাপ অভিনয়।



পাণ্ডা ও পূজারিগণ পশু নির্ব্বিশেষ,
তীর্থবাসীগণ মহাপাপী ছদ্মবেশ।
ঘটিয়াছে ব্রাহ্মণের কি ঘোর পতন,
হইয়াছে ব্রাহ্মণেরা চণ্ডাল অধম।
ভারতে পণ্ডিত আছে, পাণ্ডিত্য বিহীন;
আছে শুষ্ক শাস্ত্র চর্চ্চা ভক্তি-জ্ঞান-হীন।
শাস্ত্র ফল্গুনদ, সুধা বারি অন্তঃস্থিত,
হইয়াছে স্বর্ণ হায়! ভস্মে আচ্ছাদিত!
ধর্ম্ম জীব-হিংসা, কর্ম্ম জীব-হিংসা আর;
ধর্ম্ম ভেদ, জাতি ভেদ, দাবাগ্নি আকার
জ্বালাইয়া নীতিভেদ, গৃহ ভেদ আর,
সোণার ভারতবর্ষ করি ছারখার,
করেছে আসিন্ধু গিরি ভস্মে পরিণত।
করিয়াছে যবনের গ্রাসে কবলিত।
নাহি কৃষ্ণ; নাহি ধর্ম্ম সাম্রাজ্য তাঁহার।
গ্রাসিয়াছে দ্বারাবতী মহা পারাবার।
হস্তিনা গঙ্গার গর্ভে; ইন্দ্রপস্থ বন;
উড়িছে দিল্লীতে গর্ব্বে যবন-কেতন।
মথুরা ও বৃন্দাবন অরণ্য ভীষণ,
চিহ্ন ভগ্ন মন্দিরের স্তূপ অগণন।



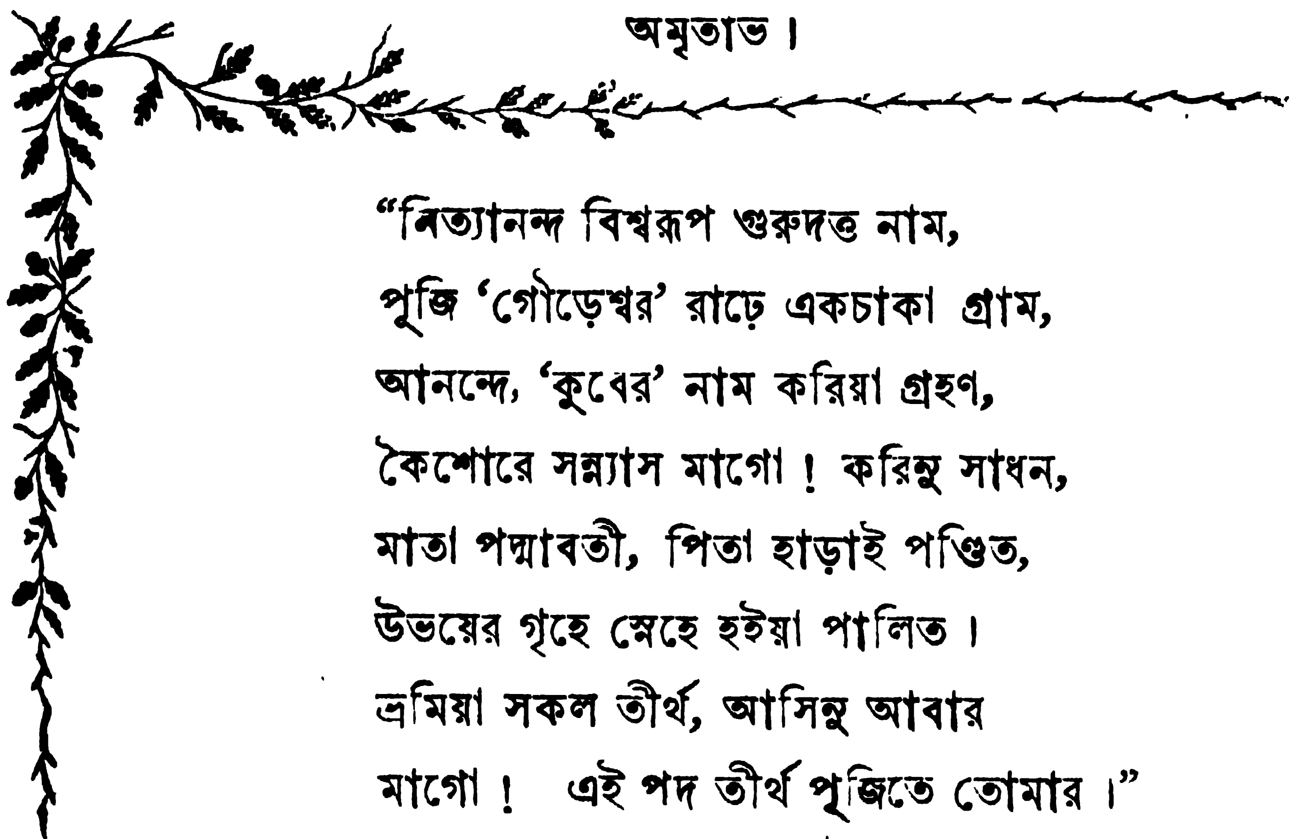
আছে স্থান মাত্র হায়! নিমাই! নিমাই!
নাহি তীর্থ, নাহি ব্রজ! কৃষ্ণ তথা নাই।
তীর্থ ভ্রমণের শেষে আসি বারাণসী,
শুনিলাম নবদ্বীপে বৃন্দাবন শশী
সমুদিত, সংকীর্ত্তনে, প্রেমের বন্যায়,
শান্তিপুর টল টল, নদে ভেসে যায়।
আসিয়াছি ঊর্দ্ধশ্বাসে ; মরুদগ্ধ প্রাণে
পাইলাম কি আনন্দ এই তীর্থধামে।
পাইলাম কৃষ্ণ, পাইলাম বৃন্দাবন,
বুঝিলাম কলি-লীলা এই সংকীর্ত্তন।
একবার কৃষ্ণনামে হইল উদ্ধার
এ ভারত, বুঝিলাম হইবে আবার।
আবার মথুরা, আরবার বৃন্দাবন
তুলিবে পবিত্র শির, চুম্বিয়া গগণ।
বুঝিলাম ব্রজপ্রেম প্রবাহে আবার
ভাসিবে ভারত, জীব লভিবে উদ্ধার।
সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্কৃত দমন
হইবে, হইবে পুনঃ ধর্ম্মের স্থাপন।
শুষ্ক সন্ন্যাসের চিহ্ন রাখিব না আর”—
করিলেন দণ্ড কমণ্ডলু চুরমার।



শুনিতে শুনিতে এই শোকপূর্ণ গীত,
নিমাই কি ধ্যানে যেন ছিলা নিমজ্জিত
দণ্ড ভঙ্গ শব্দে জাগি, অশ্রু দর দর
কহিলা—"শ্রীপাদ! হায়! কি কর! কি কর!
দণ্ড কমণ্ডলু তব সন্ন্যাস লক্ষণ,
একি লীলা! কেন ভগ্ন করিলে এমন?"
ভগ্ন খণ্ড গঙ্গাগর্ভে করি বিসর্জ্জন
চলিলা নিমাই গৃহে, সহ সঙ্গীগণ
বেষ্টি নিত্যানন্দ, মাতৃপ্রেমে আত্মহারা
বহিতেছে দুনয়নে অবিরল ধারা।
"বাপ বিশ্বরূপ মোর!"—কাঁদিয়া জননী
মূর্চ্ছিতা পড়িতেছিলা, নিতাই অমনি
"মা আমার! মা আমার!"—কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
লইলেন জননীকে হৃদয়ে কাতরে।
উভয় মূর্চ্ছিত শোকে। কাঁদিছে নিমাই,
কাঁদিছেন নরনারী, কথা মুখে নাই।
নিতাই চেতন পেয়ে দেখে জননীর
নাহি কায়া, আছে ছায়া,—শোক সশরীর!
"মা! মা!"—বলি নিত্যানন্দ কাঁদি উচ্চৈঃস্বরে
ডাকিছেন আত্মহারা আকুল অন্তরে।

অষ্টম সর্গ।

"বাপ! বাপ!"—ক্ষীণকণ্ঠে করিয়া ক্রন্দন
উঠিলেন শচীমাতা পাইয়া চেতন।
লয়ে পুত্র শির বুকে, চুম্বি শতবার
কহিলেন—"এতদিনে বাপরে আমার!
দুঃখিনী মায়েরে তোর পড়িল কি মনে?
এতদিনে মা! মা! ডাক শুনিনু শ্রবণে।
বার বৎসরের শিশু করিলি সন্ন্যাস,
কুড়িটি বৎসর গত,—দিনে কত মাস!
তোর শোকে পিতা তোর গেলা স্বর্গধাম।
রয়েছি পাষাণী আমি,—বিধি মোরে বাম।
এক বজ্রে হয় দৃঢ় শিলা বিদারিত,
কত শোক বজ্রে আমি রয়েছি জীবিত
নিমাইর মুখে বাপ! দেখি তোর মুখ,
নিমাইর বুক বাপ! ভাবি তোর বুক।
নমাই 'মা! মা!' বলি ডাকে যতবার,
ভাবিতাম বিশ্বরূপ ডাকিছে আমার।
কেবা গুরু? কিবা নাম? নবনীত মোর!
কেমনে করিলে বাপ! সন্ন্যাস কঠোর?
"কেশব ভারতী গুরু"—ইঙ্গিতে নিতাই
কহিলেন জননীর অঙ্ক পানে চাই।



"নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ গুরুদত্ত নাম,
পূজি 'গৌড়েশ্বর' রাঢ়ে একচাকা গ্রাম,
আনন্দে, 'কুবের' নাম করিয়া গ্রহণ,
কৈশোরে সন্ন্যাস মাগো! করিনু সাধন,
মাতা পদ্মাবতী, পিতা হাড়াই পণ্ডিত,
উভয়ের গৃহে স্নেহে হইয়া পালিত।
ভ্রমিয়া সকল তীর্থ, আসিনু আবার
মাগো! এই পদ তীর্থ পূজিতে তোমার।"
মায়ের চরণে পড়ি মত্ত শিশু মত
কহেন কাঁদিয়া—"মাগো! থাকি দিনকত,
এই পাদপদ্ম বক্ষে করিয়া ধারণ,
এই রূপে প্রেমাশ্রুতে করি প্রক্ষালন,
জুড়াব সন্ন্যাসদগ্ধ কঠোর জীবন,
জননী ও জন্মভূমি করি দরশন।"
মুছি নয়নের অবিরল অশ্রুধারা
কহিলেন শচীমাতা—"নয়নের তারা
এই অভাগীর বাপ! তোরা দুটি ভাই;
তোমাকে সন্ন্যাসী দেখি বড় দুঃখ পাই।
ধর যজ্ঞসূত্র, কর বিবাহ এখন,
কুড়ি বৎসরের অশ্রু কর বিমোচন

জননীর, গৃহ সুখে থাক দুইজন,
যদবধি অভাগিনী মুদি দুনয়ন ।
হৃদয় মৃণাল শুষ্ক করিয়া জীবিত,
থাক দুই ভাই দুই পদ্ম প্রস্ফুটিত ।
একে আমি দগ্ধ বাপ ! সন্ন্যাসে তোমার,
তাতে তব ক্ষেপা ভাই,—ভাবনায় তার
হইয়াছি ঝড়-দাব-দগ্ধ-বন মত,
রক্ষা কর তারে, কাছে থাকিয়া সতত ।
কর সংকীর্ত্তন, প্রেমে নাচ দুই ভাই
নিমাই নিতাই মোর কাণাই বলাই !
দিয়া হরিনাম কর জীবের উদ্ধার,
ততোধিক ধর্ম্ম বাপ ! কিবা আছে আর ?"
"মা আমার ! মা আমার !"—উচ্ছ্বাসে তখন
কহিলা নিতাই কাঁদি—"করিব পালন
আজ্ঞা তোর, আজি মম খুলিল নয়ন,
পাইল এ পুত্র তোর নবীন জীবন ।
দুই ভাই উদ্ধারিতে পারি যেন নর
শিরে দিয়া দুই কর আশীর্ব্বাদ কর !"
হাসিলা নিমাই,—অন্য বিস্মিত সবাই,
কি কথা ! সন্ন্যাস-ভ্রষ্ট হইবে নিতাই !



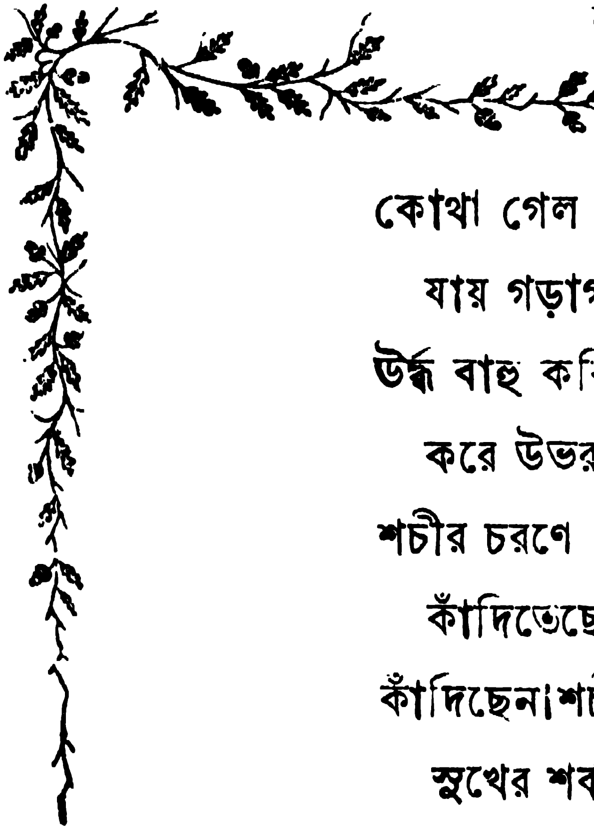
নবম সর্গ।

পাষণ্ড।

একদা কহিলা নিমাই হাসিয়া.
করিব কীর্ত্তনে লীলা অভিনয়,
প্রভু মাসীপতি চন্দ্রশেখরের
আলয়ে মিলিল নরনারীচয়।
আসিলেন শচী সঙ্গে বিষ্ণুপ্রিয়া,
আসিলা সকল ভক্ত পরিবার।
উঠিল বাজিয়া খোল করতাল
মন্দিরার সহ মেঘমন্দ্রাকার।
মুকুন্দের কণ্ঠ উঠিয়া গগণে
নৈশ শান্তি বক্ষে সুধার রাশি

ঢালিছে, বাজিছে ব্রজকুঞ্জবনে
নীবিড় নিশীথে শ্যামের বাঁশি।
উর্দ্ধশ্বাসে আসি বহু প্রতিবাসী
দেখে আঙ্গিনার পড়েছে দ্বার;
কেহ গেল চলি দিয়া বহুগালি,
রহে বহু বসি শুনিতে আর।
সাজে হরিদাস বৈকুণ্ঠ কোটাল,
দুই মহা গোঁফ বাতাসে উড়ি,
রমা গদাধর শ্রীবাস নারদ,
সাজিলা নিতাই বড়াই বুড়ী।
রুক্মিণী-হরণ হবে অভিনীত
নিমাই রুক্মিণী বিহ্বল হৃদয়।
অন্যে কি চিনিবে, নিজে শচী মাতা
না চিনে, বিস্ময়ে চাহিয়া রয়।
রুক্মিণীর ভাবে হইয়া বিভোর,
লিখিছেন পত্র নয়নজলে,
পত্র ধরাতল, অঙ্গুলি লেখনী,
কৃষ্ণ কামানল হৃদয়ে জ্বলে।
পড়িছেন পত্র,—কি কণ্ঠ করুণ!
প্রেম-কাতরতা করুণ কেমন!

প্রেমে আত্মহারা শুনি নরনারী,
  দেখি কাতরতা, শুনিয়া ক্রন্দন।
সে কাতর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাইয়া
  গাইছে মুকুন্দ দ্রবিয়া পাষাণ ;
ভাবেতে বিহ্বলা উঠিয়া রুক্মিণী
  নাচিছে ঢলিয়া নাহি কিছু জ্ঞান।
কখন জিজ্ঞাসে—"কৃষ্ণ কি আসিলা ?
  কহ দ্বিজ কহ করুণা করি।
দেখি কৃষ্ণ কভু বিদর্ভের বালা,
  হাসিছে সখীর গলায় ধরি।
বহে দুনয়নে আনন্দের ধারা
  বহিতেছে যেন গঙ্গা মূৰ্ত্তিমতী।
কভু অট্ট অট্ট হাসিছে সুন্দরী
  উন্মাদিনী প্রেম-বিধুরা সতী।
ঢলিয়া ঢলিয়া নাচিছে রুক্মিণী,
  ঢলিয়া ঢলিয়া ভূতলে পড়ি ;
বহিতেছে বন্যা নর-নারী-নেত্রে
  দেখ রূপ লীলা তরঙ্গ মরি !
মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়িলা ভূতলে
  নিত্যানন্দ যেন মূরতি পাষাণ।



কোথা গেল বুড়ী বড়াইর বেশ,
যায় গড়াগড়ি নাহি বাহ্যজ্ঞান।
ঊর্দ্ধ বাহু করি নাচে ভক্তগণ,
করে উভরায় কাতর ক্রন্দন ;
শচীর চরণে দিয়া গড়াগড়ি
কাঁদিতেছে গৃহে পতিব্রতাগণ।
কাঁদিছেন।শচী গলায় গলায়,
সুখের শর্ব্বরী পোহাল তখন।
বঙ্গেতে পবিত্র যাত্রা অভিনয়,
হইল সূচিত এরূপে প্রথম।
এখনো বঙ্গের গায়ক সকল,
—চারিশত বর্ষ হয়েছে অতীত,—
যাত্রার আরম্ভে নমি গৌরচন্দ্রে,
গায় প্রেমে 'গৌর চন্দ্রিকা' গীত।

বাহিরে বসিয়া শুনিল যাহারা,
তারাও ভক্তিতে বিহ্বল হৃদয়
চলিল আলয়ে করি হরিধ্বনি,
করি নবদ্বীপ হরিধ্বনিময়।

এইরূপে একদিকে নবদ্বীপে
ছুটিল ভক্তির প্রবাহ বন্যার,
আসে দিবানিশি স্রোতে নরনারী
করিতে দর্শন, দিতে উপহার।
অন্যদিকে ঘোর হিংসা পাপিষ্ঠের
ছুটিল প্রবাহে বৈতরণী মত;
ক্ষিপ্ত নবদ্বীপ পণ্ডিত মণ্ডল,
কত মতে হিংসা করে অবিরত।
গঙ্গাঘাটে তর্করত্ন পঞ্চানন,
দুই মহামূর্খ পণ্ডিতদ্বয়,
বসিয়া আহ্নিকে জপিতে জপিতে
তর্করত্ন দুষ্ট ডাকিয়া কয়—
"দেখ পঞ্চানন! নিমায়ে বেটার
বাড়াবাড়ি আর সহ্য নাহি যায়,
উপাধি ত নাই, তথাপি পণ্ডিত,
আমাদের অন্ন মিলিবে কোথায়?
আপন শরীরে আছে নিরঞ্জন,
আর কারে ডাকি করিয়া চীৎকার।
শুনেছি ইহারা সব নাকি খায়,
এই জন্য দৃঢ় করে রুদ্ধদ্বার।"

গায়ত্রী জপিতে কহে পঞ্চানন—
"কীর্ত্তন সন্দর্ভ বুঝ না কি আর?
পঞ্চ কন্যা পঞ্চ মকার আনিয়া
করে সারা রাত্রি আনন্দে বিহার।"
ন্যাস শেষ করি তর্করত্ন কহে—
"ঠিক কথা, ভায়া! এ যুক্তি সুন্দর!
না খাইলে মদ, পারে কি বা কেহ,
চেঁচাতে এরূপে আটটি প্রহর?"
কহে পঞ্চানন মুদ্রা করি কর,—
"চেঁচান কেমন! পটুয়া শ্রীধরে,
মহা চাষা বেটা পেটে নাহি ভাত,
সারাটি রজনী চেঁচাইয়া মরে।
"হরে! কৃষ্ণ!"—বলি করে যে চীৎকার,
নাহি সাধ্য কোনো পড়সি ঘুমায়!
ছুপদাপ করি পড়ে ভুমিতলে,
"মৈল বেটা"—বলি লোক ছুটে যায়।"
সূর্য্যে অর্ঘ্য দিয়া তর্করত্ন কহে—
শ্রীবেসের বাড়ী দেখ গিয়া আর!
নিত্য দুর্গোৎসব; দধি দুগ্ধ ঘৃত
ফলমূল মণ্ডা আসে ভারে ভার।

চেঁচায়ে চেঁচায়ে হরি! হরি! হরি!
  বাড়ায় নিশিতে উদর-অনল;
দিনে হই হই হেউ হেউ হেউ,
  হুড়া হুড়ি মাত্র শুনিবে কেবল।
শুধু দেও দেও, শুধু খাও খাও,
  মনে মনে মণ্ডা মিঠাই খায়,
লুচি মাল্‌পোয়া, কি কহিব আর,
  দ্রৌপদীর বস্ত্র, অন্ত নাহি তায়।
মহা মহা ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে
  সহস্রে সহস্রে বিদায় সম্বল;
নিমায়ে বেটার এই রাজভোগ,
  আমাদের বল বাঁচিয়া কি ফল?
ওই দেখ বেটা টলিয়া টলিয়া
  আসে গঙ্গাস্নানে নেশায় ভোর।
হয়েছে নিশিতে রুক্মিণী-হরণ,
  আসিছেন ওই রুক্মিণী-চোর।"
ফেলিয়া আহ্নিক উঠিয়া দুজন,
  বাঁধি নামাবলি উদরে স্থূল,
গড়াইয়া যেন গিয়া কহে ক্রোধে—
  "তুমি কি এ দেশ করিবে নির্ম্মূল?



একি কাণ্ড তব ? আটটি প্রহর
ঠেঙ্গাইয়া খোল, করিয়া চীৎকার,
আপনি ত মর, পাড়া প্রতিবাসী
নিদ্রা যাবে সুখে সাধ্য আছে কার ?
ব্রাহ্মণের বল নৃত্যগীত ধর্ম্ম,
আছে কোন্ শাস্ত্রে ? সত্য নিরঞ্জন
আছেন অন্তরে, কর তাঁরে ধ্যান,
মর চেঁচাইয়া কিসের কারণ ?
এ দেখ আমরা বসি এতক্ষণ
করিনু আহ্নিক করি তাঁর ধ্যান ;
মর ষণ্ড মত চেঁচাইয়া কেন ?
তোমার হরির নাহি কি কাণ ?
ক্রোধে পঞ্চানন কহে টিকি নাড়ি—
"রাজ্য ছাড়া এক আনিয়া কীর্ত্তন,
চেঁচায়ে চেঁচায়ে শয়নস্থ হরি,—
ভাঙ্গিল তাঁহার নিদ্রা দুষ্টগণ।
করি ক্রোধ তিনি হরিলেন বৃষ্টি,
ধান মারা গেল, দুর্ভিক্ষে উজাড়
হইল এ দেশ ; দশ ক্রোশ হাঁটি
না পাই আমরা বিদায় আর।

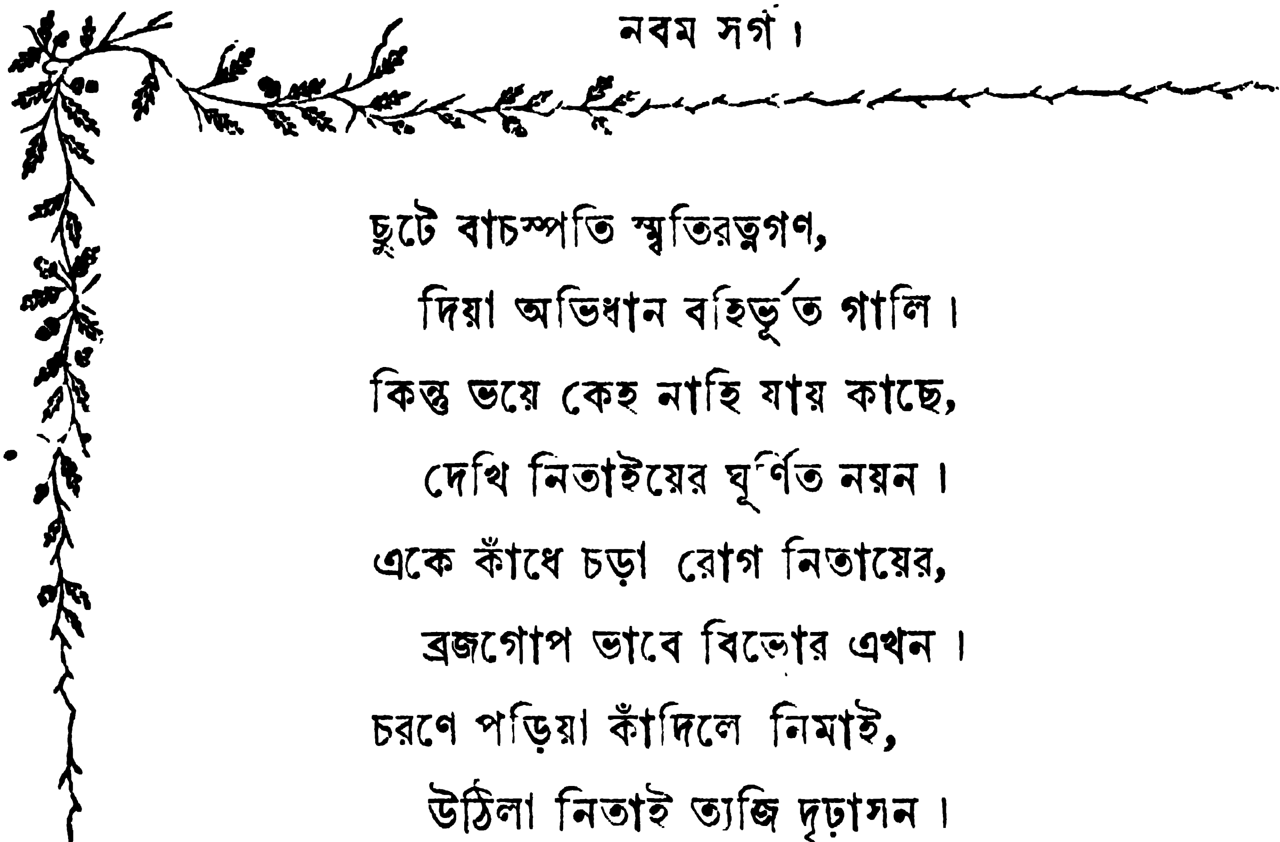
আর তুমি আচ্ছা ফিকির বাহির
করিয়াছ, সাজিয়াছ অবতার।
করিতেছ কত রুক্মিণী-হরণ,
খাইতেছ লুচি মণ্ডা ভার ভার।”
বিস্মিত স্তম্ভিত চাহিয়া দুজনে
কহে প্রভু পূর্ণ দীনতায় প্রাণ,—
“তোমরা পণ্ডিত, আমি মূর্খ অতি,
কৃপা করি মুখে কর কৃষ্ণনাম।”
কহে তর্করত্ন—“ওরে মূর্খ! নাম
ছাড়িয়া তেত্রিশ কোটী দেবতার,
আমরা পণ্ডিত মহা উপাধ্যায়,
কেন বল নাম লইব কেষ্টার?
নাহি প্রয়োজন রুক্মিণী হরণ,
নাহি চাহি বস্ত্র করিয়া হরণ
দেখিতে উলঙ্গ রমণীর রূপ,
করিতে নির্জ্জনে রাস ব্যভিচার।
মহা শাক্ত স্থান এই নবদ্বীপ,
প্রাণান্তেও নাম লব না তার।
রাস-পূর্ণিমায়,—তোর মুখে চুণ!—
‘রাসকালী’ পূজা করিব প্রচার!”

নবম সর্গ।

কাণে দিয়া হাত পড়িয়া চরণে
কহে প্রভু পুনঃ দীন ম্রিয়মাণ,—
"আমি মূর্খে কৃপা করি একবার,
বল দুই জনে মুখে কৃষ্ণ নাম।"
"বটে! বেটা! বটে।"—গর্জ্জে পঞ্চানন,
এই উপহাস তোর বার বার
জ্বলে অঙ্গ, তুই জানিস্ কি মূর্খ
জগাই মাধাই শিষ্য যে আমার?
এই চলিলাম তাহাদের কাছে,
যাইব কাজির দেয়ানে আর।
দেখি তোর ঘাড়ে আছে কটি মাথা,
ধরে কটি মাথা গৌর অবতার।"
"শুধু তাহা?" গর্জ্জি কহে তর্করত্ন,—
"জানিস্ আমরা দলপতিদ্বয়,
দিস্ তুই তবে উচ্ছিষ্ট কুকুরে,
বাসি মড়া শচী বুড়ী নাহি হয়।"
দুই মহা শিখা নাড়িয়া নাড়িয়া,
চলিল দুইটি প্রকাণ্ড উদর।
রহিলা নিমাই বিস্মিত স্তম্ভিত,
অধোমুখে যেন মূরতি প্রস্তর।

আসিছে নিতাই ভক্তগণ সহ,
  কহে তর্করত্ন—"দেখ পঞ্চানন!
ওই আসিতেছে অবধূত বেটা,
  দুরন্ত মাতাল, টলিছে চরণ!"
"বটে ষণ্ডামার্ক!"—গর্জ্জিয়া নিতাই—
  "থাক! মহাশুদ্ধি * হইবি আমার!"
ছুটি গিয়া চাপি কলসির মত
  বসাইয়া উঠে কাঁধে দুজনার।
"ব্রহ্মহত্যা! ব্রহ্মহত্যা!"—দুইজন,
  করিছে চীৎকার উপরে চীৎকার।
"গোহত্যা! গোহত্যা!" নিতাই চীৎকার
  করি কহে—"চল বলদ আমার।"
"কি কর শ্রীপাদ! কি কর! কি কর!"—
  ছুটিলা অদ্বৈত, শ্রীবাস, নিমাই।
"গ্রীবা নিষ্পীড়ন"—কহে দুপণ্ডিত;
  "গোচারণ"—কহে হাসিয়া নিতাই।
হাসে ঘাটে ঘাটে নরনারীগণ,
  হাসে শিশুগণ দিয়া হাততালি;

* তান্ত্রিকের মদের চাট্।



ছুটে বাচস্পতি স্মৃতিরত্নগণ,
দিয়া অভিধান বহির্ভূত গালি।
কিন্তু ভয়ে কেহ নাহি যায় কাছে,
দেখি নিতাইয়ের ঘূর্ণিত নয়ন।
একে কাঁধে চড়া রোগ নিতায়ের,
ব্রজগোপ ভাবে বিভোর এখন।
চরণে পড়িয়া কাঁদিলে নিমাই,
উঠিলা নিতাই ত্যজি দৃঢ়াসন।
"গ্রীবা নিষ্পীড়িত"—কহে তর্করত্ন ;
"অস্থি বিচূর্ণিত"—কহে পঞ্চানন।
রাখালের ভাবে নিতাই বিভোর,
নাচিয়া নাচিয়া চলিলা তখন।
"উঠ ! ভায়া উঠ !"—কহে পণ্ডিতেরা ;
"নিষ্পেষিত !"—কহে পণ্ডিত দুজন।
শিখায় শিখায় এমনিই গিরা
দিয়াছে নিতাই, খোলে সাধ্য কার ?
শেষে পণ্ডিতেরা কাটি দুই শিখা,
করে বিসর্জ্জন গর্ভেতে গঙ্গার।
মহা হুলুস্থূলু পণ্ডিত মণ্ডলে,
ছেঁড়া গামছাখানি কটিতে আঁটি,

কেহ কহে,—মার, কেহ—বাড়ী লুঠ,
কেহ কহে—তার পোড়াও বাটী।
স্নানান্তে নিমাই আসিছেন গৃহে,
বিষণ্ণ বদন চিন্তাকুল মন;
আসি বাচস্পতি কহে—"বাপু! শুন!
তোমার হিতৈষী আমি অনুক্ষণ।
তর্করত্নটার 'গর্ভরত্ন' নাম,
কত অপগর্ভ গৃহে আপনার!
বন্ধু তার 'ঘর পোড়া পঞ্চানন'
অগ্নি পুরাণেতে সিদ্ধ হস্ত তার।
নাহি ধরাতলে হেন মহাপাপ
এ দুজন যাহা করিতে অক্ষম;
কিন্তু আমি তব থাকিলে সহায়
দন্তে তৃণ তারা করিবে গ্রহণ।
কর তুমি কিছু অর্থ অপব্যয়,
জান পণ্ডিতেরা অর্থের কাঙ্গাল;
দিও তুমি আর আমাকে যা খুসি,
ঘুচাইব আমি সকল জঞ্জাল।
দেখি কার সাধ্য করে দলাদলি!
আর দেখ বাপু!"—কহে কাছে আসি,—

আছে কন্যা মম বিধবা ষোড়শী,
পরম রূপসী, কর সেবাদাসী !"
"কৃষ্ণ ! কৃষ্ণ !" বলি কর্ণে দিয়া হাত,
চলিলা নিমাই খেদে মুখ ভার।
বৃথা খেদ প্রভু ! পাপের উত্থান
না হইলে তুমি আসিতে কি আর ?

সে নিশি কীর্ত্তনে গভীর বিষাদ,
দেখিল সকলে, শ্রীমুখে ভাসে ;
পরদিন প্রাতে প্রভু ভাবাবেশে
কহিলেন নিত্যানন্দ হরিদাসে—
"শ্রীপাদ ! তোমরা ঘরে ঘরে গিয়া
করি প্রেমানন্দে ভিক্ষা কৃষ্ণনাম,
করি এইরূপে নাম বিতরণ,
মহাপাপীগণে কর পরিত্রাণ।
অঙ্গের কলুষ হয় প্রক্ষালিত
যেই রূপে পূণ্য-প্রবাহে গঙ্গার,
তোমাদের প্রেম-প্রবাহে তেমতি,
কর প্রক্ষালিত কলুষ আত্মার !"

প্রেমাবেশে নিত্যানন্দ হরিদাস
কহে ঘরে ঘরে—"কর ভিক্ষা দান!"
ভিক্ষা দিলে গৃহী, না লইয়া তাহা,
কহে—"চাহি ভিক্ষা বল কৃষ্ণ নাম!"
দুই মহাযোগী প্রেমেতে পাগল,
দেখি নরনারী, শুনি কৃষ্ণ নাম,
দেয় গড়াগড়ি পড়িয়া চরণে,
বহে প্রেমধারা গায় নাম গান।
গেলে পণ্ডিতের বাড়ী কহে ক্রোধে—
"বটে! শাক্ত আমি লব কৃষ্ণ নাম?
মার বেটাদেরে! ক্ষেপেছে আপনি
ক্ষেপাইছে আর নবদ্বীপ ধাম।"
কেহ কহে—"এরা ডাকাতের চর,
ফিরে বাড়ী বাড়ী করিয়া ছল।
মানুষ এরূপ পারে কি কাঁদিতে?
কাজির নিকটে ধরে নিয়ে চল।"

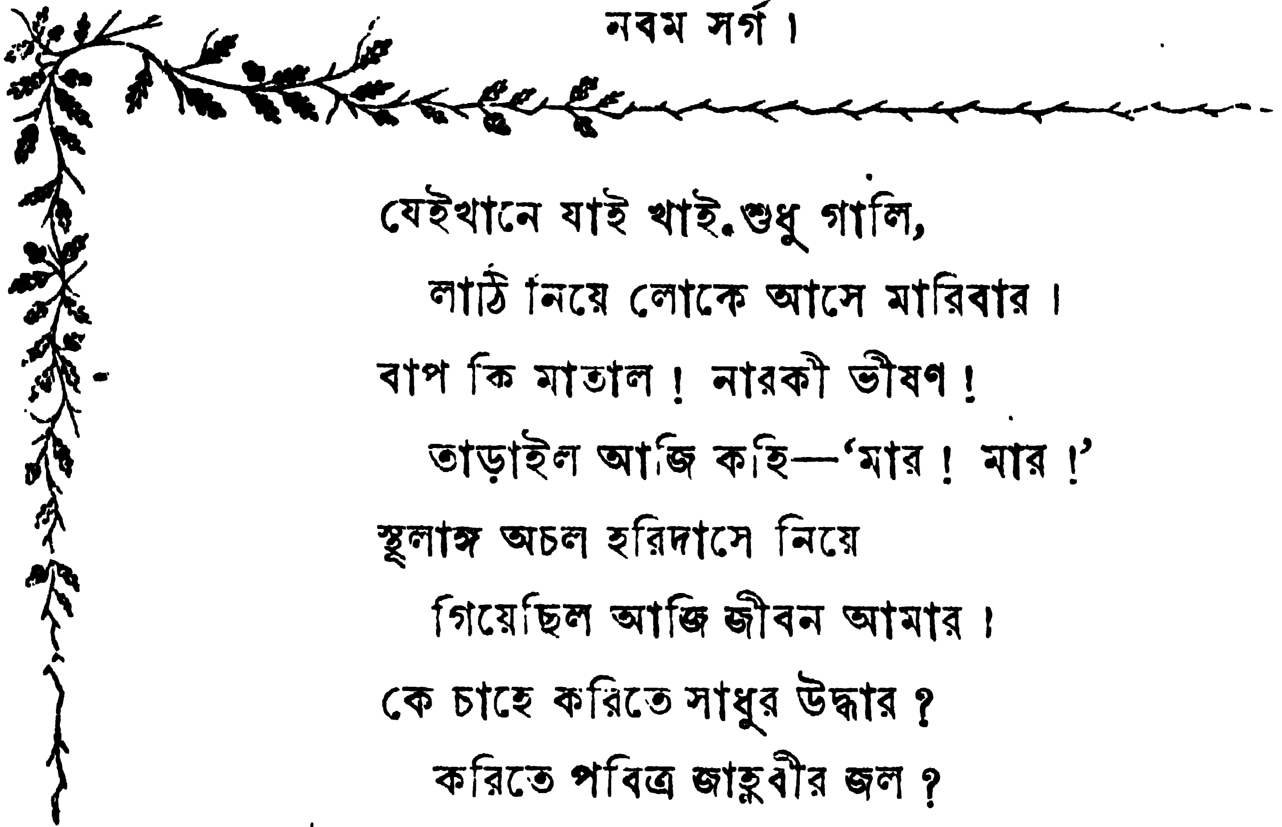
এরূপে দুজনে নিত্য ঘরে ঘরে,
কহে—"কহ কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ আর।"

উঠে নবদ্বীপে হরি নাম রোল,
বহে নবদ্বীপে ভক্তি পারাবার।
এক দিন পথে দেখেন দুজন
ঘোর মদ্যপায়ী পাপী দুরাচার,
পথে উঠি পড়ি যায় গড়াগড়ি,
যারে পায় তারে করিছে প্রহার।
কভু দুই জন করে কোলাকুলি,
কভু চুলাচুলি গালাগালি আর,
কভু মারামারি করে দুই জনে,
পিশাচের মত করিয়া চীৎকার।
ভয়ে পথিকেরা দাঁড়াইয়া দূরে,
দেখিছে এ দৃশ্য শুষ্ককণ্ঠে চাই।
কহেন নিতাই,—"জান কে ইহারা!"
কহে পথিকেরা—"জগাই মাধাই।"
ব্রাহ্মণ-সন্তান ভাই দুই জন,
মহাকুলে জন্ম মহা কুলাঙ্গার;
নাহি হেন পাপ না করে ইহারা—
চুরি গৃহ-দাহ হত্যা ব্যভিচার।
অর্থে কাজি বশ; আছে দস্যুদল
ইহাদের, করে ঘোর অত্যাচার।

ভয়ে নবদ্বীপ নিদ্রা নাহি যায়,
পথ নাহি চলে ; দেশে হাহাকার।"
করুণ হৃদয় নিতাই তখন
কহে আগে গিয়া—"বল কৃষ্ণ ভাই!
ভজ কৃষ্ণ আর! ছাড় পাপাচার,
বিনা কৃষ্ণ নাম পরিত্রাণ নাই।"
মাথা তুলি চাহে ক্রোধে দুই ভাই
মদিরায় রক্ত অরুণ লোচন।
"ধর! ধর!"—বলি ছোটে ধরিবারে,
ধায় প্রাণ ভয়ে সন্ন্যাসী দুজন।
নর নারীগণ করি হাহাকার
কহে সব—"হায়! মরিল সন্ন্যাসী।"
"ভণ্ডের উচিত হবে শাস্তি আজি।"—
কহে পণ্ডিতেরা মহানন্দে হাসি।
মদিরা বিক্ষেপে জগাই মাধাই
পড়িল, উঠিতে সাধ্য নাহি আর।
স্থূল দেহ নিত্যানন্দ হরিদাস,
দাঁড়াইলা, শ্বাস বহে দোঁহাকার।
কহেন নিতাই—"ভালই বৈষ্ণব
হইল ইহারা!" কণ্ঠাগত প্রাণ।

কহে হরিদাস—"আর কেন বল ?
মদ্য পেয়ে গেলে দিতে কৃষ্ণনাম !"
"তোমার প্রভুর নাহি কোন দোষ !
শুধু দোষ মম !"—কহিলা নিতাই,
"সৃষ্টিছাড়া আজ্ঞা করিলা—সকলে
দেও কৃষ্ণনাম ভাল মন্দ নাই।"
প্রভুর আলয়ে আসি হরিদাস
কহেন অদ্বৈতে সব সমাচার—
"চঞ্চলের সঙ্গে পাঠান আমাকে
প্রভু নিত্য, আমি যাইব না আর।
আমি যাই কোথা, সে বা যায় কোথা !
পড়ে ঝাপ দিয়া দেখিলে গঙ্গায় ;
ছোটে ধরিবারে ভীষণ কুমীর,
তীরে থাকি আমি করি হায় ! হায় !
শিশু দেখে যদি কোন্দল করিয়া
যায় মারিবারে ; পিতামাতা তার
আসে ঠেঙ্গা হাতে, পায়ে পড়ি আমি
চাহি তাহাদের কাছে পরিহার।
গোয়ালার দধি দুগ্ধ লয়ে ধায়,
তাহারা আমাকে মারিতে আসে ;

কুমারী দেখিলে, বলে বিয়া কর,
দেয় গালি তারা পাগল হাসে।
মানুষ দেখিলে কাঁধে উঠে তার,
ষাঁড়ে চড়ি কহে—'মহেশ আমি!'
মানা যদি করি, গালি দিয়া কহে—
'কে রে তোর প্রভু, আমি নাহি মানি।'
আজি দুই গিয়া মাতালের কাছে
কহে—'ভজ কৃষ্ণ, লও কৃষ্ণ নাম।'
মহা ক্রোধে তারা ধায় মারিবারে
কৃষ্ণ কৃপা করি রাখিলেন প্রাণ।"
হাসিয়া অদ্বৈত কহেন—"দেখিবে
আনি সেই দুই মাতালেরে কাল
আমাদের জাতি ধর্ম্ম নষ্ট করি,
মাতাবে এ দেশ এ তিন মাতাল।"
শুনি উপহাস হাসেন নিমাই,
দেখি নিত্যানন্দ, ক্রোধে মুখ ভার,
কহে—"খণ্ড খণ্ড কর যদি দেহ,
আমি নাম ভিক্ষা করিব না আর।
করি রুদ্ধদ্বার কর ঠাকুরালি,
নবদ্বীপে নিন্দা ধরে না আর।



যেইখানে যাই খাই শুধু গালি,
লাঠি নিয়ে লোকে আসে মারিবার।
বাপ কি মাতাল! নারকী ভীষণ!
তাড়াইল আজি কহি—'মার! মার!'
স্থূলাঙ্গ অচল হরিদাসে নিয়ে
গিয়েছিল আজি জীবন আমার।
কে চাহে করিতে সাধুর উদ্ধার?
করিতে পবিত্র জাহ্নবীর জল?
সূর্য্যে দিতে তাপ? সুধাকরে সুধা?
কে চাহে করিতে তুষার শীতল?
পার যদি, কর পাপীর উদ্ধার,—
মহাপাপী দুই জগাই মাধাই।
হবে নাম তব পতিতপাবন,
এমন মধুর নাম আর নাই।"
হাসিয়া ঈষদ কহিলেন প্রভু—
"তুমি তাহাদের চিন্তিছ কুশল
শ্রীপাদ!—যখন, জানিও নিশ্চয়
করিবেন কৃষ্ণ তাদের মঙ্গল।"
আসিয়া শ্রীবাস বিষন্নবদন
কহিলা—"আসন্ন বিপদ বিষম।

সমস্ত পণ্ডিত করিয়া মন্ত্রণা
করেছে নালিশ কাজির সদন।
ক্রোধে কাজি আসি খোল করতাল
ভাঙ্গিল যাহার পাইল যথায়,
ধরিছে মারিছে যারে পায় যথা
সর্ব্ব নবদ্বীপ করে হায়! হায়!
কহে পণ্ডিতেরা—"নিক হরিনাম
মনে মনে; হুড়াহুড়ি ধর্ম্ম নয়।
বেদ লঙ্ঘনের উচিত এ দণ্ড;
নাহি ইহাদের জাতি-নাশ ভয়।"
রহি মৌনভাবে করোপরে শির,
কহিলেন প্রভু হাসিয়া তখন—
"দেও এ ঘোষণা, কালি অপরাহ্নে
হবে নবদ্বীপে নগরকীর্ত্তন।"





দশম সর্গ।

পতিতোদ্ধার।

সেই অপরাহ্লে উঠিল বাজিয়া,
শত শত খোল, শত করতাল।
শত শত শঙ্খ, ঘণ্টা, ঘড়ি, কাসা;
ছেয়ে অপরাহ্ল রবি-কর-জাল
উড়িল আকাশে পতাকা নিশান
শত শত দণ্ডে বিচিত্র বরণ;
লোকারণ্য শচী মাতার দুয়ারে;
হরিধ্বনি পূর্ণ হইল গগণ।
ছুটিল কীর্ত্তন-স্রোত রাজপথে
লীলা ত্রিতরঙ্গে সম্প্রদায়ে তিন;

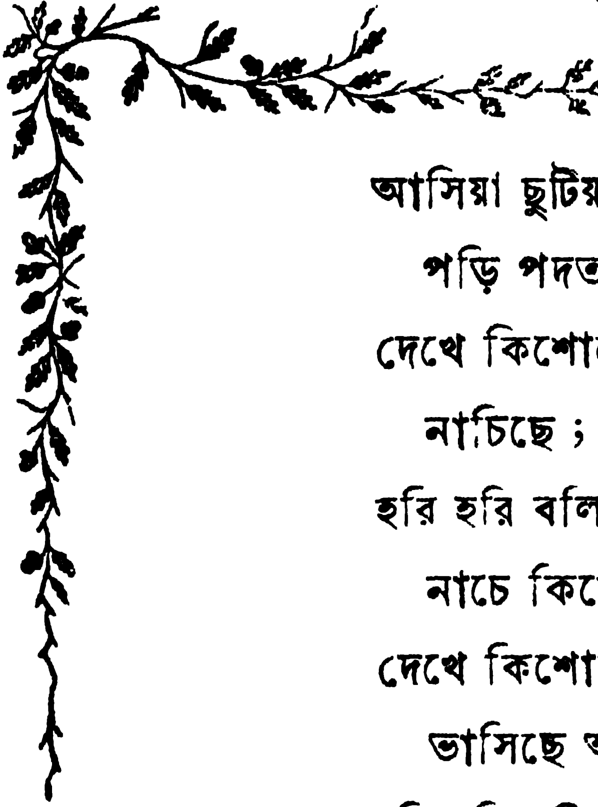
আগে নাচে গায় আচার্য্য স্বদল
  আনন্দে অবশ, প্রেমে বাহ্যহীন।
মধ্যে হরিদাস অতি দীনহীন
  নাচিয়া গাইয়া প্রেমানন্দে ভাসি ;
পরে শ্রীনিবাস গাইয়া নাচিয়া
  কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট আনন্দ রাশি।
সর্ব্বশেষে প্রেমে পূর্ণ আত্মহারা
  কণকবিগ্রহ প্রভু জ্যোতির্ম্ময়,
চাঁচর চিকুরে মালতীর মালা,
  ললাটে চন্দন ফাগু বিন্দুচয়।
আকর্ণ বিশ্রান্ত ভ্রূযুগ সুন্দর
  আকর্ণ বিশ্রান্ত আয়ত নয়ন ;
ঊর্দ্ধ নেত্রতারা নীলমণিময়,
  উন্নত নাসিকা সুচন্দ্র আনন।
চন্দ্রকলাধরে হাসি জ্যোৎস্নার,
  দুলিছে সুকর্ণে সুবর্ণ কুণ্ডল ;
দীর্ঘ সিংহগ্রীবা, অংশ সমুন্নত,
  সুপীন হৃদয় গগণ উজ্জ্বল !
শুক্ল যজ্ঞসূত্র শোভে অতি ক্ষীণ,
  সহ মালতীর মালা মনোহর ;

কাঞ্চন শৃঙ্গাঙ্গে ধারা তুষারের
   শোভিতেছে যেন পবিত্র সুন্দর!
সুবর্ণ বল্লরী সুবাহু প্রকোষ্ঠে
   মালতীর মালা শোভে কি সুন্দর!
ক্ষীণ কটিতটে শোভে কৃষ্ণ চেলী,
   কাঞ্চণ শৃঙ্গাঙ্গে ঘন জলধর।
চন্দনে চর্চ্চিত সর্ব্ব কলেবর,
   চন্দনে চর্চ্চিত তুলি বাহুদ্বয়,
নাচিছেন প্রভু হরি হরি বলি,
   দুই পদ্ম নেত্রে প্রেমধারা বয়।
পুলকে সুবর্ণ কদম্বে পুষ্পিত
   দীর্ঘ দেব দেহ লীলায় মধুর;
ভকতের বাঞ্ছা চরণ কমলে
   বাজিছে লীলায় মধুর নূপুর!
মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ করতাল
   বাজিছে গভীরে জলধর স্বন;
বাজে রাম সিঙ্গা রহিয়া রহিয়া
   গভীর নিস্বনে পূরিয়া গগণ।
গাইছে বেড়িয়া প্রেমেতে বিহ্বল
   মুকুন্দ মুরারি গোবিন্দ রামাই।

ঊর্দ্ধাবিষ্ট নেত্র, দুই বাহু তুলি
 'বোল বোল' বলি নাচিছে নিমাই।
দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ গদাধর,
 পড়িতে আবেশে রাখিছেন ধরি,
কখনও ভূতলে পড়িয়া আবেশে
 সোণার পুতুল যায় গড়াগড়ি।
সকাঁদি কদলী বৃক্ষ, পূর্ণ ঘট,
 নারিকেল, আম্র পল্লব আর,
দধি দূর্ব্বা ধান্য ঘৃতের প্রদীপ
 গৃহ দ্বারে দ্বারে শোভে নদীয়ার।
সর্ষপের স্থান নাহি রাজপথে,
 প্রাঙ্গনে প্রাচীরে গবাক্ষে কাহার,
নাহি ছাদে ছাদে নাহি বৃক্ষে স্থান,
 বৃক্ষে বৃক্ষে নর পত্র পুষ্প ভার।
যার আছে খোল, আছে করতাল
 আসিছে লইয়া আনন্দে বিহ্বল,
গায় হরিনাম দশবিশ মিলি,
 নাচে শতশত কীর্ত্তনের দল।
শত শত কণ্ঠে রহিয়া রহিয়া
 উঠে হরিধ্বনি পবিত্র গম্ভীর,

দশম সর্গ।

রহিয়া রহিয়া উঠে হুলুধ্বনি,
  সহস্র সহস্র কণ্ঠে রমণীর।
বাজে গৃহে গৃহে শঙ্খ শত শত,
  শত শত ঘণ্টা কাংস্য অগণন,
মঙ্গল উৎসবে উন্মত্ত নগর
  করে খই কড়ি পুষ্প বরিষণ।
ঊর্দ্ধনেত্র তারা, দুই বাহু তুলি,
  নাচিছেন প্রভু আনন্দে বিহ্বল
বাহি পদ্মনেত্র সুবর্ণ কপোল,
  বহে সুরধুনী ধারা অবিরল।
'হরি বোল' কথা নাহি আসে মুখে,
  কহিছেন প্রভু শুধু 'বোল! বোল',
'হরি বোল হরি!'—কহে নরনারী,
  কহে শিশুগণ—'হরি হরি বোল!'
হাসিছেন কভু কি জ্যোৎস্না হাসি,
  জুড়ায়ে তাপিত নরনারী প্রাণ;
করিছেন কভু করুণ রোদন,
  দ্রবি করুণায় কঠিন পাষাণ।
নগরে নগরে যেখানে যখন
  যাইছেন প্রভু, গৃহ পরিহরি



আসিয়া ছুটিয়া দেখি অশ্রু হাসি,
পড়ি পদতলে দেয় গড়াগড়ি।
দেখে কিশোরেরা ব্রজের গোপাল
নাচিছে ; নাচিছে চূড়া পীতধড়া ;
হরি হরি বলি দিয়া করতালি,
নাচে কিশোরেরা আনন্দে ভরা।
দেখে কিশোরীরা ব্রজের কিশোরে
ভাসিছে অধরে কি সুধা হাসি !
হরি হরি বলি নাচে আত্মহারা,
শুনিয়া শ্রবণে মধুর বাঁশি।
দেখে প্রৌঢ় প্রৌঢ়া নন্দের দুলাল,
দেখে যশোদার কানাই বলাই ;
নাচিছে কি প্রেমে গলাগলি করি,
কি প্রেমে বিভোর নিমাই নিতাই।
"আয় যাদু আয় ! আয় বুকে আয় !"—
কাঁদি লয় বুকে পাগল পারা।
"মা !—মা !—মা ! বাপ ! বাপ ! বাপ !"—
কাঁদে দুই ভাই প্রেমে আত্মহারা।
দেখে পিতা প্রভু অন্য নর নারী,
বাপ ! প্রভু !—বলি চরণে পড়ি,

ভুলি পতি পত্নী কোলের সন্তান,
ধূলায় আকুল দেয় গড়াগড়ি।
যেখানে যেরূপে ভক্ত করে ধ্যান,
দেখে সেইরূপে প্রভু বিদ্যমান;
কেহ দেখে বিষ্ণু, কেহ দেখে শিব,
কেহ দেখে কৃষ্ণ, কেহ দেখে রাম।
নগর নগর করিয়া উদ্ধার
গেলা প্রভু গঙ্গাঘাটে আপনার,
চলিল কীর্ত্তন-স্রোত তীরে তীরে
জগাই মাধাই ঘাটে এই বার;
নিজ গৃহ দ্বারে দাঁড়ায়ে দুভাই
দেখে সবিস্ময় নদীয়া নগর
আসিছে ভাঙ্গিয়া কি অনন্ত স্রোতে,
অনন্ত তরঙ্গে, বিস্ময়কর।
বাজিছে মৃদঙ্গ বাজিছে মন্দিরা,
বাজে করতাল শত সংখ্যাতীত,
বাজে শঙ্খ, ঘণ্টা, কাসা, রামশিঙ্গা,
গোধূলি আকাশ করিয়া প্লাবিত।
শত শত দল, শত শত কণ্ঠে
করিছে কীর্ত্তন তুলিয়া ঝঙ্কার,

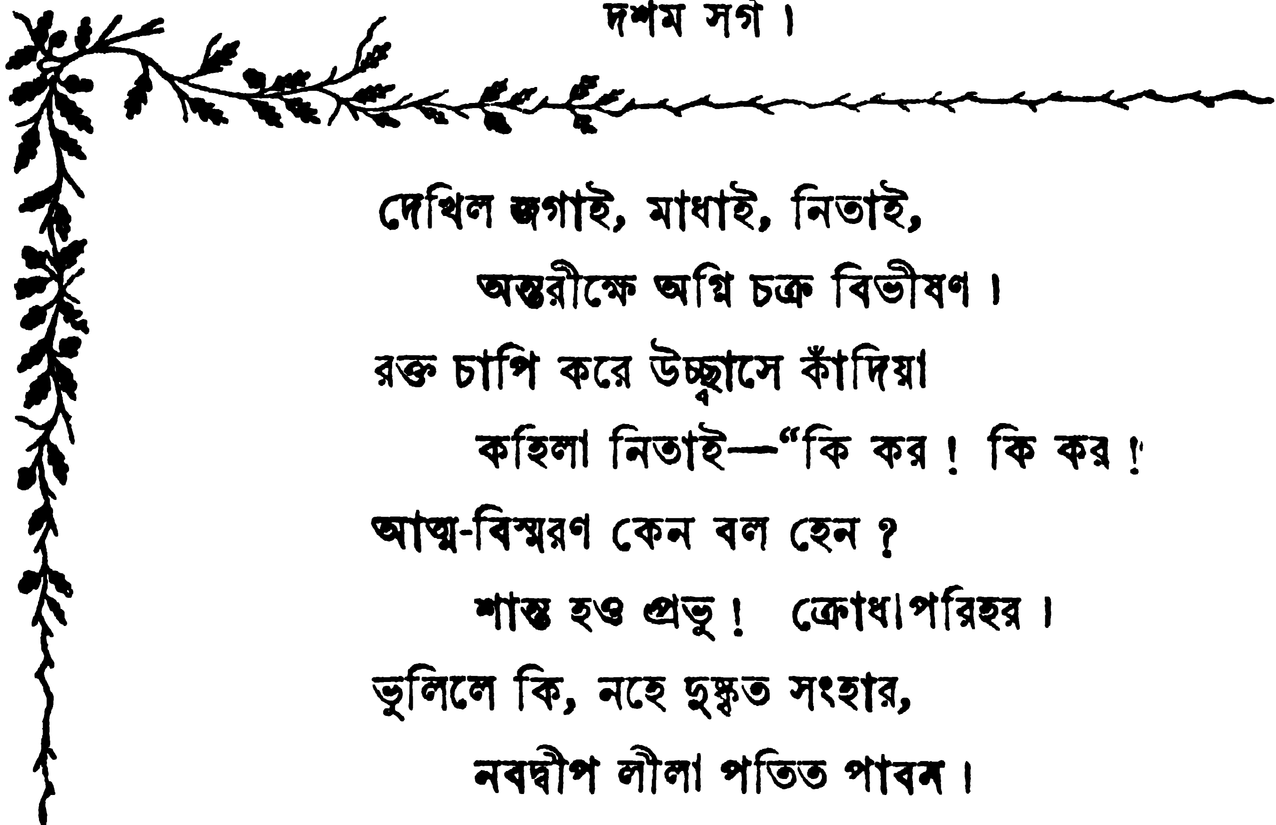
হেলিয়া দুলিয়া, নাচিয়া, ঘুরিয়া,
  উঠিয়া পড়িয়া করিয়া হুঙ্কার।
উঠিছে তরঙ্গে গোধূলি আকাশে
  অনন্ত কণ্ঠেতে 'হরিবোল হরি!'
উঠিছে অনন্ত কণ্ঠে হুলুধ্বনি
  লহরে লহরে কি লীলা করি!
শত শত কর ফুল, খই, কড়ি,
  বরিষা ধারায় করিছে বর্ষণ;
বরিষা ধারায় নেত্রে সংখ্যাতীত
  বহিছে ভক্তির আনন্দ প্লাবন।
নাহি জ্ঞান কেবা কার গায়ে পড়ে,
  কে কাহারে ধরে শিশুর মতন;
কে লইছে কার চরণের ধূলি,
  কার গলা ধরি কে করে ক্রন্দন।
কেহ নাচে, কেহ গায়, বলে হরি,
  কেহ বা ধূলায় দেয় গড়াগড়ি,
কেহ নানা বাদ্য বাজাইছে সুখে,
  কেহ বা মূর্চ্ছিত রহে পথে পড়ি।
নাচে নর নারী, গায় নর নারী,
  দিয়া করতালি বলি 'হরি! হরি!'

দিয়া করতালি নাচে গায় কেহ
বৃক্ষ হ'তে লম্ফে ভূতলে পড়ি।
ভাঙ্গি বৃক্ষ ডাল কহে গর্জ্জি কেহ
পাষণ্ড পণ্ডিত করিব দলন ;
কিলাইয়া মাটি কেহ কহে ক্রোধে
বধিব পণ্ডিত পাষণ্ড এখন।
"বটে! বটে! বেটা!"—কহে পণ্ডিতেরা—
"যত বড় মুখ কথা তত বড়।"
দলে দলে ভয়ে দাঁড়াইয়া দূরে
কহে পণ্ডিতেরা কাঁপি থর থর।
"আসিয়াছেন কাজি লয়ে সৈন্য দল,
ওরে কুষ্মাণ্ডেরা! দেখিব এখন,
কেমনে লইয়া খোল করতাল,
ঢাল তরবার সঙ্গে করিস্ রণ।"
কেহ গিয়া পড়ে প্রভু পদতলে,
কেহ বা পড়িতে ধরে অন্যজন
কহে টিকি নাড়ি,—"কি কর! কি কর!
হিন্দু ধর্ম্মটাকে দিবে বিসর্জ্জন!"
কেহ দিয়া ঝাঁপ পড়িছে গঙ্গায়,
কেহ ভয়ে বেগে করে পলায়ন ;

কেহ পিণ্ডবৎ যাইতে হতেছে
কুম্ভোদর সহ ভূতলে পতন।
জগাই মাধাই কাছে গিয়া কেহ
কহে—"শুন বাপু! তোমরা দুভাই
পরম তান্ত্রিক, এই নবদ্বীপে
তোমাদের মত পুণ্যবান্ নাই!
আজি হিন্দুধর্ম্ম, শাক্তধর্ম্ম সহ,
নিমাই পণ্ডিত দিল রসাতল;
আজি রক্ষা কর তোমরা দুভাই,
হিন্দুধর্ম্ম সহ পণ্ডিত সকল।"
দল পরে দল গেল চলি ক্রমে;
গেল চলি তুলি প্রেমের প্লাবন
আচার্য্যের দল, হরিদাস দল,
শ্রীবাসের দল করিয়া কীর্ত্তন।
কহিল জগাই—"দেখরে মাধাই!
বাজে চারিদিকে খোল করতাল,
মাঝে ও কে নাচে সোণার মূরতি?
ঝলসিছে অঙ্গে কি কিরণজাল!
এত নহে ভাই! মানুষের রূপ;
এত অঙ্গ-জ্যোতিঃ মানুষের নহে;

মানুষের নেত্রে মুক্ত অবিরল,
দুই নদী ধারা এরূপে কি বহে ?
দেখ নর নারী করি কোলাকুলি,
কাঁদিয়া আকুল চরণে পড়ি ;
সোণার পুতুল কি ভাবে বিভোর
ধূলায় পড়িয়া দেয় গড়াগড়ি।
অধরে কি হাসি! নেত্রে কি করুণা!
দেখ কি চাহনি চাহিছে আমায়!
মদের উপরে ঢালি মাদকতা,
জুড়াইল প্রাণ অমৃত ধারায়!"
সংকীর্ত্তন দল, নিত্যানন্দ আগে,
নাচিয়া গাইয়া আসিলে কাছে,
ছুটিয়া মাধাই আগুলিল পথ ;
হরি! হরি! বলি নিতাই নাচে।
মদিরা জড়িত কণ্ঠেতে মাধাই
কহে—"বেড়ে গাও, বেড়ে নাচ আর।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত আজি সবে
গাইবে নাচিয়া গৃহেতে আমার।"
প্রেমেতে বিহ্বল কহিলা নিমাই—
"ভাইরে মাধাই! আয় দিব কোল!

আর পাপে পূর্ণ না করিস্ ধরা
একবার মুখে হরি হরি বোল!"
কহিল মাধাই ক্রোধে—"শাক্ত আমি,
লব হরিনাম ওরে অবধূত!
দেখি তোর ঘাড়ে আছে কটি মাথা,
চিনিস্ না তুই তোর যমদূত!"
তুলিয়া লইয়া কলসীর কাণা
ক্রোধে গরজিয়া করিল প্রহার
নিত্যানন্দ শিরে; যেন রক্তগঙ্গা
ছুটিল পবিত্র শোণিত ধারার।
কলসীর কাণা হানিতে আবার,
বেগে দৃঢ় করে ধরিয়া জগাই
কহিল উচ্ছ্বাসে—"কি কর! কি কর!
বিদেশী সন্ন্যাসী কেন মার ভাই!"
থামিল কীর্ত্তন; মহা হাহাকার
উঠিল তখন; বিস্ময়ে চাহি?
দেখিলেন প্রভু হাসিছে নিতাই,
ঝরিছে শোণিত ললাট বাহি।
কৃষ্ণভাবাবেশে আবিষ্ট বিভোর
"চক্র! চক্র!" ক্রোধে গর্জ্জিল তখন,



দেখিল জগাই, মাধাই, নিতাই,
অন্তরীক্ষে অগ্নি চক্র বিভীষণ।
রক্ত চাপি করে উচ্ছ্বাসে কাঁদিয়া
কহিলা নিতাই—"কি কর! কি কর!
আত্ম-বিস্মরণ কেন বল হেন?
শান্ত হও প্রভু! ক্রোধ পরিহর।
ভুলিলে কি, নহে দুষ্কৃত সংহার,
নবদ্বীপ লীলা পতিত পাবন।
ভুলিলে কি, নহে চক্র সুদর্শন,
নবদ্বীপ লীলা-চক্র সঙ্কীর্ত্তন।
বিশেষ জগাই মারে নি আমায়;
মাধাই মারিতে রাখিল জগাই।
দৈবে রক্ত পড়ে, দুঃখ নাহি পাই,
ভিক্ষা দেও প্রভু! এই দুই ভাই!"
জগাইরে প্রভু! করি আলিঙ্গন
কহিলা কাঁদিয়া—"জগাই! জগাই!
আজি তুই ভাই কিনিলি আমারে,
রাখি নিত্যানন্দে প্রাণ সম ভাই।
আজি কৃষ্ণ কৃপা করুন তোমারে
যে অভীষ্ট তব চাহ সেই বর,

হউক তোমার প্রেম ভক্তি লাভ।”
দু নয়নে অশ্রু বহে দরদর।
মাধাই মূর্চ্ছিত পড়িল চরণে,
প্রভু কহে—“উঠ, কর দরশন!”
দেখে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর,
চতুর্ভুজ রূপ বিশ্ব বিমোহন।
আবার মূর্চ্ছিত পড়িল জগাই,
বক্ষে তার প্রভু রাখিলা চরণ।
নর নারী কণ্ঠে উঠে জয়ধ্বনি
উঠে হরিধ্বনি বিদারি গগন।
মাধাইর প্রাণে ধীরে ধীরে ধীরে
করি মদিরার মাদকতা দূর
কি যেন অমৃত হইল সঞ্চার,
পড়িল কাঁদিয়া চরণে প্রভুর।
কহে—“দুইজন করিলাম পাপ;
কেন তব কৃপা কর দুই ভাগ?
দেও এ পাপীকে দেও তব নাম,
দেও প্রেম ভক্তি পুণ্যে অনুরাগ।”
প্রভু কহে—“তোর নাই পরিত্রাণ,
নিত্যানন্দ অঙ্গে করিলি আঘাত।

তিনিই পারেন ক্ষমিতে কেবল,
করেছিস্ তাঁর অঙ্গে রক্তপাত।”
পড়ি নিত্যানন্দ প্রভুর চরণে
কহিল মাধাই কাঁদিয়া কাতরে,—
“মহাপাপী আমি, ক্ষম অপরাধ!”
দুনয়নে অশ্রু ঝরে দর দরে।
কহিলেন প্রভু—“শ্রীপাদ! শ্রীপাদ!
না চাহিতে ক্ষমা, তুমি দয়াময়,
ক্ষমিয়াছ আগে, জানি প্রভু! আমি;
কিন্তু হেন পাপী ক্ষমা-যোগ্য নয়।
আমি করযোড়ে এ পাপীর তরে
চাহিতেছি ক্ষমা চরণে তোমার।
কাঁদিছে মাধাই পড়িয়া চরণে
ক্ষমা করি কর পাতকী উদ্ধার।”
করুণার সিন্ধু প্রভু নিত্যানন্দ
কহিলা কাঁদিয়া—“একি লীলা ভাই!
তুমিই করিবে পতিত উদ্ধার,
আমি পাষাণের সেই শক্তি নাই।
থাকে কোনো জন্মে সুকৃতি আমার,
মাধাইকে আমি দিলাম সকল;

ছাড় মায়া প্রভু! তোমার মাধাই,
তুমি কৃপা কর, করুণ-কোমল।”
আয়রে মাধাই! বল হরিবোল!
আয় ভাই আয়! আয় কোলে আয়!
মেরেছিস্ তুই কলসীর কাণা,
তা বলে কি প্রেম দিব না রে আয়!
তুলি মাধাইকে লইলেন বুকে,
মূর্চ্ছিত চরণে পড়িল মাধাই।
লক্ষ নর নারী—হরিবোল হরি!—
গাইল, কাহারো শুষ্ক নেত্র নাই।
উঠিল বাজিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা,
উঠিল বাজিয়া করতাল আর;
বেড়ি দুই প্রভু—চরণে দুভাই—
উঠিল কীর্ত্তন কিবা করুণার।

—০—

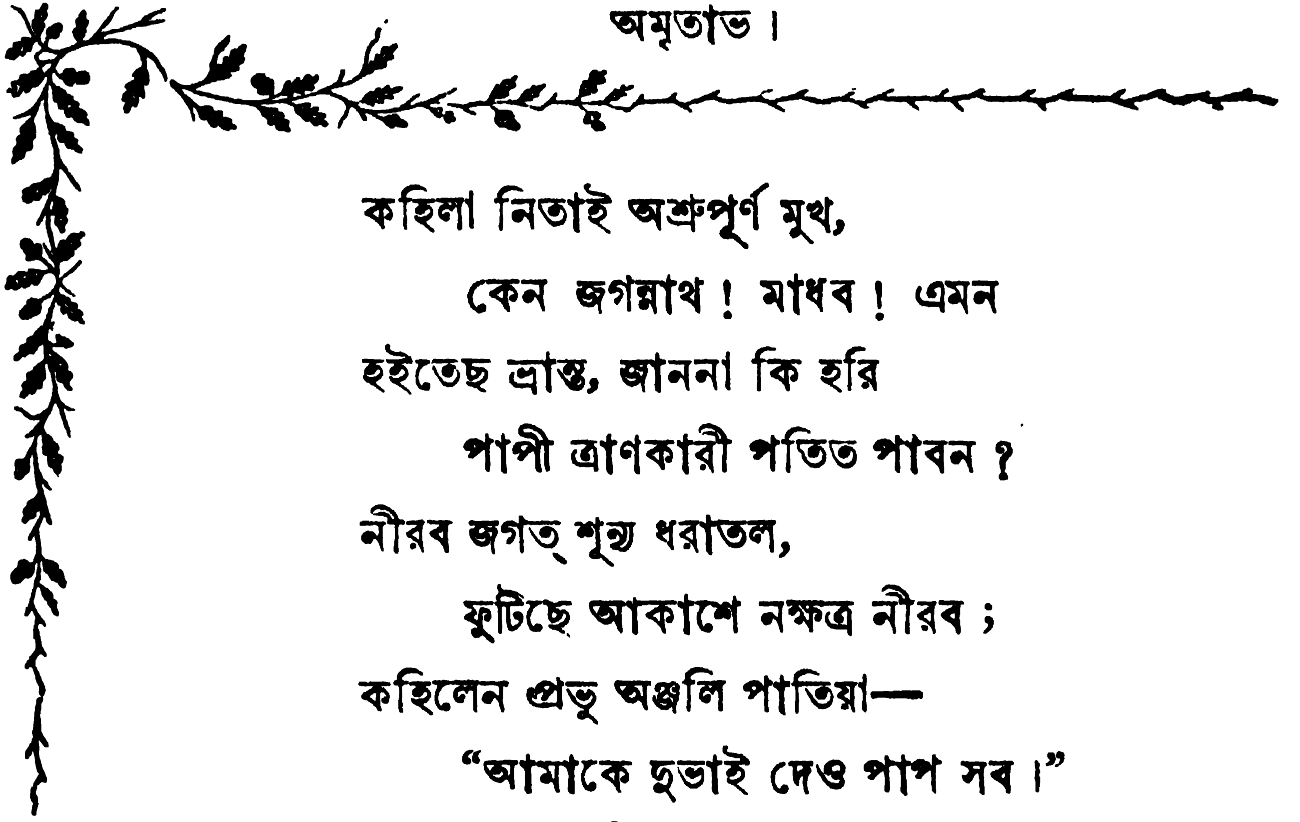
কীর্ত্তন।

“আয় রে জগাই মাধাই আয়!
সঙ্কীর্ত্তনে নাচ্‌বি যদি আয়!

ওরে মেরেছিস কলসীর কাণা,
তা বলে কি প্রেম দিব না, আয়!
রক্তে অঙ্গ ভেসে যায় রে!
রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়।
মার খেয়েছি আরো খাব,
আয় কোলে প্রেম দিব রে আয়!
স্নান করায়ে গঙ্গার জলে,
হরি নামের মালা দিব আয়!"
আইল গোধূলি নিদাঘ আকাশে,
আবরিয়া ধরা গাম্ভীর্য্য ছায়ায়;
নাচি দুই ভাই দিয়া করতালি,
হরি! হরি! বলি পড়িল গঙ্গায়।
হইল জগাই মাধাই উদ্ধার—
বহি এই বার্ত্তা বেগে ঝটিকার,
সর্ব্ব নবদ্বীপ আসিয়া ছুটিয়া
দেখিছে স্তম্ভিত চিত্রিত আকার—
স্নাত দুই ভাই জগাই মাধাই
দাঁড়ায়ে আবক্ষ সলিলে গঙ্গার;
তাঁমা ও তুলসী কৃতাঞ্জলিপুটে,
দুনয়নে অশ্রুধারা অনিবার।

বসি স্নাত তীরে পদ্মাসনে স্থির,
প্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দ বিশ্বম্ভর ;
স্নাত ভক্তগণ দাঁড়াইয়া স্থির
চিত্রার্পিত, নেত্রে অশ্রু দরদর।
নিদাঘ গোধূলি নীরব গম্ভীর ;
গম্ভীর নীরব জাহ্নবী জল ;
নীরব গম্ভীর লোকারণ্য তীরে,
নীরব গম্ভীর শূন্য ধরাতল।
নীরবতা বক্ষে উঠিল ভাসিয়া
প্রভুর শ্রীকণ্ঠ করুণ গম্ভীর,
কহিলেন প্রভু অঞ্জলি পাতিয়া,
পুলকে পুষ্পিত পবিত্র শরীর—
"দেও জগন্নাথ ! মাধব ! আমায়
তামা ও তুলসী সহ গঙ্গাজল,
দেও, তোমাদের পাপ কর দান,
হও দুই ভাই পবিত্র নির্ম্মল !
দেখিছে জগাই, দেখিছে মাধাই,
সম্মুখে কি মূর্ত্তি পতিত পাবন !
অঙ্গে কিবা জ্যোতি ! কি দেব মহিমা !
কিবা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি নারায়ণ !

ধীরে ধীরে ধীরে গোধূলি আকাশে
ফুটিছে নক্ষত্র ক্ষুদ্র সমুজ্জ্বল ;
পাপীর হৃদয়ে সঞ্চারি গোধূলি
ফুটিছে পুণ্যের নক্ষত্র নির্ম্মল ।
কহিছে কাঁদিয়া জগাই মাধাই,—
"একি কথা প্রভু ! জগত তোমার
করে পূজা দিয়া কুসুম চন্দন,
দিয়া বহুমূল্য রত্ন উপহার ।
মহাপাপী প্রভু ! আমরা দুভাই,
কত নর-হত্যা, নারী-হত্যা আর
করিয়াছি হায় ! কেমনে অর্পিব
আমাদের পাপ শ্রীকরে তোমার ।
না, না, পারিব না ; আমরা দুজন
মহাপাপী, কর দণ্ড সমুচিত ।
ডাক চক্রে তব, করি খণ্ড খণ্ড
কর এই দেহ নরকে পতিত ।"
নীরবতা বক্ষে আবার, আবার
উঠিছে প্রভুর কণ্ঠ সুমঙ্গল—
"তোমাদের পাপ ভিক্ষা চাহি আমি ;
দেও দান, হও পবিত্র নির্ম্মল !"



কহিলা নিতাই অশ্রুপূর্ণ মুখ,
কেন জগন্নাথ! মাধব! এমন
হইতেছ ভ্রান্ত, জাননা কি হরি
পাপী ত্রাণকারী পতিত পাবন?
নীরব জগত্ শূন্য ধরাতল,
ফুটিছে আকাশে নক্ষত্র নীরব;
কহিলেন প্রভু অঞ্জলি পাতিয়া—
"আমাকে দুভাই দেও পাপ সব।"
কাঁদি উচ্চ কণ্ঠে জগাই মাধাই
পড়ি দান মন্ত্র পবিত্র মধুর,
মহাপাপী দুই মহাপাপ রাশি
করিল উৎসর্গ শ্রীকরে প্রভুর।
দেখে সিক্ত নেত্রে লক্ষ নর নারী
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চিত্রিত আকার,—
পূর্ণ চন্দ্র অঙ্গে রাহু ছায়া মত,
হলো গৌর বর্ণে কালিমা সঞ্চার।
উঠিল প্লাবিয়া সায়াহ্ন গগন
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে—হরিবোল হরি!
পড়িতে গঙ্গায় জগাই মাধাই
মূর্চ্ছিত, রাখিলা ভক্তগণ ধরি।

আবার বাজিয়া উঠিল মৃদঙ্গ,
বাজিল মন্দিরা শঙ্খ করতাল,
উড়িল আকাশে পতাকা অনন্ত,
জ্বলিল ভূতলে অসংখ্য মশাল।
চলিল কীর্ত্তন কাজির নগরে,
গঙ্গা তীরে তীরে প্রবাহে গঙ্গার ;
সর্ব্ব নবদ্বীপ ভক্তিতে বিহ্বল
দেখিয়া জগাই মাধাই উদ্ধার।
সর্ব্ব নবদ্বীপ উন্মত্ত এখন,
নাচে নরনারী নাচে শিশুগণ,
কীর্ত্তনের তালে তালে দিয়া তালি ;
নাচিছে অসংখ্য মশাল কেতন।
কহিলেন কাজি ডাকিয়া কিঙ্করে—
"দেখ কোলাহল কিসের কারণ।
বুঝি কারও বিয়া ; ভূত উপাসক
করিতেছে কিম্বা ভূতের কীর্ত্তন।"
ঊর্দ্ধশ্বাসে ফিরি প্রথম কিঙ্কর
কহে—"জাঁহাপনা! কর পলায়ন ;
কোটী কোটী লোক আসিছে লইয়া
নিমাই পণ্ডিত করিতে রণ।



লক্ষ লক্ষ খোল, লক্ষ করতাল ;
　　লক্ষ মহাতাপ মশাল জ্বলে ;
লক্ষ লক্ষ লোকে নাচিছে গাইছে ;
　　আল্লা ! লক্ষ কণ্ঠে হরি ! হরি ! বলে।
আজি কাফেরেরা কি করে না জানি,
　　চল জাঁহাপনা করি পলায়ন।”
হাসি কহে কাজি—“খোল কাসা নিয়া
　　আসে কিরে মূর্খ ! করিবারে রণ ?”
দ্বিতীয় কিঙ্কর আসি উৰ্দ্ধশ্বাস,
　　কহে—“জাঁহাপনা কি কহিব আর ?
‘কেলা গাছ’ ঘট আমের পল্লব,
　　দুয়ারে দুয়ারে আজি নদীয়ার।
পুষ্পময় পথ, খই, খড়ি, ফুল
　　পড়িতেছে যেন ফোঁটা বরিষার।
বাজে কি বাজনা ; আল্লা ! কি চীৎকার,
　　নগরে নগরে আজি নদীয়ার।
কহে কাফেরেরা—‘মার ! কাজি মার !’
　　করে কি হুঙ্কার নিমাই আচার্য্য।
নাচে সে কি নাচ, খায় কি আছাড়,
　　সেই হিন্দুভূত, এ তাহার কার্য্য।

আল্লা! এ বামনা এত কাঁদে কেন?
দুই চোকে যেন নদীধারা বহে।
বুঝি শচী বুড়ী মরিয়াছে আজি;
এত জল বান্ধা চোকেতে কি রহে?"
আসি ঊর্দ্ধশ্বাসে কহে পণ্ডিতেরা—
"ভো! ভো! কাজি! রক্ষ পণ্ডিত সকল!
ধর্ম্ম তোমাদের, ধর্ম্ম আমাদের,
নিমাই পণ্ডিত দিল রসাতল।
পথে পথে পথে এই নৃত্য গীত,
এই মাতলামি লাফালাফি আর,
আছে কোন্ ধর্ম্মে? বউ ঝি কাহার
নাহি আজি গৃহে এই নদীয়ার।"
কহিল আসিয়া কিঙ্কর তৃতীয়—
"জাঁহাপনা! আমি কহিব কি আর?
শুনি নাই কভু মানুষ এমন
হইতে পাগল নামেতে আল্লার।
দেখ গিয়া লক্ষ লক্ষ নর নারী,
হরি হরি বলি দেয় গড়াগড়ি;
দেখ গিয়া কত শত নর নারী,
রয়েছে মূর্চ্ছিত রাজপথে পড়ি।

শিরে পাগ বান্ধি কত মুসলমান
　　নাচিছে গাইছে ভক্তিতে বিহ্বল ;
দেখিলে ভক্তিতে গলিবে পাষাণ,"—
　　মূর্চ্ছিত কিঙ্কর পড়িল ভূতল।
ছুটিলেন কাজি, দাঁড়াইয়া পথে
　　দেখিলা কি দৃশ্য, আঁখি ছল ছল !
যতদূর চক্ষে যাইতেছে দেখা,
　　লোকারণ্য তীর, জাহ্নবীর জল।
বাজিছে মৃদঙ্গ, বাজিছে মন্দিরা,
　　শত শত শঙ্খ, কাংস্য করতাল,
উঠিছে কীর্ত্তন প্লাবি নৈশাকাশ,—
　　"হরে কৃষ্ণ হরে গোবিন্দ গোপাল।"
ঘন হরিধ্বনি, ঘন হুলুধ্বনি,
　　নাচে নর নারী আনন্দে অধীর ;
নাচে সংখ্যাতীত পতাকা মশাল,
　　নাচে প্রতিবিম্ব জলে জাহ্নবীর।
দ্বারে দ্বারে ঘট পল্লবের সনে,
　　জ্বলিতেছে দীপ, সারি জোনাকীর,
তরণীর বক্ষে জ্বলে সংখ্যাতীত,
　　নাচে প্রতিবিম্ব বক্ষে জাহ্নবীর।

নাচে নর নারী তীরে জাহ্নবীর,
    নাচে তরীবক্ষে জাহ্নবীর নীরে,
উঠে হরিধ্বনি, উঠে হুলুধ্বনি,
    প্লাবি জলস্থল কীর্ত্তন নির্ঝরে।
ক্রমে লোকারণ্য কাজির নগর;
    লোকারণ্য ক্রমে বাড়ী ও প্রাঙ্গণ;
কেহ তুলি ফুল, কেহ ভাঙ্গি ডাল,
    নাচে হরি বলি উন্মাদ যেমন।
গঙ্গা স্রোত মত সঙ্কীর্ত্তন স্রোত,
    চলিল বহিয়া কাজির আলয়;
ও কে নাচে আহা! ওই দেব রূপ,
    ওই নৃত্য গীত মানুষের নয়।
কখন মূর্চ্ছিত পড়িছে ধরায়,
    কভু মত্ত ভক্ত রাখিছে ধরি;
দেখিছেন কাজি, কত নর নারী,
    চরণে পড়িয়া দেয় গড়াগড়ি।
নাসিকা বহিয়া ঝরে নেত্রধারা,
    স্বর্ণবাহু তুলি বলে—"বোল! বোল!"
অভিন্ন পতিত হিন্দু মুসলমানে,
    উচ্চে নীচে প্রভু দিতেছেন কোল।

নাচে আগে আগে জগাই মাধাই,
দিয়া করতালি ভক্তিতে বিহ্বল,
কভু পদতলে দেয় গড়াগড়ি,
মহাপাপী নেত্রে বহিতেছে জল।
দেখিয়া কাজিকে করি আলিঙ্গন,
কহে—“পাদ পদ্মে পড় গিয়া ভাই!
মারিলেও ভাই! প্রেম করে দান,
এমন ঠাকুর ত্রিজগতে নাই।”
দেখিছেন কাজি—মহা মরুভূমি *
নাচে আত্মহারা লক্ষ নারী নর;
ও কি মহামূর্ত্তি † ঘোষিছে গম্ভীর—
“লা এলাহি আল্লা! আল্লা হো আকবর!”
ইলাহা ইল্লল্লা,—একই ঈশ্বর;
আল্লা হো আকবর,—দয়ার সাগর;—
শুনিলেন কাজি, পড়িলেন কাজি,
মূর্চ্ছিত প্রভুর চরণ উপর।
“উঠ! ভাই! উঠ! এস বক্ষে এস।
পবিত্র হইল হৃদয় আমার!”

* আরব দেশ। † হজরত মহম্মদ।

কহিলেন প্রভু বক্ষেতে লইয়া ;
উভয় মূর্চ্ছিত,—মূর্ত্তি দেবতার।
উঠে হরিধ্বনি, উঠে হুলুধ্বনি,
লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে,—মত্ত নারী নর।
গায় মুসলমান, ভক্তিতে বিহ্বল—
'লা এলাহি আল্লা'—'আল্লা হো আকবর।'

উঠিল আকাশে কৃষ্ণা তৃতীয়ার
নিদাঘের শশী শান্ত সমুজ্জ্বল ;
উঠিল পতিত হৃদয় আকাশে
প্রেম ধর্ম্ম শশী পবিত্র শীতল।
দেখিলেন শশী কি মহা মিলন !
দেখিলেন কিবা মহা আলিঙ্গন !
আকবরের নীতি পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত,
ভারতের মহা প্রয়াগ সঙ্গম।
এই মহা নীতি, এ মহা মিলন
বুঝিল না আরঙ্গজেব অল্পপ্রাণ !
হায় মা ! হায় মা ! বুঝিবে কি কভু
তোর দুই পুত্র হিন্দু মুসলমান ? *

* "মাধাই ব্রহ্মচারী-ব্রত লইলেন ও প্রত্যহ দুই লক্ষ হরিনাম লইতেন।

তিনি গঙ্গাতীরে স্বহস্তে কোদালি দিয়া একটি ঘাট প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাহাকে লোকে মাধাইয়ের ঘাট বলিত। এখনও নবদ্বীপে মাধাইয়ের ঘাট প্রসিদ্ধ আছে। মাধাইয়ের বংশীয়গণ অদ্যাপি আছেন। তাঁহারা শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণ, পরম বৈষ্ণব, গৌরাঙ্গভক্ত।"

—অমিয় নিমাই চরিত।

"কাজির কবর অদ্যাপি বিরাজিত। সেখানে ভক্ত বৈষ্ণবগণ গড়াগড়ি দিয়া আপনাদিগকে পবিত্র করিয়া থাকেন।"

—অমিয় নিমাই চরিত।

"প্রভুর আজ্ঞায় মাধাই ঘাট বান্দিল।
পাপহরণ ঘাট তার নাম থুইল॥"

—জগদানন্দের 'চৈতন্য-মঙ্গল'।





একাদশ সর্গ।

সন্ন্যাস সঙ্কল্প।

দিন যায়, আসে নিশি ; যায় নিশি, আসে দিন ;
মহাভাবে নিমজ্জিত, যেন সিন্ধুগর্ভে মীন,
থাকেন সতত প্রভু কিবা গৃহে কি নগরে,
নিরবধি শ্রীনয়নে অবিরল অশ্রু ঝরে।
শুনিলেই কৃষ্ণনাম, স্বর্ণ কদলির মত
পড়েন ভূতলে প্রভু, যেন মহা বাতাহত,
কি নগরে, কি চত্বরে, জলে, স্থলে, কিবা বনে ;
সতত নিকটে থাকি রক্ষা করে ভক্তগণে।
স্বেদ কম্প অশ্রু হাসি পুলক পুষ্পের প্রায়
বিকাশে সর্ব্বাঙ্গে, প্রভু প্রেমে গড়াগড়ি যায়।

কভু পূর্ণ মূর্ছিত, মিলি ভক্তগণ যত
লয় ধরাধরি করি গৃহে মৃতদেহ মত।
রুদ্ধ করি গৃহদ্বার করে সবে সংকীর্ত্তন,
সুমধুর কৃষ্ণনাম করে কর্ণে বরিষণ।
বিকাশিয়া সমাধিতে কি আনন্দ কি উচ্ছ্বাস
মেলেন অরুণ নেত্র, করুণার কি আকাশ!
নগর কীর্ত্তন দেখি নবদ্বীপ উচ্ছ্বসিত
ভক্তির প্লাবনোচ্ছ্বাসে, বঙ্গদেশ বিপ্লাবিত।
গৃহে গৃহে গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে আর
উঠিয়াছে সংকীর্ত্তন, কি ভক্তির করুণার!
গাইতেছে নর নারী, নাচিতেছে নারী নর,
হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, আলিঙ্গিয়া পরস্পর।
নাহি জাতিভেদজ্ঞান, ধর্ম্মভেদজ্ঞান আর,
সর্ব্বজাতি সর্ব্বধর্ম্ম হইয়াছে একাকার।
অন্যদিকে বঙ্গদেশ যাইতেছে রসাতল,
লুপ্ত ধর্ম্ম, অপধর্ম্ম বর্ষিতেছে কি গরল!
ব্রাহ্মণের অত্যাচার, শুষ্ক শাস্ত্র-অত্যাচার,
শুষ্ক যাগ যজ্ঞ পূজা, তুলিয়াছে হাহাকার
ব্যাপিয়া সমস্ত বঙ্গ; জীবরক্ত পারাবার
হইয়াছে বঙ্গভূমি,—হইতেছে অনিবার

ছাগ কবুতর শিশু লক্ষ লক্ষ বলিদান,—
ওরে রে নিষ্ঠুর পাপী! তাদের কি নাহি প্রাণ?
এমন নিরীহ হায়! এমন দুর্ব্বল আর,
আছে কি জগতে কিছু! মানবের করুণার?
কি নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড! জীবহত্যা কি ভীষণ!
কি নীরব দয়া ভিক্ষা! করুণার কি ক্রন্দন!
হইয়াছে লুপ্তশ্রুতি,—নাহি ব্রহ্ম প্রণিধান,
হইয়াছে অশ্বমেধ শিশুছাগ বলিদান।
লুপ্ত স্মৃতি,—নাহি সেই বিশাল সমাজ-ধ্যান,
আছে মূর্খ ব্রাহ্মণের অতি ক্ষুদ্র স্বার্থ জ্ঞান।
নাস্তিক দর্শন ছয়—বৌদ্ধ দর্শনের ছায়া,
নাহি উচ্চ কর্ম্মবাদ, বিশ্ব,—বেদান্তের 'মায়া'।
'ন্যায়' ক্ষেত্র নবদ্বীপ; নাস্তিক পণ্ডিত দল,
কামিনী কাঞ্চন মাত্র জীবনের মোক্ষফল।
লুপ্ত তন্ত্র, শক্তি পূজা; নাহি দেশ-রক্ষা ব্রত;
হইয়াছে 'বীরাচার' 'বামাচারে' পরিণত।
আছে শক্তি মূর্ত্তি মাত্র, আছে শুষ্ক পূজা আর,
নাহি শক্তি, নাহি শাক্ত, আছে উপহাস তার।
নাহি আত্মবলিদান, আছে ছাগ বলিদান,
ধর্ম্মের মূরতি আছে, মূরতির নাহি প্রাণ।

জাতিভেদ ধর্ম্মভেদ, ভেদপূর্ণ কুলাচার ;
ভেদ বিষে জর্জ্জরিত সমাজের হাহাকার
উঠিয়াছে চারিদিকে। ঘোরতর নির্য্যাতন
সহিতেছে নিম্ন জাতি পশুবৎ নিরমম।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র জাতি চতুষ্টয়
নাহি গুণগত, এবে জন্মগত সমুদয়।
মহামূর্খ, ঘোরতর পাপিষ্ঠ ও নরাধম
ব্রাহ্মণ সন্তান যদি তথাপিও সে ব্রাহ্মণ।
চণ্ডাল চণ্ডাল মাত্র হলেও সাধু পরম
ছায়া তার কলুষিত, মহাপাপ পরশন !
স্মৃতির বন্ধনে নিম্নজাতি হইতেছে জড়,
রঘুনন্দনের স্মৃতি করিছে তা দৃঢ়তর।
এমন সময় আহা ! উঠিল কি সাম্যগান !—
সমান সকল জীব ; কিবা হিন্দু মুসলমান !
যথা রবি-শশী-করে, যথা মুক্ত সমীরণে
সকলের অধিকার সমভাবে সর্ব্বক্ষণে।
কিবা ধনী, কিবা দীন, ব্রাহ্মণ চণ্ডাল আর,
এই ধর্ম্মে সকলের সমভাবে অধিকার।
পঙ্কে ফুটে পদ্ম ; পদ্ম শোভে বক্ষে দেবতার ;
পুষ্পোদ্যানে ফুটিলেও কুপুষ্প কুপুষ্পসার।

চণ্ডাল হইলে ভক্ত ব্রাহ্মণ হইতে শ্রেয় ;
অভক্ত ব্রাহ্মণ তথা চণ্ডাল হইতে হেয়।
নাহি চাহি যাগ, যজ্ঞ, নাহি চাহি বলিদান ;
নাহি উচ্চ, নীচ জাতি, গাও সবে কৃষ্ণনাম।
কি সুন্দর, কি সরল, এ নব-ধর্ম্ম বিধান !
নাচ প্রেমানন্দে, গাও প্রেমানন্দে হরিনাম।
খোল করতাল মাত্র এ পূজার উপচার,
মন্ত্র মাত্র হরিনাম, ভক্তি মাত্র উপহার।
নাহি চাহি পুরোহিত, নাহি চাহি তন্ত্রধার,
কিবা শাস্ত্র, কি পদ্ধতি, নাহি চাহি এ পূজার।
এই কাঙ্গালের ধর্ম্ম, কাঙ্গালের আশাবাণী
শুনিল ব্রাহ্মণেতর জাতি নিষ্পীড়িত প্রাণী।
শুনিল কি সাম্য গীত ! শুনিল কি সংকীর্ত্তন !
দেখিল বাহিছে কিবা প্রেম ভক্তি প্রস্রবণ
উদ্ধারি পতিত প্রেমে, জুড়া'য়ে তাপিত প্রাণ ;
উঠিয়াছে কি মধুর সুশীতল হরিনাম !
যবন হরিদাসের যবনত্ব নাহি আর !
জগাই মাধাই মত হইল পাপী উদ্ধার !
দেখিল কি দেবমূর্ত্তি ! কি নেত্র, চাচর কেশ !
নয়নে কি প্রেমধারা ! দেবদেহে কি আবেশ !

স্মৃতির বন্ধন ছিঁড়ি, ব্রাহ্মণের স্বার্থজাল,
চরণে দলিত জাতি কি প্রবাহে সুবিশাল
ছুটিল জাহ্নবী স্রোতে নবপ্রেমধর্ম্মে ভাসি
দলিত পীড়িত প্রাণে পান করি সুধারাশি।
দেশ দেশান্তর হ'তে শত শত নর নারী,
করে ভক্তি উপহার, নয়নে ভকতি বারি,
আসিয়া আবেশ দেখি প্রভুর চরণে পড়ি।
অশ্রুতে প্রক্ষালি পদ যাইতেছে গড়াগড়ি।
দিবা নিশি নবদ্বীপ এই যাত্রী সমাগমে
পরিপূর্ণ; পরিপূর্ণ দিবা নিশি সংকীর্ত্তনে।
কভু কৃষ্ণাবেশে প্রভু কাঁদে রাধা রাধা বলি;
কভু রাধাবেশে কাঁদি ধূলায় পড়িছে ঢলি।
কভু নন্দ যশোদার ভাবেতে প্রভু বিভোর;
কভু গোপালের ভাবে নাচিছে ব্রজ কিশোর।
কৃষ্ণ ভাবাবেশে প্রভু কভু জপে কৃষ্ণনাম;
শুনিলে কৃষ্ণের নাম কভু ক্রোধে মূর্ত্তিমান
কহেন—সে ননীচোরা, তারে বল কেবা চায়?
যে কহে কৃষ্ণের নাম; তারে মারিবারে যায়।
'গোকুল! গোকুল!' কভু 'বৃন্দাবন! বৃন্দাবন!'
'মথুরা! মথুরা!' কভু জপিছেন অনুক্ষণ।

কোন দিন পৃথিবীতে নখে কি আকৃতি আঁকি,
নির্ণিমেষ নেত্রে চাহি, শ্রীকরে শ্রীমুখ রাখি,
করেন রোদন প্রভু, ভাসে ক্ষিতি অশ্রুজলে ;
জ্বলিছে হৃদয় যেন গোপীর বিরহানলে।
এইরূপে নিশিদিন থাকেন আবেশাধীন,
দিবাকে বলেন নিশি, নিশিকে বলেন দিন।
নাহি জ্ঞান স্থান কাল, দিবা নিশি অশ্রু ঝরে ;
আপনার গৃহ ভাবি থাকেন পরের ঘরে।
প্রভুর আবেশে কাঁদে ভাবাবিষ্ট ভক্তগণ
প্রভুকে বেড়িয়া, বহে অশ্রুগঙ্গা অগণন।
একদিন ভাবাবিষ্ট জপিছেন গোপীনাম ;
আসিয়া পড়ুয়া এক কহে মূর্খ—"রাম! রাম!
নিমাই পণ্ডিত তুমি অধঃপাতে গেলে হেন!
ছাড়ি কৃষ্ণনাম তুমি, গোপী নাম জপ কেন?"
লাঠি লয়ে মহা ক্রোধে প্রভু মারিবারে ধায় ;
প্রাণভয়ে সে পড়ুয়া টোলে পলাইয়া যায়।
সর্ব্ব অঙ্গে বহে ঘর্ম্ম, বহে শ্বাস ঘন ঘন,
কি হয়েছে.—সবিস্ময় জিজ্ঞাসে পড়ুয়াগণ।
"কি জিজ্ঞাস?"—কহে ছাত্র—"রহিল ভাগ্যে জীবন ;
পূর্ব্ব পুরুষের পিণ্ড হইল না বিমোচন।

নিমাই পণ্ডিত শুনি হইয়াছে অবতার,
গেলাম দেখিতে,—দেখি ও হরি! কি দশা তার!
মাতালের মত বসি জপিতেছে গোপীনাম।
ভাল মানুষের মত আমি তারে কহিলাম—
'নিমাই পণ্ডিত! এ কি! তোমার কি নাহি জ্ঞান?
ছাড়ি কৃষ্ণনাম, তুমি জপ কেন গোপীনাম?'
কৃষ্ণকে যে কত গালি দিল, কি কহিব আর?
করিল কতই নিন্দা পণ্ডিত ও পড়ুয়ার।
শেষে এল লাঠি নিয়ে, কাঁধে বাড়ি বলরাম;
বাপ! কি প্রকাণ্ড লাঠি! আছে আয়ু, বাঁচিলাম।
নবদ্বীপে ঝড়বেগে বহিল এ সমাচার।
ছুটিল পড়ুয়াদল, মুখে শব্দ—"মার! মার!"
জুটিল পণ্ডিতদল,—কিবা টিকি আন্দোলন!
মহাঝড়বেগে যেন নড়িতেছে নলবন।
ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি সব মুখে শুধু—"মার! মার!"
কটিতে গামছাখানি আঁটিছে, খুলিছে আর।
কহে পঞ্চানন—"বেটা! কলিযুগে অবতার!
ব্রাহ্মণ মারিতে আসে, এমন শকতি তার!"
কহে তর্করত্ন ক্রোধে—"ভো! ভো! শর্ম্মা! দেখি চল!
নাহি লয় কৃষ্ণনাম কিসের বৈষ্ণব বল!

কহে ন্যায়চুঞ্চু—"সাধে জপে গোপীনাম আর ?
সারা রাত্রি গোপী ভজে রুদ্ধ করি গৃহদ্বার।"
কহে ক্রোধে শিরোমণি—"কেন বল ভয় করি ?
আমরা কি ব্রাহ্মণের ব্রহ্মতেজঃ নাহি ধরি ?
তিনি মারিবেন, আর আমরা বা কেন সহি ?
হাড়গোড় গুড়া করি, করি ফলারের দই।"
"তিনিত নহেন রাজা"—কহে ক্রোধে সার্ব্বভৌম—
"ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তিনি, আমরা কি হাড়ি ডোম ?"
কহে স্মৃতিরত্ন হাসি—"পণ্ডিত কি বল ভায়া!
সাত পুরুষেও তার, নাহি উপাধির ছায়া।
জগন্নাথ মিশ্র,—পুত্র নিমাই পণ্ডিত আর!
সাত পুরুষেও নাই উপাধির গন্ধ তার।
মহা অধ্যাপক-পুত্র, নিজে অধ্যাপক সব
আমরা পণ্ডিতগণ,—উপাধির কি গৌরব!
ছিলেন পড়ুয়া তিনি কাল এই নদিয়ার;
আজি তিনি হইলেন গৌরচন্দ্র অবতার!
খাইছেন তিনি নিত্য দধি মণ্ডা ভার ভার;
আমরা পণ্ডিতগণ দাঁড়াইয়া খাব মার ?
ছয় শত শিষ্য মম, গিয়াছে আমায় ছাড়ি;
কি আর কহিব ভায়া! শিকায় উঠিছে হাঁড়ি।"

তখন পণ্ডিতদলে হ'লো মহা কোলাহল,
শিরে করি করাঘাত, নেত্রে অশ্রু ছল ছল,
সকলে কহিল কাঁদি—"শিষ্য কারো নাহি আর,
নাহি ব্রত, নাহি পূজা, নাহি শ্রাদ্ধ ফলাহার,—
কি কব দুঃখের কথা,—মুণ্ডপাত দক্ষিণার!
ক্ষেপেছে সমস্ত দেশ; শুধু মুখে হরি! হরি!
নিমাইর পদতলে দেয় শুধু গড়াগড়ি।"
কহে তর্করত্ন খেদে—"শিষ্য ত নাহি কাহার;
জাতি ধর্ম্ম ব্রাহ্মণের রহিল না দেশে আর।
জগাই মাধাই দুই জাতিভ্রষ্ট দুরাচার;
তারাও বৈষ্ণব, দ্বন্দ্ব সমাসের অবতার!
মুসলমান হরিদাস হয়েছে এবে ঠাকুর!
মাথায় উঠেছে এবে পথের যত কুকুর।
বাপ! কাজি বেটা যেন ছিন্ন কদলির গাছ,
পড়িল চরণতলে;—"বিরাট কাতাল মাছ।"—
টলিতে টলিতে মদে আগমবাগীশ কহে,—
"কর মহাশুদ্ধি, নহে শাক্ত থাকিবার নহে।
নাহি করে গুপ্ত চক্র, না খায় 'কারণ' আর,
পথে ঘাটে হরি! হরি! সর্ব্বজাতি একাকার!"
ঘরপোড়া পঞ্চানন কহে—"কাজি ফাজি নহে;

জান না পিশাচ এক নিমায়ের ঘাড়ে রহে।
না জানি দু যন্ত্রে তার আছে কি যে ইন্দ্রজাল;
নন্দির মাদল, আর ভৃন্দির ঐ করতাল।
নিমে যারে দেখে, তার ঘাড়েতে পিশাচ চড়ে;
হরি! হরি! হরি! বলি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।
যার কাণে যায় ওই খোল করতাল ধ্বনি,
মূর্চ্ছিত হইয়া সেও ভূতলে পড়ে অমনি।
দেখ না পণ্ডিত কত যাইতেছে গড়াগড়ি,
মণ্ডা মাল্লোয়ার লোভে, তাহার চরণে পড়ি।
কাজি ফাজি নহে ভায়া! এস বসি এইখানে,
বাঁধি সমাজের দল মিলি সবে দৃঢ় টানে।"
তখন পণ্ডিত দল গঙ্গার সৈকতে বসি,
শকুণের পাল মত, বাঁধিল সমাজ কসি।
নস্য নাকে গুজি কেহ, কেহবা গুরুর টানে;
রহিল বসিয়া সবে কিছুক্ষণ মহাধ্যানে।
সূক্ষ্মবুদ্ধি পঞ্চানন, হাতে নস্য কহে—"দেখ!
এই গঙ্গাতীরে বসি এ ব্যবস্থা সবে লেখ।
মার জাতি নিমাইয়ের, হরিবোলাদের আর,
বন্ধ কর হুকা জল, ক্রিয়া কর্ম্ম লোকাচার।
বন্ধ কর ·· ঝকে, পুত্র কন্যাদের বিয়া,

বন্ধ কর মড়াপোড়া, মরে যেন মড়া নিয়া।
কি আর কহিব ভায়া! এমন বাঁধরে ধরা,
হয় যেন শচী বুড়ী একেবারে বাসিমড়া।
পড়ুয়া ত আমাদের সহস্র সহস্র আছে;
'প্রহারেণ ধনঞ্জয়' ;—দেখি কোন বেটা বাঁচে।
বন্ধ কর পথ ঘাট, মার যারে যথা পাও;
দই মণ্ডা লুচি পথে সকলে লুটিয়া খাও।
বউ ঝি ও শালাদের রেতে টেনে কর বার;
ধরি গৌর-অবতার, পথে চূর্ণ কর হাড়।
গোপনে শচীর কর অপমৃত্যু সংঘটন;
বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণপ্রিয়া,— রুক্মিণী কর হরণ।
চালাও অগ্নিপুরাণ বৈদিক গোমেধ কর,
রক্ষা কর হিন্দু ধর্ম্ম,—এই পরামর্শ ধর!"
থামিলেন পঞ্চানন, কহিলা পণ্ডিতগণ,—
"ঠিক কথা; ধর্ম্মরক্ষা, জাতিরক্ষা প্রয়োজন।"
উঠিল কি দেশব্যাপী ঘোরতর কোলাহল,
জ্বলিল ভীষণ বেগে সামাজিক দাবানল।

---

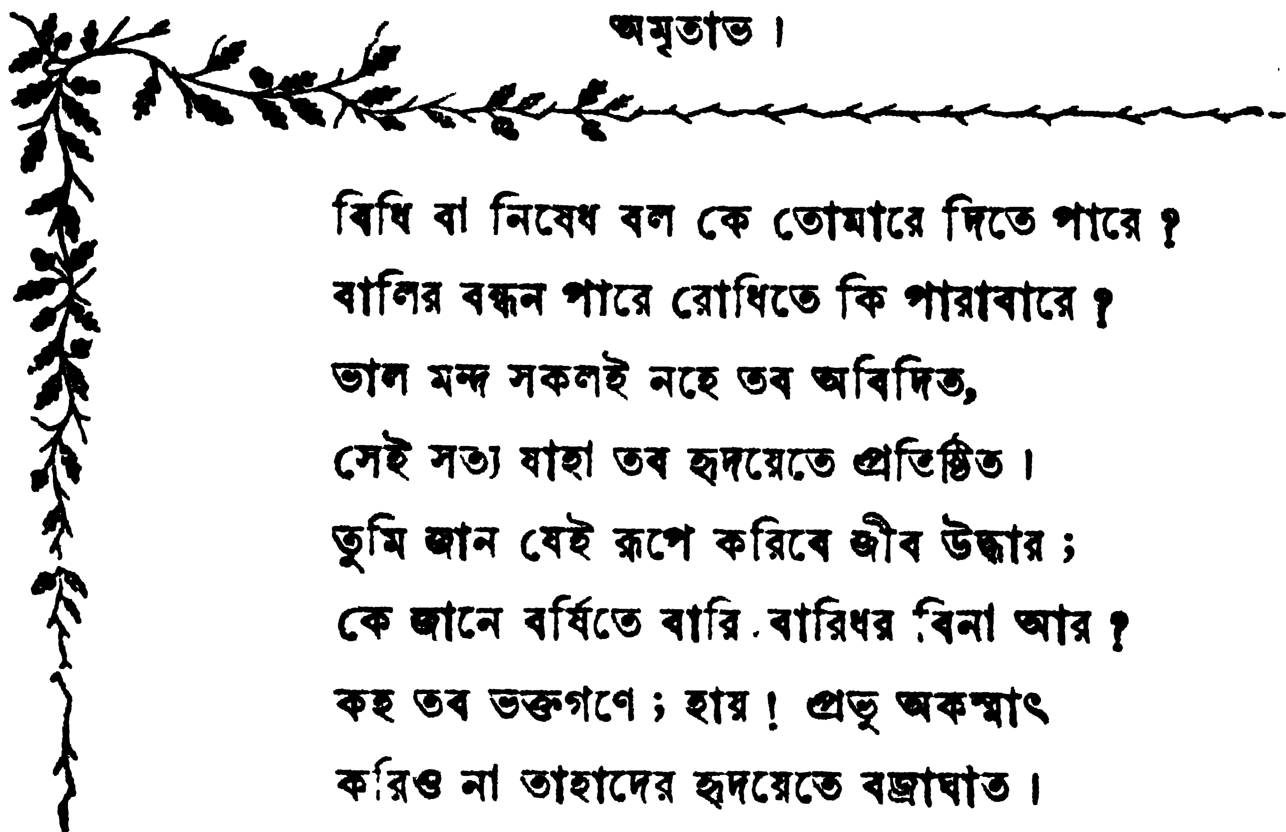
* কেহ যদি এ চিত্র অতিরঞ্জিত ও অযথা নিন্দা মনে করেন, তবে আমি বলিব যে আমি নিজে ইহার ভুক্তভোগী। ভারতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের এরূপ অধঃপতন না হইলে, ভারতের এ অধঃপতন ঘটিত না।

আসি ভক্ত দলে দলে কহে করি হাহাকার—
"হায় প্রভু! ভক্তগণে রক্ষা কর এইবার!"
শুনি কহিলেন প্রভু, হাসি উচ্চহাসি তবে—
"প্রহ্লাদের মত রক্ষা করিবেন হরি সবে।
করিনু পিপ্পলিখণ্ড, হবে কফ নিবারণ;
উলটিয়া কফ আরো বাড়িল যে বিলক্ষণ!"
ক্ষণেক নীরব রহি, নিত্যানন্দ-করে ধরি,—
বসি নিরজনে প্রভু কহিলেন—"হরি! হরি!—
শ্রীপাদ! কোথায় প্রেমে ভাসাইব ধরাতল,
জ্বালিল বিদ্বেষ বিষ এই হিংসা দাবানল!
ভাবিলাম শুনি গৃহ-সংকীর্ত্তনে হরিনাম,
নিবে হরিনাম জীবে, পাবে পাপী পরিত্রাণ।
এই মহা মরুভূমে হবে গঙ্গা প্রবাহিত
হইল নিষ্ফল আশা, হইলাম কলঙ্কিত।
বিলাইলে হবিনাম নবদ্বীপে ঘরে ঘরে
নগর-কীর্ত্তনে প্রেমে ভাসাইলে নারী-নরে,
অধর্ম্ম পাষাণ তবু দ্রবিল না হায়! হরি!
তুলিল মস্তক আরো ভীষণ মূরতি ধরি।
কোথায় করিব বল আমরা জীব উদ্ধার,
করিতেছি হায় দেখ আমরা জীব সংহার।

কোথায় করিব বল সংসার-বন্ধন নাশ
করিলাম কোটী গুণ দৃঢ় সে সংসার-পাশ।
আমাদের সংকীর্ত্তন, আমাদের প্রেমদান,
ভাবিতেছে পাপীরা স্বার্থ-সিদ্ধি উপাদান।
আমার এ গৃহ-সুখ, এ বিলাস-ভোগ আর,
জ্বালাইছে হিংসানল, তুলিছে এ হাহাকার।
কাটি এই শিখা সূত্র, মুড়ায়ে চাঁচর কেশ,
শ্রীপাদ! লইব আমি তোমার সন্ন্যাসীবেশ।
যাহারা আমাকে দেব! চাহিতেছে মারিবারে,
বেড়াইব ভিক্ষা করি তাহাদের দ্বারে দ্বারে।
সন্ন্যাস লইলে আমি, লবে জীব হরিনাম;
সন্ন্যাসীকে হিংসা নাহি করে কেহ, ভগবান্!
করেছি সঙ্কল্প আমি ছাড়িব গৃহ নিশ্চয়,
দেহ বিধি, করিও না কাতর তব হৃদয়।
শাস্ত্রের শৃঙ্খল শত, স্মৃতির বন্ধন আর,
বেদান্তের মায়াবাদ, তান্ত্রিকের পাপাচার,
ভক্তিশূন্য যাগ যজ্ঞ, জীবহিংসা অনিবার,
অধর্ম্ম ধর্ম্মের স্থান করিয়াছে অধিকার।
জগত উদ্ধার দেব চাহি যদি সাধিবার,
দেও আজ্ঞা! যাই চলি; নবদ্বীপে কার্য্য আর

নাহি আমাদের ; শুন দুঃখার্ণবে হাহাকার
করিছে অনন্ত জীব, চল যাই করি পার।
কি ছার সংসার-সুখ! নিরন্তর বিষপান ;
অনন্ত জীবের দুঃখে নিরন্তর কাঁদে প্রাণ।
যেই প্রেম-গঙ্গা আজি নবদ্বীপে প্রবাহিত,
চল যাই করি তাহা সিন্ধুসহ সম্মিলিত,
প্লাবিয়া ভারতভূমি, প্লাবি এই ধরাতল ;
চল যাই তাপদগ্ধ করি জীব সুশীতল।
বহিতেছে দুই নেত্রে জীব-করুণার ধারা,
জীব-করুণায় প্রভু উদ্বেলিত আত্মহারা।

নিত্যানন্দ প্রভু শিরে হায়! যেন অকস্মাৎ
হইল বিকট শব্দে ভীষণ অশনিপাত।
দূরে গেল চপলতা, হইলা নিতাই স্থির,
বারিপূর্ণ মেঘ মত হইল মুখ গম্ভীর।
ক্ষণেক নীরব রহি, করি আত্ম সম্বরণ,
কহিলা নিতাই ধীরে, শোকে উদ্বেলিত মন,—
আসন্ন ঝটিকা শান্ত—"প্রভু! তুমি ইচ্ছাময় ;
যাহা তব ইচ্ছা, তুমি করিবে তাহা নিশ্চয়।



বিধি বা নিষেধ বল কে তোমারে দিতে পারে?
বালির বন্ধন পারে রোধিতে কি পারাবারে?
ভাল মন্দ সকলই নহে তব অবিদিত,
সেই সত্য যাহা তব হৃদয়েতে প্রতিষ্ঠিত।
তুমি জান যেই রূপে করিবে জীব উদ্ধার;
কে জানে বর্ষিতে বারি বারিধর বিনা আর?
কহ তব ভক্তগণে; হায়! প্রভু অকস্মাৎ
করিও না তাহাদের হৃদয়েতে বজ্রাঘাত।
কহ প্রভু! শচীমাকে"—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠস্বর;
হৃদয় উচ্ছ্বাসে পূর্ণ, ঝরে অশ্রু দর দর;—
"অভাগিনী শচীমাতা! অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়া!"
সরিল না কথা আর, বিদীর্ণ হইল হিয়া।
উভয়ে নিভৃতে বসি অধোমুখে বহুক্ষণ,
করিলেন অশ্রুধারা অবিরল বরিষণ।
মুছি অশ্রু, গেলা প্রভু মুকুন্দ-গৃহে বিভোর,
দেখি প্রভু মুকুন্দের আনন্দের নাহি ওর।
প্রভু কহে—"গাও কিছু কৃষ্ণের মঙ্গল গীত।"
গাইল মুকুন্দ,—কণ্ঠ কি প্রেম-সুধা পূরিত!
হুঙ্কারিয়া বাহু তুলি নাচে "বোল বোল" করি,
আত্মহারা মুকুন্দের কখন গলায় ধরি।

কিছু পরে ধীরে ধীরে করি আত্ম-সম্বরণ
কহিলা—"মুকুন্দ! শুন, তুমি মম প্রিয়তম,
ছাড়ি গৃহ, শিখা সূত্র, মুণ্ডিত করিয়া শির,
লইব সন্ন্যাস আমি মনে করিয়াছি স্থির।"
"হায়! প্রভু! একি কথা!"—মুকুন্দ পড়ে মূর্চ্ছিত;
প্রভু লইলেন বুকে; মুকুন্দ লভি সম্বিত,
কহিল কাঁদিয়া শোকে—"প্রভু! এ কি কথা হায়!
তোমার মুকুন্দ প্রভু! মরিবে ডুবি গঙ্গায়।
এই নবদ্বীপ আজি নব বৃন্দাবন ধাম;
পুষ্পাকীর্ণ কুঞ্জবন ক'রো না মহা শ্মশান!
এ সুন্দর নাট্যশালা; এই সুমধুর গান;
ভাঙ্গিও না হায়! প্রভু! ক'রো না মহা শ্মশান!
বহিছে এ প্রেমগঙ্গা জুড়ায়ে পতিত প্রাণ,
হায়! করিও না শুষ্ক, করিও না মরুস্থান।
নিতান্ত যাইবে যদি, কিছু দিন থাকি আর,
জুড়াও কীর্ত্তনে জীব, পতিত কর উদ্ধার।
ভগীরথ অনুসরি আসলেন ভাগীরথী,
আসিল পদাঙ্কে তব এই প্রেম স্রোতস্বতী।
এ পতিত বঙ্গভূমি না হ'তে প্রভু! উদ্ধার,
কোথায় লইয়া যাবে এ প্রেমগঙ্গা তোমার?

ব্রজ গোপীদের দুঃখে নিরন্তর কাঁদ তুমি ;
তুমি কি করিবে বঙ্গ কৃষ্ণশূন্য ব্রজভূমি ?
হায় প্রভু ! হরিও না মুকুন্দের কণ্ঠস্বর ;
হরিও না প্রাণ তার রাখি এই কলেবর।
তোমার করের বাঁশী ভাঙ্গিবে কি তুমি হায় !
ভাঙ্গ তবে !"—মূরছিত মুকুন্দ পড়িল পায় !
মুকুন্দে করিয়া শান্ত, মুছিয়া নয়ন নীর,
চলিলেন গদাধর গৃহে প্রভু শান্ত স্থির।
কহিলেন—"শিখা সূত্র ঘুচাইয়া, গদাধর !
হইব সন্ন্যাসী আমি।"—রুদ্ধ হ'ল কণ্ঠস্বর।
বিস্মিত, স্তম্ভিত, চাহি বজ্রাহত গদাধর
কহে—"প্রভু ! এ কি কথা ! অদ্ভুত বিস্ময়কর !
শিখা সূত্র ঘুচাইলে মাত্র যদি কৃষ্ণ পাই,
গৃহাশ্রমে তব মতে তবে কি বৈষ্ণব নাই ?
তোমার এ মত প্রভু ! শাস্ত্র মত জান নয় ;
গৃহাশ্রম শ্রেষ্ঠাশ্রম সর্ব্ব ধর্ম্মশাস্ত্র কয়।
তুমিইত সংকীর্ত্তনে প্রকাশিলে ব্রজ-লীলা ;
তুমিইত ব্রজ-প্রেমে তরল করিলে শিলা।
ব্রজ-প্রেম নহে প্রভু ! শুষ্ক প্রেম সন্ন্যাসীর ;
সন্ন্যাসীর প্রেম নহে প্রেমময়ী শ্রীমতীর।

সন্ন্যাসীর নাহি পুত্র, নাহি পিতা মাতা আর,
নাহি পত্নী, নাহি প্রভু, মরুময় এ সংসার।
সন্ন্যাসীরা মায়াবাদী, কেমনে পাইবে তারা
শান্ত, দাস্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রেমের ধারা ?
হায়! প্রভু হেন কথা আনিও না মুখে আর ;
তোমার এ প্রেম হাট ভাঙ্গিও না নদীয়ার।
এখনোত জীবগণ হয় নি প্রভু! উদ্ধার ;
তুলিও না বোধনান্তে বিজয়ার হাহাকার।
শিরিশ কুসুম দেহ, এ নব যৌবন তব ;
সন্ন্যাস লইলে তুমি, পাষাণ হইবে দ্রব।
এখনো বালক তুমি, কঠোর সন্ন্যাস ব্রত,
কেমনে কোমল অঙ্গে সহিবে পাষাণবৎ ?
মরিবে ভকতগণ, মরিবে জননী আর,
হায়! সে বালিকা বধূ, কি দশা হইবে তার ?"—
নিমাইরে লয়ে বুকে, শোকোন্মত্ত গদাধর
কাঁদিতে লাগিল উচ্চে, কাঁদিলেন বিশ্বম্ভর।
বহিল বিদ্যুৎবেগে এই শোক সমাচার,
ছুটিল বিদ্যুদাহত ভক্ত করি হাহাকার।
আসি গদাধর গৃহে, প্রভুর চরণে পড়ি
কেহ বা মূর্চ্ছিত, কেহ দেয় কাঁদি গড়াগড়ি।

কেহ কহে—"এ কুঞ্চিত চাঁচর চিকুর জাল,
ঘনকৃষ্ণ মেঘরাশি বিদ্যুতের অন্তরাল,
না পারিলে সাজাইতে সুবাসিত পুষ্পদামে,
তোমার এ ভক্ত প্রভু! নিশ্চয় মরিবে প্রাণে।"
কেহ কহে কাঁদি উচ্চে—"এ সুদীর্ঘ কেশভার
অমলকি দিয়া যদি নাহি করি পরিষ্কার,
সুরভি পুষ্পের তৈলে নাহি করি সুবাসিত,
না বাঁধি মোহনচূড়া,—মরিব প্রভু! নিশ্চিত।"
শিরে করি করাঘাত কেহ করে হাহাকার—
"চন্দন তিলক নাহি ললাটে দেখিলে আর,
না দেখি শ্রীঅঙ্গ তব চর্চ্চিত চন্দন রাগে,
হায়! প্রভু এই প্রাণ ত্যজিব তোমার আগে।"
কেহ কাঁদে—"হায়! প্রভু! এ কি নির্দ্দয়তা ঘোর!
ছাড়ি চারু 'কৃষ্ণকেলী,' পরিবে কৌপীন ডোর!
ভিখারি হইবে তুমি করঙ্ক লইয়া হাতে!—
বধিও না ভক্তগণে এইরূপ বজ্রাঘাতে।
মাতৃহত্যা, পত্নীহত্যা,—এখনো বালিকা হায়!—
করিও না;—ভাবিতেও হৃদয় ফাটিয়া যায়।
তুমি গৃহ ছাড়, গৃহ ছাড়িব আমরা সবে।
বঙ্গদেশে নরনারী কেহ নাহি গৃহে রবে।

সন্ন্যাস লইলে তুমি পাষাণ হইবে দ্রব,
করুণা সাগর তুমি, কলঙ্ক হইবে তব।
লুপ্ত হবে হরিনাম, উঠিবে কি হাহাকার,
শোকে, ক্রোধে, হরিনাম কেহ না লইবে আর।
উঠিবে রোদন ধ্বনি, রুদ্ধ হবে সংকীর্ত্তন ;
হবে মহাবন প্রভু! তব এই বৃন্দাবন।
পতিত-উদ্ধার-ব্রত, তোমার হবে নিষ্ফল ;
শুকাইবে প্রেমনদী, বহিবে নয়ন জল।”
ভক্তের রোদনে প্রভু হইলেন বিচলিত,
করুণ নয়নে বহে দর অশ্রু বিগলিত।
তুলি অবনত মুখ, সুধাসিক্ত শতদল,
কহিলা করুণাময়, মুছি করে অশ্রুজল,—
“কেন এই হাহাকার? জানেন অন্তরযামী,
লোক-শিক্ষা তরে মাত্র সন্ন্যাস করিব আমি।
সন্ন্যাস লইয়া আমি, তোমরা কি ভাব মনে,
তোমাদের ছাড়ি আমি বেড়াইব বনে বনে?
এ প্রেমবন্ধন হায়! তোমাদের কাটি বলে,
পাব কৃষ্ণপ্রেম আমি, কোন তপস্যার ফলে?
ত্যজ এই কাতরতা, এই চিন্তা অকারণ ;
তোমরা যেখানে রবে, আমি তথা সর্ব্বক্ষণ।

নহে এ জনম মাত্র, যেন জন্ম জন্মান্তর,
তোমাদের প্রেম-সঙ্গ পাই আমি নিরন্তর।
শ্রীকৃষ্ণ করুন কৃপা,—যেন তোমাদের সঙ্গে
জন্মে জন্মে থাকি আমি এই সংকীর্ত্তন রঙ্গে।”
প্রেম ভরে সকলেরে দিলা প্রভু আলিঙ্গন ;
প্রবোধ মানিলা সবে,—হায়! মরীচিকা-ভ্রম!





দ্বাদশ সর্গ।

বিদায়।

আপন কুটীরে বসিয়া পূজায়,
শচীমা আছেন ধ্যানে :
"মা ! মা ! মা !" ডাকিয়া নিমাই
আসিলেন সেই খানে।
ষাটিবর্ষ সাত বৃদ্ধা জননীর
শুভ্র দীর্ঘ কেশ তার
পড়েছে আসনে আবরিয়া দেহ
গঙ্গার ধারা তুষার।

এ বৃদ্ধ বয়স তথাপি মায়ের
দীর্ঘ দেবী-দেহ কিবা
মধ্যাহ্ন কিরণে ঝলসিছে আঁখি !
আলোকিত করি দিবা।
দীর্ঘল নিটোল বদন মণ্ডল
দীর্ঘল যুগল মুদিত আখি ;
সমুন্নত গ্রীবা, সমুন্নত দেহ,
পদ্মাসন অঙ্কে কর-পদ্ম রাখি।
বিভূতির রেখা কুঞ্চিত ললাটে
ঈষদ কুঞ্চিৎ বক্ষে বাহুদ্বয়,
ভক্তির প্রতিমা বসিয়া জননী—
সর্ব্ব অঙ্গ স্নেহ কোমলতাময়।
শোভে শুভ্র শিরে রুদ্রাক্ষের মালা,
রুদ্রাক্ষের মালা কণ্ঠে বাহু মূলে।
শোভিছে প্রকোষ্ঠে রুদ্রাক্ষের মালা ;
অগ্রে পুষ্প-পাত্র পরিপূর্ণ ফুলে।
রজত আধারে চন্দনে চর্চ্চিত
শোভে শালগ্রাম সুগোল সুন্দর ;
দীপাধারে দীপ ; ধূপদানে ধূপ ;
জ্বলিছে বিতরি গন্ধ মনোহর।

কি মহিমা অঙ্গে, অঙ্গ-ভঙ্গিমায়,
কি মহিমা শুভ্র কেশে মুখে রয় !
কিবা পবিত্রতা মিশি মহিমায়,
করিয়াছ কক্ষ পবিত্রতাময় !

মুহূর্ত্ত নিমাই চিত্রিতের মত
সেই দেবী-মূর্ত্তি রহিলা চাহি ;
উচ্ছ্বসিত দুই মাতৃপ্রেম ধারা,
পড়িতে লাগিল কপোল বাহি।
"মা ! মা !" সম্ভাষণ শুনিয়া জননী
নিমিলিত নেত্র মেলিলা সুখে।
নিতে পদধূলি আলিঙ্গিয়া পুত্রে
লইলেন মাতা আদরে বুকে।
"এস ! বাপ এস !"— কহিলা জননী—
"করুন শ্রীকৃষ্ণ কল্যাণ তোমার !
এ কি কথা লোকে করে কাণাকাণি
তুমি গৃহে বাপ ! রবে না আর।
বিশ্বরূপ বাপ ! ছাড়িল যে দিন
মরিল সে দিন জননী তোমার।

শোকের উপরে সইব কত শোক ?
তুমি কি মড়াকে মারিবে আবার ?
সন্ন্যাসী দেখিলে ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
সন্ন্যাস—এ শব্দ শুনিলে আর,
কাঁপি থর থর ; বজ্রপাত মত
লাগে বাপ ! উহা শ্রবণে আমার।
না—না বাপ ! না—না, মাথা খাও মোর,
হেন কথা মুখে কভু না আনিও।
অভাগিনী মাতা মরিলে তোমার,
তবে বাপ ! তুমি যোগী হ'য়ে যেয়ো !"

অবনত মুখে রহিলা নিমাই,
মুখে নাহি কথা সরে।
বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠ কি দারুণ ঝড়
বহিছে অন্তরান্তরে।
আবার জননী কহিলা কাতরে,—
"দয়া তব সর্ব্বজীবে।
নিমাই ! কেবল নিজ জনে তব
এরূপে কি দুঃখ দিবে ?

এ বৃদ্ধা জননী, কিশোরী ঘরিণী,
তাহারা কি জীব নয় ?
তোমার সন্ন্যাসে মরিবে তাহারা
মরিবে ভক্ত নিচয় ?
অষ্ট কন্যা শোকে অষ্ট রক্ত ধারা
বহে বুকে নিরন্তর।
তাহার উপর কি দারুণ বজ্র
প্রহারিল বিশ্বম্ভর।
সর্ব্বশেষ তব পিতা ভাগ্যবান,
চলিয়া গেলেন আগে ;
তোর মুখ চাহি আছি শুধু বাঁচি,
তোর স্নেহ অনুরাগে।
দুটো দিন আর থাক বুকে বাপ !
জননী এ ভিক্ষা মাগে।"

কাতরে নিমাই, ধারা দুনয়নে
কহে—"ক্ষম মাত ! পুত্রে ক্ষম !
তব কাতরতা সহিতে না পারি,
ফাটিছে হৃদয় মম।

মা! তুমি এমন হইলে কাতর,
হ'লে এত মর্ম্মাহত,
না দিলে বিদায় প্রসন্ন বদনে
নিব না সন্ন্যাসব্রত।"

"নিমাই! নিমাই!"— কাঁদিয়া জননী
কহিলা করুণ স্বরে,—
"মা হইয়া তোরে করিব সন্ন্যাসী
সাজাব আপন করে।
প্রসন্ন বদনে হইতে সন্ন্যাসী
পুত্রেরে দিতে বিদায়,
পারে কি জননী? এমন পাষাণী
আছে কি জগতে হায়!
নয়টি সন্তান একে একে একে,
হারা'য়ে পাষাণী আমি,
আছিরে বাঁচিয়া নিমাইরে! তোর
দেখি চাঁদ মুখখানি।
কি যে তপস্যায় পাইয়াছি তোরে,
ওরে তপস্যার ধন!

ঋতুতে ঋতুতে বিপরীত পথে
তপস্যা করি গ্রহণ।
নিদাঘ খরায় বুকে অগ্নি জ্বালি,
বরিষা ধারায় ঘন
ভিজি নিশি দিন, হেমন্ত তুষারে
গঙ্গা গর্ভে অনুক্ষণ
আকণ্ঠ ডুবিয়া দিবানিশি বাপ!
তপস্যা করেছি কত!
দ্বাদশ মাসেতে করি উপবাস
করেছি দ্বাদশ ব্রত।
ত্রয়োদশ মাস ধরি গর্ভে তোরে
পাইয়া কতই ক্লেশ!
পাইয়াছি তোরে নিমাই আমার,
এই দেহ করি শেষ।
ত্রয়োদশ মাস সাজিয়া যোগিনী,
শিরে কেশ জটা ভার,
ত্রয়োদশ মাস জপি হরিনাম,
করিয়া অম্বু আহার,
পাইয়াছি তোরে নিমাই আমার;
তুই কি আমারে ছাড়ি

করিবি সন্ন্যাস, অকরুণ প্রাণে

এরূপে মড়াকে মারি ?

*   *   *   *   *   *   *

*   *   *   *   *   *   *

